Vol. 26 | No. 1 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলাদেশে সাহিত্যসম্পাদনা

Volume	26
Issue	1
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	December 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v26i1.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v26i1.8
Pages	178-227
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

বাংলাদেশে সাহিত্যসম্পাদনা

বিশ্বজিৎ ঘোষ

সাহিত্যের সম্পাদনা যে-কোন দেশের সাহিত্য-শিল্পের বিকাশে রাখে গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরস্পর্শী অবদান। মূলত দুষ্প্রাপ্যের কারণে সম্পাদিত হয় অধিকাংশ সাহিত্য-গ্রন্থ। জাতীয় ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারকে আবিষ্কার এবং তা পাঠকের কাছে পেঁৗছে দেয়ার জন্য প্রয়োজন হয় প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সম্পাদনা। এমন কি, দেখা গেছে, আধুনিক যুগের অনেক লেখকের রচনাও বিস্মৃতির তলে হারিয়ে যায় প্রযত্নের অভাবে। কালের কবল থেকে সাহিত্য-জনয়িতার সৃষ্টিকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যেই প্রয়োজন হয় তাঁদের রচনার সংগ্রহ এবং সম্পাদনা । একজন বিশেষ লেখক সম্পর্কে একটি জাতির বিবেচনাকে সংকলিত করেও প্রকাশিত হয় সম্পাদিত-গ্রন্থ, এবং তা অবশ্যই সাহিত্য-সম্পাদনার একটি ভিন্ন মাত্রা। সাহিত্যের সম্পাদনা সাহিত্য গবেষণারই একটি বিশেষ রূপ। সম্পাদনার ধারা এবং সম্পাদিত সাহিত্য কোন জাতির ঐতিহ্য-অনুসন্ধানে এবং ভবিষ্যৎ সাহিত্য-নির্মাণে পালন করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

২.

বাংলাদেশে গত পঁয়ত্রিশ বছরে যে-সব গ্রন্থ[১] সম্পাদিত হয়েছে, রূপভেদ অনুসারে আমরা সহজেই সে-গুলি বিভক্ত করতে পারি ছ'টি শাখায় :

ক ।। বিশেষ কোন লেখকের রচনাবলী সম্পাদনা ;
খ ।। মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পুথি-আবিষ্কার এবং সম্পাদনা ;
গ ।। লোকসাহিত্যের সংগ্রহ ও সম্পাদনা ;
ঘ ।। বিশেষ কোন গ্রন্থ সম্পাদনা ;
ঙ ।। বিশেষ কোন লেখক কিংবা একাধিক লেখকের গল্প, কবিতা অথবা প্রবন্ধের সংকলন ও সম্পাদনা এবং
চ ।। বিশেষ কোন লেখকের উপর প্রবন্ধের সংকলন ও সম্পাদনা ।

বিভিন্ন ধারায় সম্পাদিত-গ্রন্থসমূহ আমাদের সাহিত্যের লুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যকে কখনো আবিষ্কার করেছে, আবার কখনো বা কালের গ্রাস থেকে তা বাঁচিয়ে রেখেছে এবং এ-ভাবেই নির্মাণ করেছে সাহিত্যের নতুন এক উত্তরাধিকার। সম্পাদনার ক্ষেত্রে সম্পাদকদের উৎসাহের এলাকা বিচিত্র—প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য, লোকসাহিত্য, আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখা বিষয়বস্তু হয়েছে সম্পাদনার। কখনো জাতীয় প্রয়োজনে, কখনো ছাত্রদের সুবিধার্থে, কখনো একান্ত ব্যক্তিগত উৎসাহে, আবার কখনো-বা মোটামুটি ব্যবসায়িক কারণেই আমাদের দেশে সাহিত্যের সম্পাদনা অগ্রসর হয়েছে অবিমিশ্রভাবে সফলতা ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে।

বর্তমান নিবন্ধে সম্পাদিত যে-সব গ্রন্থকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, বিষয় অনুসারে তা বিভক্ত হয়েছে তিনটি প্রধান ভাগে। বিষয়বস্তু অনুসারে আলোচিত গ্রন্থসমূহকে বিভাজন করা হয়েছে এভাবে :

ক।। প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্য ;
খ।। লোকসাহিত্য এবং
গ।। আধুনিক সাহিত্য।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সম্পাদনা-কর্ম আমাদের সাহিত্যের অতীত ঐতিহ্যকে পাঠকের সমীপবর্তী করেছে। মধ্যযুগের সাহিত্যে সমকালীন সমাজ এবং সংস্কৃতির অনিবার্য প্রতিফলন ঘটেছে। তাই বর্তমানকালের পাঠকের কাছে তৎকালীন সমাজ এবং সংস্কৃতির স্বরূপ উন্মোচনের জন্য সে-সাহিত্যের সম্পাদনা একান্ত অপরিহার্য। যে-কোন জাতির সমাজ এবং সংস্কৃতির বিকাশে লোকসাহিত্যের রয়েছে অপরিসীম অবদান। "লোকসাহিত্য সংগ্রহ দ্বারা আমরা বিশেষ বিশেষ জীবন বিকাশের পরিচয় সন্ধান করি, ঐতিহ্যের মূল্য নির্ণয় করি এবং স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির আবেগকে আবিষ্কার করি।"[২] ঐতিহ্য আবিষ্কারের সাধনায় লোকসাহিত্যের সংগ্রহ এবং সম্পাদনা পুনর্জন্ম ঘটায় এই সাহিত্যের। লোকসাহিত্যকে নতুন জীবন দান করার উদ্দেশ্যে আমাদের দেশের ঐতিহ্য-সচেতন কয়েকজন সাহিত্যপ্রেমিক ব্যক্তিগত উৎসাহে কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্যে লোকসাহিত্য সংগ্রহ এবং সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। সাফল্য এবং ব্যর্থতাসহ আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখাও সম্পাদিত হয়েছে বিগত সময়ে।

বাংলাদেশে সাহিত্যসম্পাদনার ইতিহাস ও স্বরূপ আলোচনায় ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা বিভক্ত করেছি চারটি পর্যায়ে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, প্রাক্-সাতচল্লিশ সময়ে এদেশে যাঁরা সাহিত্যসম্পাদনার সূত্রপাত করেছিলেন, তাঁদের প্রয়াসকে বিবেচনা করা হয়েছে সাহিত্যসম্পাদনার উৎস এবং প্রেরণা হিসেবে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত সময়কে আমরা সাহিত্যসম্পাদনার প্রথম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করেছি। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দ বাংলাদেশের রাজনীতি, সমাজনীতি আর সাহিত্য-সংস্কৃতির এক তরঙ্গসঙ্কুল সময়। সময়ের এই পর্বকে আমরা গ্রহণ করেছি সাহিত্যসম্পাদনার দ্বিতীয় পর্যায় রূপে। ১৯৭১ সাল বাংলাদেশ আর বাঙালি জাতির ইতিহাসে যুগপৎ আনন্দ-গর্ব আর বেদনার কাল। জাতির ইতিহাসের সঙ্গে সাহিত্যসম্পাদনার ক্ষেত্রেও সে-এক সঙ্কটজনক সময়। সময়ের পর্ব-বিভাজনে ১৯৭১ সালকে আমরা সাহিত্যসম্পাদনার ক্ষেত্রে তৃতীয় পর্যায় হিসেবে বিবেচনা করেছি। চতুর্থ পর্যায় ধরেছি ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। সময় বিভাজনের প্রতিটি পর্বেই আমরা লক্ষ্য করবো, সাহিত্যসম্পাদনায় প্রবাহিত হয়েছে একাধিক স্রোত এবং এভাবেই ধরা পড়েছে স্রোত-উৎসের মন-মনন আর মেধার অভিরুচি এবং স্বাতন্ত্র্য।

৩. বাংলাদেশে সাহিত্যসম্পাদনা : উৎস এবং অনুপ্রেরণা

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক থেকেই কয়েকজন নিবেদিত-প্রাণ সাহিত্যপ্রেমিক বাংলা সাহিত্যের লুপ্ত ঐতিহ্য আবিষ্কার এবং সংগ্রহের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এই ঐতিহ্যসন্ধানী সাহিত্যপ্রেমিকরা হলেন দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯), হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১), বসন্তরঞ্জন রায় (১৮৬৫-১৯৫২), বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ বসু (১৮৬৬-১৯৩৮), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ (১৮৭১-১৯৫৩) প্রমুখ।

এঁদের মধ্যে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ দীর্ঘ ষাট বছরের সময়-পরিসরে আবিষ্কার এবং সংগ্রহ করেছেন মধ্যযুগের বহুসংখ্যক পুথি। তাঁর সংগৃহীত পুথির মধ্য দিয়ে বাংলা সাহিত্যের অতীত ঐতিহ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, আমাদের সাহিত্যের একটি প্রধান শাখা বিস্মৃতির গর্ভ থেকে আলোর মুখ দেখেছে। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত 'বাংলা পুথির পরিচায়িকা'য় তিনি চার শতাধিক পুথির বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সেই 'পুথি পরিচিতি' মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের বহু অপরিজ্ঞাত কবি, অজ্ঞাতপূর্ব কাব্য ও অজানা তথ্যের সংবাদ দিয়েছে, যে-তথ্য সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য একান্তই অপরিহার্য। ঐতিহাসিক কারণেই এ-তথ্য উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদই আমাদের দেশে সাহিত্য সম্পাদনার পথ-প্রদর্শক। কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে আবদুল করিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে দশটি গ্রন্থ। সম্পাদিত এ-গ্রন্থগুলো হলো : নরোত্তম ঠাকুরের 'রাধিকার মানভঙ্গ' (১৯০১), 'বাংলা প্রাচীন পুথির বিবরণ' (১৯১৪), কবি বল্লভের 'সত্য নারায়ণের পুথি' (১৯১৫), দ্বিজ রতিদেবের 'মৃগলুব্ধ' (১৯১৫), রামরাজার 'মৃগলুব্ধ সংবাদ' (১৯১৫), দ্বিজ মাধবের 'গঙ্গামঙ্গল' (১৯১৬), আলী রজার 'জ্ঞানসাগর' (১৯১৭), বাসুদেব ঘোষের 'শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস' (১৯১৭), মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল' (১৯১৭) এবং শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র 'গোরক্ষবিজয়' (১৯১৭)।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ-বিন বখতিয়ার খিলজির বঙ্গ-বিজয়ের প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি আর সাহিত্যে এলো এক বিশেষ পালা-বদল। তুর্কিদের একেশ্বরবাদের প্রেরণায় মধ্যযুগের একদল সাহিত্যসেবী গতানুগতিক কাব্য-ধারার পরিবর্তে বাংলা কাব্যে আবির্ভূত হলেন নতুন এক সাহিত্য-ঐতিহ্য নির্মাণে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী এই সাহিত্যসেবীরা সুফি মতবাদের প্রেরণায় ফারসি-আরবি এবং আওয়াধি-হিন্দি কাব্যের রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানের ধারা অনুকরণ-অনুসরণ করে বাংলা কাব্যে সংযোজন করলেন নতুন এক মাত্রা। কালের ব্যবধানে মুসলিম কবিদের রচিত এই সাহিত্য-কর্ম লুপ্ত হতে বসেছিল, যা কঠোর পরিশ্রম এবং প্রযত্নের মাধ্যমে উদ্ধার করেছেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। সাহিত্য বিশারদ অধিকাংশ পুথি সংগ্রহ করেন চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে। নোয়াখালি এবং ত্রিপুরা থেকেও কিছু সংখ্যক পুথি সংগৃহীত হয়েছে। মধ্যযুগের মুসলিম রচিত সাহিত্যের আবিষ্কার ও সংগ্রহে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের অবদান আহমদ শরীফের ভাষায় :

> তাঁরই (আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ) সাধনা ও গবেষণার ফলে বাঙালী জান্‌ল যে, বাংলা সাহিত্যের আদি কবি মুসলমান, বাংলা সাহিত্যের বিষয়-বস্তুতে বৈচিত্র্য প্রদান করেন মুসলমান কবিগণ, প্রথম মৌলিক কাব্য রচনা করেন মুসলমান কবি মরদন ও মাগন ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের ভাষাকে প্রথম শালীনতা দান করেন মুসলমান কবি আলাওল। এক কথায়, তিনিই জানিয়ে দিলেন যে, সৃষ্টি ও বৈচিত্র্য-সাধনের মূলে রয়েছে প্রথমতঃ প্রধানতঃ মুসলমানদের সাধনা।··· বাঙালী মুসলমানের মধ্যযুগীয় গৌরবময় শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য-ইতিহাসের সন্ধান দিয়ে তিনি বাঙালী মুসলমানদের হীনমন্যতা ঘুচিয়েছেন—তিনিই বাংলার মুসলমানদের সাহিত্যের ঐতিহ্যসম্পদ সম্বন্ধে সচেতন ও উৎসুক করে তোলেন।[৩]

পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের এই বিশেষ শাখার যতগুলো কাব্য সম্পাদিত হয়েছে তার পিছনে অবিরল অনুপ্রেরণক ছিলেন আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। মধ্যযুগের মুসলিম কবিদের যে-সব কাব্য আহমদ শরীফসহ অন্যান্য গবেষক সম্পাদনা করেছেন, তার অধিকাংশ সংগ্রহ করেন আবদুল করিম। পাঁচ ও ছয় দশকের কয়েকজন

সম্পাদকের মতো প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারি আনুকূল্য এবং অর্থ সাহায্য পেলে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের হাতে নিঃসন্দেহে মধ্যযুগের কিছু শ্রেষ্ঠ রচনারসম্পাদনা-কর্ম নিষ্পন্ন হতো। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, তাঁর জীবদ্দশায় অর্থ এবং প্রকাশকের অভাবে সংকলিত 'পুথি পরিচিতি' এবং সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' প্রকাশিত হয়নি, যা বাংলাদেশের সাহিত্যের একটি দুঃখজনক ঘটনা। এদেশে মধ্যযুগের সাহিত্য, বিশেষত মুসলিম-রচিত সাহিত্যের সম্পাদনা ও গবেষণায় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ এক নিরন্তর প্রেরণার উৎস। বাংলাদেশে মধ্যযুগের সাহিত্যসম্পাদনার ক্ষেত্রে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ নিঃসন্দেহে নির্মাণ করেছেন এক সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি।

প্রাক্-সাতচল্লিশ পর্বে আমাদের দেশে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের আরো তিনটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা-কর্ম প্রকাশিত হয়েছে। আবদুর রহমান সিদ্দিকীর সম্পাদনায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় আলাওলের 'পদ্মাবতী' (২য় সং. ১৯২৬)।[৪] শ্রীহট্ট থেকে ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস এবং গিরীশচন্দ্র দাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে ষষ্ঠীবর বিরচিত 'পদ্মপুরাণ'। নন্দলাল কাব্যতীর্থ মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' কাব্য ময়মনসিংহ থেকে সম্পাদনা করে প্রকাশ করেন ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে। মধ্যযুগের এই তিনটি উল্লেখযোগ্য কাব্যের সম্পাদনা পরবর্তীকালে সাহিত্য-গবেষকদের কাছে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্যের সংবাদ দিয়েছে।

প্রাক্-সাতচল্লিশ সময়বৃত্তে লোকসাহিত্যের দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের (১৯০৪) সম্পাদনায়। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন আজীবন সংগ্রহ করেছেন লোকসঙ্গীত এবং পল্লিজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা-বেদনা, ভক্তি-ধর্মভাব বাঙময় হয়েছে যে লোকসঙ্গীতে, তা' সংগ্রহ এবং সম্পাদনাই যেন মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের একমাত্র ব্রত। তাঁর সংগৃহীত লোকসঙ্গীতসমূহে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে যুগ যুগ ধরে বহমান পল্লিজীবনের আনন্দ-বেদনা আর আশা-নিরাশার জমাট-বাঁধা ইতিহাস। মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন-সংগৃহীত এবং সম্পাদিত 'হারামণি' (১ম খণ্ড) কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে। 'হারামণি'র প্রথম খণ্ডে প্রধানত সংকলিত হয়েছে রাজশাহি অঞ্চলের বিভিন্ন গ্রাম থেকে সংগৃহীত লালনের সঙ্গীত। লালনগীতি ছাড়া এ-খণ্ডে স্থান পেয়েছে কিছু ভাসান, কবিগান, জাগগান, ভজনগান, বারোমাসী, বিভিন্ন এলাকার মেয়েলি-সঙ্গীত প্রভৃতি। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন লিখিত 'পল্লীগানে বাঙ্গালী সভ্যতার ছাপ' শীর্ষক নিবন্ধ গ্রন্থটিকে মূল্যবান করে তুলেছে। 'হারামণি' প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বাউল গান সংগ্রহে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের নিরলস সাধনার কথা উল্লেখ প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> আমাদের দেশের ইতিহাস আজ পর্য্যন্ত প্রয়োজনের মধ্যে নয়, পরন্তু মানুষের অন্তরতম গভীর সত্যের মধ্যে মিলনের সাধনাকে বহন ক'রে এসেচে। বাউল সাহিত্যে বাউল সম্প্রদায়ের সেই সাধনা দেখি,—এ জিনিস হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই, একত্র হয়েছে অথচ কেউ কাউকে আঘাত করেনি। এই মিলনেই ভারতের সভ্যতার সত্য পরিচয়, বিবাদে বিরোধে বর্ব্বরতা। ···এই জন্য মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন মহাশয় বাউল সঙ্গীত সংগ্রহ ক'রে প্রকাশ করবার যে উদ্যোগ করেচেন, আমি তার অভিনন্দন করি,—সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার ক'রে না, কিন্তু স্বদেশের উপেক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে মানবচিত্তের যে-তপস্যা সুদীর্ঘকাল ধ'রে আপন সত্য রক্ষা ক'রে এসেচে তারই পরিচয় লাভ করব এই আশা ক'রে।[৫]

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সম্পাদিত 'হারামণি' দ্বিতীয় খণ্ড কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে। হারামণির দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে রাজশাহি

জেলার নওগাঁ মহকুমার বিভিন্ন পল্লি-এলাকা থেকে সংগৃহীত সারি, বিবাহগান, বাউল, বারোমাসী, ধূয়া প্রভৃতি লোকগীতি। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, 'হারামণি'র দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত গানগুলো সংগ্রহ এবং প্রকাশে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন অপরিসীম সহায়তা পেয়েছিলেন নওগাঁর তৎকালীন মহকুমা হাকিম অনুদাশঙ্কর রায় এবং তাঁর পত্নী শ্রীমতী লীলা রায়ের কাছ থেকে। 'হারামণি'র প্রথম এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত পল্লিগীতি, বিশেষত বাউল গান সংগ্রহে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের অবদান উল্লেখ প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখেছেন :

> এই দিক দিয়া অধ্যাপক মনসুরউদ্দীন সাহেব সম্পাদিত দুই খণ্ড 'হারামণি'তে যে সমস্ত বাউল গান সংগৃহীত হইয়াছে, স্থানে স্থানে পাঠ-বিকৃতি বাদ দিয়া ধরিলে, সেইগুলিই বাংলার প্রকৃত বাউল গান।[৬] ...এ বিষয়ে তাঁহার প্রচেষ্টা পরবর্তী অনুসন্ধানকারীদের পথ নির্দেশ করিয়াছে, তিনিই পথিকৃৎ, সেই জন্য তিনি সর্বতোভাবে প্রশংসার্হ সন্দেহ নাই।[৭]

ব্রিটিশশাসিত পূর্ববাংলায় আধুনিক সাহিত্য নিয়ে সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে মাত্র একটি। ঢাকা থেকে ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে আবদুল কাদির এবং রেজাউল করিমের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় কবিতার সংকলন 'কাব্য-মালঞ্চ'। 'কাব্য-মালঞ্চ' যেহেতু আধুনিক সাহিত্যের প্রথম সম্পাদনা, তাই ঐতিহাসিক কারণেই এ-গ্রন্থ বহন করে অপরিসীম গুরুত্ব। 'কাব্য-মালঞ্চে' সংকলিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন কাল থেকে সমসাময়িক কাল পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ মুসলিম কবিদের নির্বাচিত কবিতাসমূহ। 'কাব্য-মালঞ্চে' কয়েকজন তরুণ কবির কবিতাও মনোনীত হয়েছিল, এ-সব তরুণ কবি হচ্ছেন আহসান হাবীব (১৯১৭), ফররুখ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪), সৈয়দ আলী আহসান (১৯২২), আবুল হোসেন (১৯২২) প্রমুখ। সাতচল্লিশোত্তর সময়ে পূর্ববাংলার প্রথম কাব্য-সংকলন 'নতুন কবিতা'র (১৯৫০) ভূমিকায় সম্পাদক আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খান 'কাব্য-মালঞ্চে'র ঐতিহাসিক ভূমিকাকে স্মরণ করেছেন এভাবে : "যেখানে কবি আবদুল কাদির সাহেবের 'কাব্য-মালঞ্চ' শেষ সেখান থেকেই আমাদের শুরু, আর আজকের দিনে এসে সীমা-নির্দেশ ; সাহিত্যপথের নতুন যাত্রিদের কাব্য-সৃষ্টির খতিয়ান।[৮]

উত্তরাধিকারকে আত্মস্থ করেই নির্মিত হয় নতুন উত্তরাধিকার। প্রাক্-সাতচল্লিশ কালে আমাদের দেশে সাহিত্যসম্পাদনার যে ক্ষীণ ধারাটি সূচিত হয়েছিল, তার সরণি বেয়েই পরবর্তীকালে প্রকাশিত হয়েছে এক সমৃদ্ধ সম্পাদনার জগৎ। তাই, আমাদের দেশে যাঁরা একান্ত ব্যক্তিগত উৎসাহে কোন প্রাতিষ্ঠানিক আনুকূল্য ছাড়াই সাহিত্যসম্পাদনার ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছিলেন, নিরন্তর প্রেরণার উৎস হিসেবে সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁদের অবদান স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

৪. বাংলাদেশে সাহিত্যসম্পাদনা ॥ ১৯৪৭-১৯৫৭

ইতিহাসের গতিতে সমাজবিকাশের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রা ব্যাহত হলে কোন জাতির শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও অনিবার্যভাবে তার প্রভাব সঞ্চারিত হয়। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা, যে পাকিস্তানের সঙ্গে অবৈজ্ঞানিক ভাবে যুক্ত করা হয়েছিল পূর্ববাংলাকে, আমাদের সমাজবিকাশের স্বাভাবিক অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। ইতিহাসের অনিবার্য নিয়মকে অস্বীকার করে পূর্ববাংলার অধিকাংশ মানুষ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় বুনেছিল নতুন স্বপ্নের জাল। কিন্তু অচিরেই দু'শ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন আমাদের সমাজের মর্মমূলে যে দুঃসহ ক্ষতের জন্ম দিয়েছে তার স্বরূপ উন্মোচিত হলো

এবং ভেঙে গেল এ-অঞ্চলের মানুষের সুখ-স্বপ্ন। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন উপ্ত করলো স্বাধীন বাংলাদেশ অভ্যুদয়ের বীজ এবং ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই উৎসারিত হলো নতুন এক জাতীয় চৈতন্য। ১৯৪৭ সালের পর থেকে আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের পূর্ব পর্যন্ত আধুনিক সাহিত্যের যে-কটি সম্পাদিত-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যেই ধরা পড়েছে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরিণামে সৃষ্ট নতুন আশার আল্পনা এবং স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। সময়ের এ-পর্বেই প্রকাশিত হয়েছে একটি ঐতিহাসিক সংকলন,[৯] যা শতাব্দীর শ্রম আর স্বেদে গড়ে তোলা আমাদের জাতীয় চৈতন্যের ধারক, বাহক এবং অন্যতম পথনির্দেশক।

এ-তথ্য হতাশাব্যঞ্জক যে, ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দ কালসীমায় আমাদের দেশে উল্লেখ করার মতো সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে মাত্র পনেরটি। এর কারণ হিসেবে বলা যায়, ১৯৪৭ সালের নতুন রাষ্ট্রীয় বিন্যাস সাহিত্য-শিল্পের অব্যাহত সুদীর্ঘ গতি-প্রক্রিয়ার অন্তর্লোকে একটি বাধার সৃষ্টি করেছিল। এ-দেশের অধিকাংশ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত-মানস, যাঁরা সংশ্লিষ্ট সাহিত্য-শিল্পের সঙ্গে, আপন গন্তব্য নির্ধারণে তখনো দোদুল্যমানতায় দুলছে। একটি স্বাতন্ত্র্যাভিলাষী জাতি নিজেদের অস্তিত্বের স্বরূপ সম্যক উপলব্ধিতে এ-দীর্ঘ সময়েও ব্যর্থ হয়েছিল, আবদ্ধ ছিল তারা মোহন চোরাবালিতে। যদিও বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলন এই চোরাবালি থেকে বেরিয়ে আসার এক ইস্পাত-দৃঢ় অঙ্গীকার, তবু একুশের চেতনা জাতীয় চৈতন্যে সঞ্চারিত হতে আরো কিছু সময় নিয়েছিল। অধিকাংশ সাহিত্য-কর্মী তখনো বিভোর ছিল পাকিস্তানের সুখ-স্বপ্নে। যেহেতু এই দোদুল্যমান স্বপ্নচারিতায় অনুমোদন নেই ইতিহাসের, তাই সৃষ্টির ক্ষেত্রে এ-ভ্রান্তস্বপ্ন সঞ্চার করলো না কোন অনুপ্রেরণা। সাহিত্য-শিল্পের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো এ-পর্যায়ের সাহিত্যসম্পাদনায় সীমিত-প্রয়াস ঐ ভ্রান্ত স্বপ্নচারিতারই অনিবার্য ফল।

৪. ১.

সাহিত্যসম্পাদনার প্রথম পর্বে (১৯৪৭-১৯৫৭) মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দু'টি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র (১৮৮৫-১৯৬৯) সম্পাদনায়। মালিক মুহম্মদ জায়সী অবধী-উপভাষায় 'পদুমাবত' কাব্য রচনা করেন ১৫৪০ খ্রীস্টাব্দে। আলাওল আরাকান-রাজ থাদোমিন্তার রাজত্বকালে (১৬৪৫—৫২ খ্রী.) তাঁর মুসলমান অমাত্য মাগন ঠাকুরের অনুরোধে ১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে 'পদুমাবতের' অনুবাদ 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানের ধারায় আলাওলের 'পদ্মাবতী' একটি বিশিষ্ট রূপকল্প। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সম্পাদনায় আলাওলের 'পদ্মাবতী' প্রকাশিত হয় ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে। এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, আমাদের দেশের তিনজন প্রতিভান সাহিত্য-গবেষক আলাওলের 'পদ্মাবতী' সম্পাদনা করেন। গ্রন্থ-প্রকাশের কালক্রম অনুসারে এঁরা হচ্ছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সৈয়দ আলী আহসান এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ জায়সীর মূল গ্রন্থের সাহায্যে বাজারে প্রচলিত সংস্করণ সংশোধন করে তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থের পাঠ নিরূপণ করেছেন। তিনি আলাওলের 'পদ্মাবতী'র কোন হস্তলিখিত পুথি সংগ্রহ করতে পারেন নি। যদি হস্তলিখিত পুথি দেখে তিনি পাঠ নির্ধারণ করতেন, তবে তা আলাওলের মূল পাঠের আরো নিকটবর্তী হতো নিঃসন্দেহে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'তে আলাওলের 'পদ্মাবতী'র প্রথমার্ধ মাত্র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে—তাঁর সম্পাদিত অংশে রত্নসেনের সিংহল প্রবাস হতে পদ্মাবতীসহ চিতোর প্রত্যাবর্তনকাল পর্যন্ত বর্ণিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে 'পদ্মাবতী' ভাব এবং আঙ্গিক উভয় কারণেই একটি বিশিষ্ট কাব্য। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক সম্পাদনার ফলে কাব্যটির সংশোধিত পাঠ অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে গবেষকদের কাছে। এ-প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসানের মন্তব্য স্মরণীয় :

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মূল 'পদুমাবতে'র সাহায্যে আলাওলের 'পদ্মাবতী'র পাঠ নির্ণয়ের সম্ভাবনার কথা বলেছেন। যেক্ষেত্রে আলাওল জায়সীকে পুরোপুরি অনুসরণ করেছেন শুধুমাত্র সে-ক্ষেত্রেই মূলের সহায়তা আমরা পেয়ে থাকি। ডক্টর শহীদুল্লাহ্র নির্দেশিত পথ অনুসরণ ক'রে আমি মূলের সঙ্গে তুলনা করে আলাওলের সম্পূর্ণ পাঠ পরীক্ষা করেছি এবং দেখেছি যে তিনি তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, ইতিহাস-বোধ এবং বিস্ময়কর অনুমান ক্ষমতায় যে-সমস্ত মন্তব্য করেছেন, দীর্ঘ সময় ব্যয় করে তুলনামূলক ভাষাগত পরীক্ষার সাহায্যে এবং প্রতিটি বক্তব্যের প্রতিষ্ঠার জন্য প্রমাণ আবিষ্কার ক'রে সে মন্তব্যকেই আমাকে অবশেষে গ্রাহ্য করতে হয়েছে।[১০]

এ-পর্বে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র অপর উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা 'বিদ্যাপতি-শতক'। ঢাকার রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স থেকে সংকলনটি প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে। এ-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্তা বিদ্যাপতির একশটি পদের পাঠনির্ণয় ও আধুনিক বাংলায় তার পদ্যানুবাদ। বিদ্যাপতির কবি-জীবনী এবং মৈথিলি ব্যাকরণ সম্পর্কে একটি বিস্তৃত ভূমিকা গ্রন্থটিকে মূল্যবান করেছে। আমাদের দেশে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রথম সম্পাদনা হিসেবে এই সংকলনটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

৪. ২.

কোন জাতির বিবর্তনের ইতিহাস বিবেচনায় লোকসাহিত্য একটি মূল্যবান উপকরণ। সাতচল্লিশের পূর্বে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে আমাদের লোক-সংস্কৃতির বাহন লোকসাহিত্যের দু'টি মূল্যবান সংকলন। তাঁর সংগ্রহ এবং সম্পাদনায় লোকসাহিত্যের তৃতীয় সংকলন 'হারামণি' তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে। ''লালন ফকীরের গান সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করার মানসে'' 'হারামণি' তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে শতাধিক লালন-সঙ্গীত। লালন-সঙ্গীত ছাড়া এ-খণ্ডে বরিশাল, ফরিদপুর, ঢাকা, পাবনা, নোয়াখালি প্রভৃতি জেলার কিছু 'বিবাহ-সঙ্গীত'ও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। 'হারামণি'র তৃতীয় খণ্ডে সংকলিত 'বিবাহ-সঙ্গীত'গুলো মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সংগ্রহ করেছেন ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে। এই পল্লিগীতি সংগ্রহে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের কাছে নিরন্তর প্রেরণা ছিলেন অনুদাশঙ্কর রায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৯৩৭ সালের ২৩শে জুলাই মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট্ট চিঠি এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: ''তোমার গ্রাম্য-গীতি সংগ্রহের অধ্যবসায় সফলতা লাভ করুক এই আমি কামনা করি।''[১১] কঠোর অধ্যবসায় এবং অপরিসীম পরিশ্রমে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন যে-সব পল্লিগীতি সংগ্রহ করেছেন, তা আমাদের সাহিত্যকে করেছে ঐশ্বর্যময় এবং এ-ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ঐতিহাসিক।

বাংলা একাডেমীর 'লোক-সাহিত্য-সংরক্ষণ-গ্রন্থমালা'—১ 'মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য' রওশন ইজদানীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দে। সম্পাদক ময়মন-সিংহের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত লোকসঙ্গীতগুলো আলোচনা এবং ব্যাখ্যা সহযোগে এ-গ্রন্থে উপস্থিত করেছেন। বিভাগোত্তর কালে সাহিত্যসম্পাদনার প্রথম পর্বে লোকসাহিত্যের আরো দু'টি সম্পাদিত-গ্রন্থ প্রকাশিত হয় আবদুল কাদির এবং কুর্রাতুল আ'ইন হায়দারের সম্পাদনায়। গ্রন্থ দু'টি প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালে, দু'টো গ্রন্থেরই নাম 'পাকিস্তানের লোক-কাহিনী' এবং দু'টো গ্রন্থেরই প্রকাশক ঢাকার তৎকালীন পাকিস্তান পাবলিকেশান্স। আবদুল কাদিরের সম্পাদিত গ্রন্থে পূর্ববাংলা, পাঞ্জাব, সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান এবং কাশ্মীর অঞ্চলের মোট আঠারটি লোকগাথা অন্তর্ভুক্ত

হয়েছে। অপরদিকে, কুর্রাতুল আ'ইন হায়দারের সম্পাদিত গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে পূর্ব-বাংলা এবং বর্তমান পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের মোট চৌদ্দটি লোক-গাথা।

৪. ঙ.

বিভাগোত্তর কালে আধুনিক সাহিত্যের প্রথম সম্পাদনা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে। আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খান সম্পাদিত ওয়ার্সী বুক-সেন্টার কর্তৃক প্রকাশিত 'নতুন কবিতা' পূর্ববাংলার 'নতুন সাহিত্যে'র প্রথম সম্পাদিত-গ্রন্থ। তাই ঐতিহাসিক কারণেই এ-গ্রন্থটি বহন করে অপরিসীম গুরুত্ব। 'নতুন কবিতা' পূর্ব-বাংলার প্রতিশ্রুতিশীল তেরজন তরুণ কবির বাষট্টি-টি আধুনিক কবিতার একটি নিটোল সংকলন। 'নতুন কবিতা'য় যাঁরা কবিতা লিখেছেন, তাঁরা হচ্ছেন—হাবীবুর রহমান, মুফাখ্খারুল ইসলাম, মনোজ রায়-চৌধুরী, চৌধুরী ওসমান, আশরাফ সিদ্দিকী, আবদুর রশীদ খান, মুযহারুল ইসলাম, মোহাম্মদ মামুন, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, শামসুর রাহমান, আলাউদ্দিন আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান এবং বোরহানউদ্দীন খান জাহাঙ্গীর। 'নতুন কবিতা'য় সংকলিত কবিতাগুচ্ছের অন্তর্লোকে ধ্বনিত হয়েছে একটি আশাবাদী মানস-প্রবণতা। এ-প্রসঙ্গে সম্পাদকীয় পৃষ্ঠা থেকে একটি উদ্ধৃতি :

> নতুন কবিতা পূর্ব্ব-পাকিস্তানের আজাদী-উত্তর যুগের কাব্যের পথনির্দ্দেশ—যেহেতু 'নতুন কবিতা' পূর্ব্ব-পাকিস্তানের সর্ব্ব-প্রথম কাব্য-সংকলন। নতুন কবিতা। নতুন এবং কবিতা। নতুন অর্থে কালকের নয়—আজকের। কাল কি ছিলাম সেটাই বড়ো কথা নয়—আজ কি করছি, সেটাই বাস্তব-সত্য ; আর আগামীদিন কি করবো তার পরিকল্পনা। আজ্‌কের দিনের উপর নির্ভর করছে আগামী দিনের পরিকল্পনা আর তার বাস্তব রূপায়ণ।[১২]

আমাদের সংস্কৃতির অন্তর্ভুবনে একুশের মতো প্রভাবসঞ্চারী কোন অনুষঙ্গ নেই। একুশ বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনেই অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেনি, তা আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির অঙ্গনেও এনেছে ধ্রুবতারার আলো। কোন জাতির জীবনে একটি মহৎ দিন আসে যুগান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে ; একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতির জীবনে তেমনি একটি যুগান্তরের ইতিহাস। যুগান্তরের এই ইতিহাস বাঙালির মানসলোকে যে নতুন আশা এবং চেতনা সঞ্চার করেছিল, সাহিত্যে তার প্রথম প্রকাশ ঘটেছে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (১৯৫০) গ্রন্থে। পুঁথিপত্র প্রকাশনীর পক্ষে সংকলনটি প্রকাশ করেছেন মোহাম্মদ সুলতান, প্রচ্ছদপট এঁকেছেন আমিনুল ইসলাম এবং তাতে রেখাঙ্কন করেছেন মূর্তজা বশীর। 'জাতিগত অত্যাচারের বিরুদ্ধে, জনতার গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য পৃথিবীজোড়া মানুষের যুগ যুগ ব্যাপী যে সংগ্রাম একুশে ফেব্রুয়ারী তাকে এক নতুন চেতনায় উন্নীত করেছে' এবং সে-চেতনারই প্রতিভাস 'একুশে ফেব্রুয়ারী'। একুশের প্রবন্ধ, গল্প, কবিতা, গান, নক্‌সা এবং ইতিহাস নিয়ে 'একুশে ফেব্রুয়ারী'। স্বৈরাচারী শাসনের নিগড়ে বাস করেও 'একুশে ফেব্রুয়ারী'র মতো একটি সংকলন প্রকাশ করা নিঃসন্দেহে সাহসী পদক্ষেপ। সম্পাদকীয় ব্যতীত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' গ্রন্থে যে-সমস্ত লেখা সংকলিত হয়েছে তার সূচি হচ্ছে এ-রকম :

প্রবন্ধ :

আলী আশরাফ : সকল ভাষার সমান মর্যাদা

একুশের কবিতা :[১৩]

শামসুর রাহমান, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর, আবদুল গণি হাজারী, ফজলে লোহানী, আলাউদ্দিন আল আজাদ, আনিস চৌধুরী, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, জামালুদ্দিন, আতাউর রহমান, সৈয়দ শামসুল হক এবং হাসান হাফিজুর রহমান

একুশের গল্প :

শওকত ওসমান : মৌণ নয়
সাইয়িদ আতিকুল্লাহ : হাসি
আনিসুজ্জামান : দৃষ্টি
সিরাজুল ইসলাম : পলিমাটি
আতোয়ার রহমান : অগ্নিবাক

একুশের নক্সা :

মূর্তজা বশীর : একটি বেওয়ারিশ ডায়েরীর কয়েকটি পাতা
সালেহ্ আহমদ : অমর একুশে ফেব্রুয়ারীর রক্তাক্ত স্বাক্ষর

একুশের গান :

আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, তোফাজ্জল হোসেন

একুশের ইতিহাস :

কবিরউদ্দিন আহমদ

একুশে ফেব্রুয়ারী আমাদের জাতীয় চৈতন্যে যে আলোড়ন তুলেছিল—সংকলনভুক্ত রচনা-সমূহে তার একটা ব্যাপক পরিচয় সুস্পষ্ট। এদেশে পঁয়ত্রিশ বছরের সাহিত্য-সাধনার ইতিহাসে 'একুশে ফেব্রুয়ারী' সংকলনের প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় ইতিহাসসচেতনাহীন শিক্ষিত মধ্যবিত্তগোষ্ঠী যে আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা দেখেছিল, সাহিত্যক্ষেত্রে তার প্রভাবে সৃষ্টি হয়েছে স্বতন্ত্র একটি প্রবণতা। এ-সময় অধিকাংশ মুসলিম সাহিত্যিকের রচনায় দেখা দিয়েছিল পাকিস্তানি সাজাত্যবোধের প্রবল স্ফূরণ। যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য ও সাজাত্যবোধের তাগিদে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তারই অনুপ্রেরণায় পূর্ববাংলার নতুন সাহিত্য গড়ে উঠবে—এই ছিল সে-সময়ের অধিকাংশ কবি-সাহিত্যিকের মনোভঙ্গি। সমকালীন এই মনোভঙ্গির প্রথম প্রকাশ ঘটেছে মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ এবং আবু হেনা মোস্তফা কামাল সম্পাদিত 'পূর্ব বাংলার কবিতা' (১৯৫৪) গ্রন্থে। 'পূর্ব বাংলার কবিতা'র ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় যা বলেছেন, তা থেকেই অনুধাবন করা যাবে গ্রন্থটির মূল-চারিত্র :

> অবশেষে ইতিহাসের অমোঘ গতিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করে বহু আকাংখিত 'পাকিস্তান'। 'পাকিস্তান' প্রতিষ্ঠার ফলে ঢাকা পূর্ব বাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে পরিণত হয় কিন্তু অতীতের গঙ্গাতীরে সমৃদ্ধ সাহিত্যের একটা ক্ষীণধারাও এই সাথে ঢাকায় এসে ভীড় জমায়। কাজেই বিভাগ পরবর্তীকালে পূর্ব পাকিস্তানীদের আর্থিক, রাষ্ট্রীয় ও অন্যান্য বিপর্যয়ের সাথে সাহিত্য জগতে যে একটা বিশেষ সমস্যা মাথাচারা দেয় তা হলো—পূর্ববাংলার সাহিত্য কোন্ রূপ নেবে? পূর্ববাংলার সাহিত্য কী গঙ্গা-ভাগিরথী তীরে সমৃদ্ধ সাহিত্যকেই তার ঐতিহ্য হিসাবে গণ্য করবে, না যে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য

> ও স্বাজাত্যবোধের তাগিদে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তাকে ভিত্তি করে নতুন সাহিত্য গড়ে তুলবে।··· পূর্ব পাকিস্তান তথা পূর্ব বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠের জীবন ইসলামের মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত ও নিয়ন্ত্রিত, কাজেই এখানকার সাহিত্য হবে ইসলামের মূল্যবোধ ভিত্তিক। আদর্শের কথা ছাড়াও পূর্ববাংলার সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গি হবে কলিকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, কারণ কলিকাতা-কেন্দ্রিক সাহিত্যের ভাষা, রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা প্রভৃতি এখানকার মানুষের চিন্তাধারা ও জীবন-পদ্ধতির সঙ্গে মূলীভূত নয়।···এ সংকলনে যে সব কবিতা স্থান পেয়েছে তাতে সামগ্রিকভাবে পূর্ব বাংলার নিজস্ব সুরের পরিচয় পাওয়া যাবে বলে আশা করি। সংগৃহীত কবিতাগুলোতে আছে দেশজ অনুভূতির রূপায়ণ, ইসলামী আদর্শের কাব্যরূপ ও ব্যক্তিমানসের অভিব্যক্তি। অধিকাংশ কবিতাতেই রূপক, উপমা ও উৎপ্রেক্ষা সৃষ্টিতে একটা আলাদা রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, যা পূর্ববাংলারই নিজস্ব। আজকের কবিতায় পূর্ববাংলার দেশজ রূপ ও মুসলিম ঐতিহ্যের যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তা ভবিষ্যতে পূর্ণ হয়ে ফুটে উঠবে এ আশা করা অস্বাভাবিক নয়।[১৪]

'আমাদের যাত্রাপথের দিশারী আল্লামা ইকবাল ও কাজী নজরুল ইসলামকে' উৎসর্গিত এ-সংকলনে বত্রিশজন কবির মোট পঁয়ত্রিশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে। সংকলন মানেই নির্বাচন, অতএব যে-কোন সংকলনই অনিবার্যভাবে বিশেষ একটি অভিরুচি, চেতনা এবং আকাঙ্ক্ষার ফসল। 'পূর্ব বাংলার কবিতা'ও পাকিস্তানি সাজাত্যবোধ এবং 'ইসলামী আদর্শের মশালবাহী'[১৫] সাহিত্য-সৃষ্টির এক বিশেষ প্রকাশ।

লক্ষণীয় বিষয়, সাহিত্যসম্পাদনার প্রথম পর্যায়ে আধুনিক কবিতার যে-তিনটি সংকলন আমরা পেয়েছি, তাতে প্রতিফলিত হয়েছে তিনটি ভিন্ন চেতনা-প্রবাহ। 'নতুন কবিতা'য় 'নতুন রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠায় যে আশাবাদী মানস-প্রবণতা জাগ্রত হয়েছে, তার স্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে। 'একুশে ফেব্রুয়ারী' অঙ্গীকার করেছে বাঙালি জাতিসত্তার চিরায়ত আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের ইস্পাত-দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর 'পূর্ব বাংলার কবিতা' হচ্ছে পাকিস্তানী সাজাত্যবোধের প্রথম স্ফূরণ।

সাহিত্যসম্পাদনার এ-পর্বে ছোটগল্পের উল্লেখযোগ্য সংকলন বেরিয়েছে চারটি। এগুলো হচ্ছে—মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও আলাউদ্দিন আল আজাদ সম্পাদিত 'দাংগার পাঁচটি গল্প' (১৯৫০), আশরাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত 'গল্প-সংকলন (১৯৫৪), আবুল হাসান শামসুদ্দিন সম্পাদিত 'নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৫৫) এবং সেলিনা মাহমুদ ও আমিনা মাহমুদ সম্পাদিত গল্প-সংকলন 'উপচয়ন' (১৯৫৬)। 'দাংগার পাঁচটি গল্পে অঙ্কিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বীভৎস-চিত্র। সংকলনভুক্ত গল্পগুলো[১৬] হচ্ছে : কৃষণ চন্দর : পেশোয়ার প্রক্সপ্রেস, আলাউদ্দিন আল আজাদ : ছুরি, খাজা আহম্মদ আব্বাস : প্রতিশোধ, বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : অতন্দ্র এবং মুনীর চৌধুরী : মানুষ। কৃষণ চন্দর এবং খাজা আহমদ আব্বাসের গল্প অনুবাদ করেছেন যথাক্রমে হাসান হাফিজুর রহমান এবং মুস্তাফা নূরউল ইসলাম। 'দাঙ্গাকে রুখতে যাঁরা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে' উৎসর্গিত এ-সংকলনটি একটি জাতীয় সমস্যা ও সভ্যতার সংকটকে তুলে ধরেছে এবং এ-জন্যেই সংকলনটির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সাম্প্রদায়িক সংঘাত ভুলে গিয়ে মানুষে মানুষে গড়ে উঠুক নতুন মিলন-সেতু—এমনি একটি আশাবাদী উচ্চারণ সংকলনটিকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। সমীরকুমার ঘোষের সম্পাদনায় ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৭৬-১৯৩৮) 'দেনাপাওনা' উপন্যাস এবং এ-পর্যায়ে উপন্যাস সম্পাদনার এটিই একমাত্র প্রয়াস। এ-সময়ে নাটক সম্পাদিত হয়েছে মাত্র একটি। মীর

মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯২২) 'জমীদার-দর্পণ' (১৮৭৩) নাটক আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় প্রগতি প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ খ্রীস্টাব্দে। এই সম্পাদনার সবচেয়ে বড় ত্রুটি হচ্ছে এর ভূমিকাংশ। ভূমিকায় মীর মশাররফ হোসেন এবং তাঁর সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে সম্পাদক এমন কিছু তথ্য ও মন্তব্য করেছেন, যা পরবর্তী কালে প্রমাণিত হয়েছে ভ্রান্ত হিসেবে। এ-প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরী লিখেছেন :

> আশরাফ সিদ্দিকী মীরের পূর্বসূরীদের নামের তালিকা দিয়েছেন গুরুত্বপূর্ণ কালক্রম লংঘন করে, মুখ্য-গৌণের ভেদ অস্বীকার করে তাঁদের সবাইকে দায়ী করেছেন সংস্কৃত রীতির নকলকার বলে। ···আশরাফ সিদ্দিকীর আলোচনা পাঠ করে সকল সময় ঠাহর করা যায় না যে, কোন্ তথ্য সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান সত্যি প্রত্যক্ষ, কোন্ ক্ষেত্রে সেটা পরোক্ষ, আর কখন একেবারেই কল্পিত।[১৭]

সাহিত্যসম্পাদনার প্রথম পর্বে উল্লেখ করার মতো মাত্র পনেরটি গ্রন্থ প্রকাশিত হলেও, তার মধ্যেই যে প্রবণতাসমূহ ধরা পড়েছে—পরবর্তীকালে ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের সাহিত্যসম্পাদনায় সেই প্রবণতাসমূহই লাভ করেছে পরিপুষ্টি।

৫. বাংলাদেশে সাহিত্যসম্পাদনা : ১৯৫৮-১৯৭০

১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৭ই অক্টোবর আইয়ুব খানের সামরিক শাসন প্রবর্তনের ফলে বাংলা-দেশের অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মতো সাহিত্য-সংস্কৃতির জগতেও নেমে আসে কালো দুঃখের অন্ধকার। কিন্তু অচিরেই এদেশের সাহিত্যসেবী শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মাঝ থেকে সে-অন্ধকার দূর হয়েছে দু'টি ভিন্ন মাত্রায়। একদিকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হলো মুসলিম রচিত মধ্যযুগের বহু-সংখ্যক পুথি এবং লোকসাহিত্যের সংগ্রহ। অন্যদিকে, ভিন্ন এক চেতনায় সম্পাদিত হলো উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় এবং গ্রন্থ। ১৯৬৫ খ্রীস্টাব্দে আসলো আমাদের সাহিত্য-শিল্পের জগতে আরেক সঙ্কটের কাল। পাক-ভারত সংঘর্ষের পর আইয়ুব সরকার ভারত থেকে পুস্তক আমদানী নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে নেমে আসে এই সংকট। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই সচেতন শিক্ষাব্রতীদের কঠোর পরি-শ্রমের ফলে এ-সঙ্কট, সীমিত হলেও, দূরীভূত হয়েছে এবং সে-ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যা-লয়ের বাংলা বিভাগ পালন করেছে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা। পাকিস্তানী সাজাত্যবোধের প্রয়োজনেই হোক কিংবা হোক সুষ্ঠু সাহিত্যচর্চার কারণে—সময়ের এ পর্বে সাহিত্য-সম্পাদনায় মোটামুটি প্রাচুর্য এলো। ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে যেখানে সম্পাদিত হয়েছে পনেরটি গ্রন্থ, সেখানে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য শতাধিক সম্পাদিত-গ্রন্থ।

৫. ১.

১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়ে আমাদের দেশে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য উনত্রিশটি সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এ-পর্বে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের সম্পাদনায় প্রধান প্রবণতা হচ্ছে মুসলিম-রচিত সাহিত্যের সম্পাদনা। উল্লিখিত উনত্রিশটি গ্রন্থের মধ্যে একুশটি গ্রন্থেরই রচয়িতা ইসলাম ধর্মবলম্বী সাহিত্যিক এবং এ-থেকেই অনুধাবন করা যাবে আলোচ্য সময়ে সাহিত্য সম্পাদনার মূল প্রবণতা। বাংলা কাব্যের রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানসমূহ এ-পর্বের সাহিত্য-সম্পাদনায় প্রাধান্য পেয়েছে এবং এ-ক্ষেত্রে আহমদ শরীফ পালন করেছেন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা। পারিবারিক

অনুপ্রেরণায় ঐতিহ্য-সন্ধানী আহমদ শরীফ এ সময়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের আনুকূল্যে একাই সম্পাদনা করেন তেরটি গ্রন্থ। এবং এভাবেই আপন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আবিষ্কারের সাধনায় মধ্যযুগের সাহিত্যগবেষণায় আহমদ শরীফ পরিণত হন একক ব্যক্তিত্বে। আলোচ্য সময়ে আহমদ শরীফ সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ হচ্ছে—'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি-পরিচিতি' (১৯৫৮), দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত 'লায়লী-মজনু' (১৯৫৮), আলাওল বিরচিত 'তোহফা' (১৯৫৮), মুহম্মদ খান বিরচিত 'সত্যকলি-বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ' (১৯৫৯), মুহম্মদ কবীর বিরচিত 'মধুমালতী' (১৯৬০), 'মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য' (১৯৬১), 'মধ্যযুগের কাব্য সংগ্রহ' (১৯৬৩), জয়েন-উদ্দীন বিরচিত 'রসুল বিজয়' (১৯৬৪), মুজাম্মিল বিরচিত 'নীতিশাস্ত্রবার্তা' (১৯৬৫), 'শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী' (১৯৬৬), কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত 'চন্দ্রাবতী' (১৯৬৭), 'মধ্যযুগের রাগতালনামা' (১৯৬৭) এবং 'বাংলার সূফী সাহিত্য' (১৯৬৮)। মধ্যযুগের সাহিত্যগবেষণা এবং সম্পাদনায় পিতৃব্য আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ ছিলেন আহমদ শরীফের কাছে এক নিরন্তর প্রেরণার উৎস। আহমদ শরীফের প্রথম সম্পাদিত গ্রন্থ 'লায়লী-মজনু'র উৎসর্গ-পত্রে তিনি তাঁর প্রেরণাকে স্মরণ করেছেন এভাবে :

> আপনার (আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ) স্নেহে-যত্নেই আমার এ দেহ-মন পুষ্ট। আপনার সাধনা-সুন্দর-জীবন থেকে প্রেরণা পাওয়ার ফলেই আপনার সংগৃহীত উপাদানে আমার জীবনের প্রথম কৃতি প্রকাশিত হল। জহুরী আপনি, কালের কবল থেকে এ রত্ন আপনিই উদ্ধার করেছিলেন। 'গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজা' বলে হিন্দুদের মধ্যে একটি কথা আছে। আমার এ কৃতি নিয়ে আপনাকে স্মরণ করাও অবিকল তা-ই।[১৮]

'লায়লী-মজনু' সম্পাদনার ফলে মধ্যযুগের একটি শ্রেষ্ঠ কাব্য কালের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্যের সম্পাদনা মানেই সাহিত্যের গবেষণা। 'লায়লী-মজনু'র ভূমিকায় সন্নিবেশিত সম্পাদকের দীর্ঘ গবেষণামূলক নিবন্ধটি মধ্যযুগের এই বিশিষ্ট কাব্যটির বিস্তারিত পরিচয় তুলে ধরেছে এবং আমরা জানতে পেরেছি কাব্যের জনয়িতা দৌলত উজির বাহরাম খানের বিস্তৃত পরিচয়। ১৯৫৮ সালে প্রকাশিত হয় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত 'পুথি-পরিচিতি'। এ-গ্রন্থে মধ্যযুগের বিভিন্ন মুসলিম রচয়িতার ৫৮৫টি পুথির বিস্তৃত পরিচয় সংকলিত হয়েছে। মধ্যযুগের সাহিত্যগবেষকদের কাছে এ-গ্রন্থটির প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম; 'পুথি-পরিচিতি' মধ্য-যুগীয় সাহিত্যগবেষণার আকর-গ্রন্থ। 'পুথি-পরিচিতি'র পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ রচিত প্রবন্ধের পঞ্জি এবং তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের তালিকা। 'সাহিত্য বিশারদের দিনের চিন্তা এবং রাতের স্বপ্ন-স্বরূপ' এই 'পুথি-পরিচিতি' সম্পাদনা বাংলাদেশে সাহিত্যসম্পাদনার ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস। সম্পাদক কঠোর পরিশ্রম করে সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথির নানা জটিলতা দূর করেছেন। ১৯৬০ সালে আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মুহম্মদ কবীর রচিত 'মধুমালতী' কাব্য। মধ্যযুগের যে সকল রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানে ধর্মনিরপেক্ষ চেতনা ও মানবতাবোধের প্রকাশ ঘটেছে, মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' তাদের মধ্যে অন্যতম। আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মুসলিম কবির পদ সাহিত্য' (১৯৬১) গ্রন্থে মধ্যযুগের মুসলিম পদকর্তাদের রাধা-কৃষ্ণের প্রেম-বিষয়ক মোট চারশ দু'টি পদ সংকলিত হয়েছে। রূপ, অনুরাগ, বংশী, আক্ষেপ, দান, নৌকা, অভিসার, মিলন, সম্ভোগ, মান, বিরহ, আত্মবোধন, আত্মনিবেদন, প্রার্থনা, বাৎসল্য প্রভৃতি পর্যায়ের পদ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এ-গ্রন্থে। সংকলনভুক্ত পদসমূহের প্রধান পদকর্তারা হচ্ছেন—আলি রজা, সৈয়দ মর্তুজা, সৈয়দ আইনুদ্দিন, নাসিরুদ্দিন, সৈয়দ সুলতান, মীর ফয়জুল্লাহ্, কমর আলী, আলাওল,

চাঁদ কাজী, চম্পা গাজী, নাসির মোহাম্মদ, শেখ কবীর প্রমুখ। পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৫/৮৬—১৫৩৩) বৈষ্ণব-মতবাদ বাংলাদেশের সমাজ, সংস্কৃতি আর সাহিত্যের অঙ্গনে যে প্রবল প্রভাব ফেলেছিল এ-সম্পাদনা-কর্মের ফলে তার একটা বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে এবং সে-কারণেই আমাদের সাহিত্য-সম্পাদনায় এ-সংকলন একটি বিরল প্রয়াস।

আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মধ্যযুগের রাগতালনামা' (১৯৬৭) সংকলনে মধ্যযুগীয় আট জন সঙ্গীত-শাস্ত্রকারের নির্বাচিত রাগমালা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ-গ্রন্থে যাঁদের রাগ-মালা সন্নিবেশিত হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন--মীর ফয়জুল্লাহ, আলাওল, কাজী দানিশ, বখ্শ আলী, আলি রজা, ফাজিল নাসির মুহম্মদ, তাহের মাহমুদ এবং চামারু প্রমুখ। মধ্যযুগের অন্যতম কবি কোরেশী মাগন ঠাকুরের 'চন্দ্রাবতী' আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৬৭ সালে। 'চন্দ্রাবতী' কাব্যের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি না-পাওয়ার কারণে এখানে খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিই সম্পাদিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে সম্পাদকের ভাষ্য :

> প্রায় বত্রিশ বছর আগে কোরেশী মাগন রচিত 'চন্দ্রাবতী' উপাখ্যানের আদ্যে, মধ্যে ও অন্ত্যে খণ্ডিত একখানা পাণ্ডুলিপি শ্রদ্ধেয় ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের হাতে পড়ে। এরপর 'চন্দ্রাবতী'র আর কোন পাণ্ডুলিপি মেলেনি। অতএব, এই খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিই কালের কবল থেকে মাগনের কবি-খ্যাতি এবং কাব্য কাহিনী আজ অবধি বাঁচিয়ে রেখেছে। কাজেই আসন্ন অবলুপ্তি থেকে রক্ষা করে একে স্থায়িত্ব দান করার দায়িত্ব এবং কর্তব্য আজ আমাদেরই। সেজন্যই কাব্যের পূর্ণাঙ্গ পাণ্ডুলিপি প্রাপ্তির ক্ষীণ আশায় অপেক্ষা না করে যেটুকু হাতে আছে—তার মুদ্রণ ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় মনে করি।[১৯]

বাংলা পাঁচালি-কাব্যের ধারায় ষোল শতকের কবি শা'বারিদ খানের অবদান অনস্বীকার্য। শা'বারিদ খানের তিনটি প্রধান সাহিত্য-কর্ম হচ্ছে 'বিদ্যাসুন্দর', 'রসুল বিজয়' এবং 'হানিফার দিগ্বিজয়'। এই তিনটি উপাখ্যান নিয়েই আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে 'শা'বারিদ খান গ্রন্থাবলী' (১৯৬৬)। আহমদ শরীফ সম্পাদিত উল্লিখিত তেরটি সম্পাদনা-কর্মের ভূমিকায় সংযোজিত গবেষণামূলক নিবন্ধসমূহ মধ্যযুগের সাহিত্য, বিশেষত রোম্যান্সমূলক উপাখ্যান পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্য একান্তই অপরিহার্য। ভূমিকা হিসেবে সন্নিবেশিত গবেষণামূলক নিবন্ধসমূহ প্রত্যেকটি সম্পাদনাকর্মেরই এক একটি মূল্যবান সংযোজন।

আহমদ শরীফের তেরটি সম্পাদিত-গ্রন্থ ছাড়াও এ-পর্বে মধ্যযুগের মুসলিম রচিত উল্লেখযোগ্য আরো আটটি কাব্য সম্পাদিত হয়েছে। এই গ্রন্থগুলো হচ্ছে—ফয়েজ আহমদ চৌধুরী সম্পাদিত আলাওলের 'সিকান্দরনামা' (১৯৬০), সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত আলাওলের 'পদ্মাবতী' (১৯৬৮), আলী আহমদ সম্পাদিত দৌলত উজির বাহরাম খানের 'ইমাম বিজয়' (১৯৬৯), আবদুল গফুর সম্পাদিত ফয়জুল্লা মীর বিরচিত 'সুলতানা জমজমা' (১৯৬৯), আল কালাম আবদুল ওহাব সম্পাদিত মুহম্মদ কবীরের 'মধুমালতী' (১৯৬৯), আবু যোহা নূর আহমদ সম্পাদিত মীর আম্মানের 'চাহার দরবেশ' (১৯৬৯), মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ সম্পাদিত দৌলত কাজীর 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' (১৯৬৯) এবং রাজিয়া সুলতানা সম্পাদিত নওয়াজীস খানের 'গুলে বকাওলী' (১৯৭০)। বাংলা একাডেমীর অনুরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্সি-উর্দু বিভাগের অধ্যাপক ফয়েজ আহমদ চৌধুরী ১৯৬০ সালে সম্পাদনা করেন আলাওলের 'সিকান্দরনামা'। এ-গ্রন্থের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিযামী এবং আলাওলের কাব্যের তুলনামূলক আলোচনা।

আলোচ্য সময়-বৃত্তে আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পাদনাকর্ম প্রকাশিত হয় সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায়। ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত এ-গ্রন্থটি বিভাগোত্তর কালে আমাদের দেশে আলাওলের 'পদ্মাবতী'র দ্বিতীয় সম্পাদনা-প্রয়াস। সৈয়দ আলী আহসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত একাধিক পাণ্ডুলিপি, বাংলা একাডেমীর পাণ্ডুলিপি, ১৩২৭ বঙ্গাব্দে হবিবি ছাপাখানায় মুদ্রিত বটতলার পুথি, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' এবং মালিক মুহম্মদ জায়সীর মূল 'পদুমাবত' (১৫৪০) পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাঁর পাঠ গ্রহণ করেছেন। উল্লিখিত পাণ্ডুলিপি ছাড়াও লন্ডনের ইন্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে রক্ষিত পাঁচটি পাণ্ডুলিপি, পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরির একটি পাণ্ডুলিপি এবং বিহারের মানের শরীফ খানকায় রক্ষিত একটি পাণ্ডুলিপি তিনি পরীক্ষা করেছেন। সৈয়দ আলী আহসান কঠোর পরিশ্রম করে মূল 'পদুমাবতে'র হিন্দি এবং আলাওলের 'পদ্মাবতী'র বাংলা পাঠের তুলনা-মূলক বিবেচনা করে পাঠ নির্ধারণের প্রয়াস পেয়েছেন। সম্পাদক পাঠ নির্ধারণের প্রশ্নে প্রথমে মূল হিন্দি এবং তার বাংলা অনুবাদ তুলে ধরেছেন; তারপর দিয়েছেন আলাওলের পাঠ, অতঃপর তিনি দুই পাঠের তুলনামূলক আলোচনা করে তাঁর সংশোধিত পাঠ গ্রহণ করেছেন। সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত 'পদ্মাবতী' নিঃসন্দেহে অপরিসীম শ্রম আর প্রযত্নের সমন্বয়ে একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পাদনাকর্ম।

মযহারুল ইসলাম এবং মুহম্মদ আবদুল হাফিজের সম্পাদনায় ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় দৌলত কাজী বিরচিত 'সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী' উপাখ্যান। রোসাঙ্গ রাজসভার কবি দৌলত কাজীর এ-গ্রন্থটি মধ্যযুগের রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানের ধারায় একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য। আলোচ্য সম্পাদনাকর্মের ভূমিকায় সন্নিবেশিত হয়েছে বাংলা রোম্যান্সমূলক কাহিনী-কাব্যের আরবি-ফারসি পটভূমি সম্পর্কে একটি আলোচনা, যা সম্পাদনাকর্মের একটি বিশিষ্ট দিক। ষোল শতকের কবি মীর ফয়জুল্লাহ্র 'সুলতান জমজমা' কাব্যের আদর্শ পুথি অধ্যাপক আলি আহমদ কুমিল্লা জেলার কণ্ঠনগর গ্রাম থেকে সংগ্রহ করেন এবং তা আবদুল গফুরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। মধ্যযুগের সাহিত্যের ধারায় 'সুলতান জমজমা'র বৈশিষ্ট্য নির্দেশ প্রসঙ্গে সম্পাদক ভূমিকায় লিখেছেন:

> প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মণি-মঞ্জুষায় এ কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্যও উপেক্ষণীয় নয়। আমাদের জীবনের শিক্ষণীয় ও পালনীয় নীতিকথা এ-কাব্যের কথাবস্তু বলে মুসলিম-ধর্মীয় সাহিত্য-শাখার বিশেষ করে বাংলা পুঁথি-সাহিত্যের ঐতি-হাসিক এ-কাব্যটিকে উপেক্ষা করতে পারবেন না।[২০]

'জাতীয় ঐতিহ্যসন্ধানে সদানিরত এবং পুথিগতপ্রাণ' আলি আহমদের সম্পাদনায় ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় দৌলত উজির বাহরাম খানের 'ইমাম বিজয়'[২১] কাব্য। দৌলত উজির বাহরাম খানের 'ইমাম বিজয়' কাব্য এ-পর্যন্ত প্রাপ্ত কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে রচিত কাব্যগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। 'ইমাম বিজয়' কাব্য সম্পাদনায় আলি আহমদ ব্যবহার করেছেন কারবালা ঘটনা-বিষয়ক বারখানা কলমী পুথি। 'ইমাম বিজয়' কাব্যের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি একটিও পাওয়া যায়নি, তাই খণ্ডিত পুথিই সম্পাদিত হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন:

> দৌলত-উজীরের কারবালা-ঘটনা বিষয়ক বার খানা কলমী পুঁথিই সম্পাদনা কার্যে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই পুঁথিগুলির কোনটিই সম্পূর্ণ নহে, প্রত্যেকটি পুঁথিই খণ্ডিত। এই জন্য আমরা কোন একটিকে আদর্শ পুঁথি হিসাবে গ্রহণ করিতে

পারি নাই। তবে যে পুঁথিখানি অপেক্ষাকৃত প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, তাহার ভাষা ও পাঠ আমরা গ্রহণ করিয়াছি এবং অন্য পুঁথির পাঠ পাদটীকায় যথাসম্ভব প্রদান করিয়াছি। এই পুঁথি সম্পাদনায় আমরা পাঠ সমন্বয় (Composite text) রীতিই গ্রহণ করিয়াছি।[২২]

রাজিয়া সুলতানার সম্পাদনায় ১৯৭০ সালে সপ্তদশ শতাব্দীর কবি নওয়াজীস খানের 'গুলে বকাওলী' কাব্য প্রকাশিত হয় বাংলা একাডেমী থেকে। ফারসি ভাষায় রচিত 'গুলে-বকাওলী' উপাখ্যান অবলম্বনে যে ক'জন কবি বাংলা ভাষায় এ-কাব্য রচনা করেছেন নওয়াজীস খান তাঁদের অন্যতম। ১৯৬৪ সালে বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষ প্রাচীন ও মধ্যযুগের গ্রন্থসম্পাদনার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, এই সম্পাদনা-কর্মটি সে-পরিকল্পনারই ফসল।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাহিত্যসম্পাদনার এ-পর্বে আহমদ শরীফ এবং অন্যান্য কয়েকজন সম্পাদক যখন ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সযত্ন প্রয়াসে সম্পাদনা করেছেন মুসলিম রচিত কাহিনী-কাব্যগুলো, তখন অন্য কয়েকজন সম্পাদকের সাধনায় সৃষ্টি হলো মধ্যযুগের সাহিত্যসম্পাদনায় ভিন্ন একটি প্রবণতা। রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যানের পরিবর্তে এঁরা সম্পাদনা করেছেন বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন চর্যাপদ, বৈষ্ণব পদাবলী, চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রভৃতি কাব্য। এই স্বতন্ত্র প্রবণতা সৃষ্টিতে যাঁর অবদান অগ্রগণ্য তিনি হচ্ছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই। এ-সময় তিনি দু'জন সহকর্মীর সহযোগে প্রকাশ করেন মধ্যযুগীয় সাহিত্যের পাঁচটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পাদনাকর্ম। সময়-বিভাজনের এ-পর্বে রোম্যান্সমূলক প্রণয়োপাখ্যান ছাড়া সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ হচ্ছে—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্-সম্পাদিত Buddhist Mystic songs (১৯৬০), মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ সম্পাদিত 'মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা' (১৯৬১), নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য-পাঠের ভূমিকা' (১৯৬৭) এবং অনিলচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত 'সপ্তকাণ্ড রামায়ণ' (১৯৬৮)। এছাড়া মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে চারটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পাদনা-কর্ম; সেগুলো হচ্ছে—'মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান' (১৯৬৭), 'কালকেতু উপাখ্যান' (১৯৬৭), 'চর্যাগীতিকা' (১৯৬৮) এবং 'বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য' (১৯৬৮)।

১৯০৭ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১) নেপালের রাজদরবার থেকে আবিষ্কার করেন 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক এই 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সম্পাদনায় ১৯১৬ সালে 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' নামে প্রকাশিত হয়। আমাদের দেশে চর্যাপদের প্রথম সম্পাদনা Buddhist Mystic Songs বাংলা একাডেমী কর্তৃক মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৬০ সালে। এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে বাইশজন চর্যাকারের মোট ৪৭টি পদ। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ অপরিসীম পরিশ্রম আর প্রযত্নে চর্যাগীতিকার যথার্থ পাঠ নিরূপণে প্রয়াসী হয়েছেন, ফলতঃ Buddhist Mystic Songs চর্যাপদের একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ হিসেবে পরবর্তীতে স্বীকৃতি পেয়েছে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ কর্তৃক বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শনের এই সম্পাদনাকর্ম বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের বহুদিনের একটি অভাব পূরণ করেছে। সম্পাদক প্রত্যেকটি পদই আধুনিক বাংলা ও ইংরেজিতে রূপান্তর করেছেন এবং সন্নিবেশিত করেছেন প্রয়োজনীয় শব্দরাজির টীকা। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র এই সম্পাদনাকর্ম প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমীর তৎকালীন পরিচালক সৈয়দ আলী আহসান লিখেছেন:

Dr. Shahidullah is an internationally reputed philologist and an authority on Old Bengali. As a close associate of Prof. Sastri he worked in the University of Dacca and taught Bauddha Gan, afterwards in Paris University he further worked on these songs for his thesis 'Les Chants Mystiques', which was highly appreciated by the scholars on the subject. He has translated and given annotations to the texts. His preface to the present edition is a piece of scholarly treatise on the subject.২৩

মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আহমদ শরীফের সম্পাদনায় ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় 'মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা'। ৩২০টি বৈষ্ণব পদ, ৫৭টি শাক্ত পদ এবং ৯৪টি বাউল পদ—এই নিয়ে মধ্যযুগের বাংলা গীতিকবিতার এ-সংকলন। ইতোপূর্বে, ১৯৫৪ সালে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছিল বিদ্যাপতির ১০০টি পদের সংকলন 'বিদ্যাপতি শতক'। এদেশে বৈষ্ণবপদাবলী সম্পাদনায় ঐ গ্রন্থই প্রথম প্রয়াস। কিন্তু, যেহেতু সে-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে বিদ্যাপতির নির্বাচিত পদ, তাই সেখানে পাওয়া সম্ভব নয় বৈষ্ণব পদাবলীর একটি সামগ্রিক চিত্র। এ-অভাব দূর করেছে 'মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা'। 'মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা'য় কেবল বৈষ্ণব পদাবলী সংকলিত হয়নি, তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে শাক্ত এবং বাউল পদাবলীও। এ-প্রসঙ্গে গ্রন্থটির ভূমিকা থেকে একটি উদ্ধৃতি :

> এতকাল কেবল 'বৈষ্ণব পদাবলী'ই কলেজে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য ছিল। সাহিত্যে উচ্চ শিক্ষা কেবল রসচর্চা নয়—তত্ত্ব, তথ্য এবং ইতিহাস-চর্চাও। তাই রস-বিচারে 'বৈষ্ণব পদাবলী' যতই উৎকৃষ্ট হোক, মধ্যযুগের সাহিত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সামগ্রিক ধারণার জন্যে অন্যান্য শাখার পদাবলীও সমভাবে মূল্যবান। এ বিবেচনায় বৈষ্ণব, শাক্ত ও বাউল পদাবলী নিয়ে আমরা 'মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা' নামে এ সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ করছি।২৪

চৈতন্যদেব (১৪৮৫/৮৬-১৫৩৩) প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বাংলাদেশে ততটা প্রসার লাভ না করলেও, বৈষ্ণবসাহিত্য কিন্তু একসময় জাতি-বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের মনে রসের সঞ্চার করেছিল। শুধু সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি আর মননে বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাব অপরিসীম। বর্তমান সম্পাদনাকর্ম মধ্যযুগের সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ শাখাকে সামগ্রিকভাবে পাঠকের সমীপবর্তী করেছে এবং সে-সূত্রেই এ-প্রয়াসের সাফল্য। সংকলিত বাউল গানগুলোতে ধরা পড়েছে এদেশের সাধারণ মানুষের আনন্দ-বেদনা আর আশা-নিরাশার কথা—স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টির আবেগ। এ-হিসেবেও সংকলনটি গুরুত্ববহ নিঃসন্দেহে।

এ-পর্বে সাহিত্যসম্পাদনার একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হচ্ছে নীলিমা ইব্রাহিম সম্পাদিত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য-পাঠের ভূমিকা' শীর্ষক গ্রন্থ। ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত এ-গ্রন্থ আমাদের দেশে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যসম্পাদনার প্রথম প্রয়াস। ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতি লক্ষ্য রেখে গ্রন্থের ভূমিকায় সংযোজিত দীর্ঘ নিবন্ধটি সম্পাদনাকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। প্রবন্ধটিতে আলোচিত হয়েছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের ভাব, ভাষা, মানবিক আবেদন, পদাবলী সাহিত্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের তুলনা, কাব্যটির রচনাকাল এবং চণ্ডীদাস সমস্যা। গ্রন্থটির পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হয়েছে প্রয়োজনীয় শব্দের ব্যুৎপত্তি এবং টীকা। প্রাক্-চৈতন্য যুগের এই শ্রেষ্ঠ কাব্যটির সম্পাদনাকর্ম বাংলাভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনে বহুদিনের একটি অভাব দূর করেছে।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের শেষে আইয়ুব সরকার যখন ভারত থেকে পুস্তক আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন, তখন বাংলাভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে মুহম্মদ আবদুল হাই (১৯১৯—১৯৬৯) প্রয়োজনীয় গ্রন্থসমূহ সম্পাদনার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ-সময়ে তিনি আনোয়ার পাশার (১৯২৮-১৯৭১) সহযোগে মধ্যযুগের চারটি উল্লেখযোগ্য কাব্য বা কাব্যাংশ সম্পাদনা করেন। ১৯৬৭ সালে উভয়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান'। ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকরের (১৭১২-১৭৬০) 'অন্নদামঙ্গল কাব্য' (১৭৫২) থেকে 'মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান' সংকলিত হয়েছে। ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলে'র বিভিন্ন দেব-দেবীর বন্দনা, পৌরাণিক হর-গৌরী উপাখ্যান এবং মধ্যবর্তী বিদ্যাসুন্দর কাহিনী এ-গ্রন্থে সম্পাদিত হয়নি, কেবল কাব্যের নায়ক ভবানন্দ মজুন্দারের জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি ঘটনা এখানে সম্পাদিত হয়েছে। বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই সম্পাদিত হয়েছে এ-গ্রন্থ। ভূমিকায় সম্পাদকদ্বয় এ-কথাই ব্যক্ত করেছেন :

> কাব্যধারা ও বাংলা ভাষার বির্তনের দিক থেকে ভারতচন্দ্রের পঠন-পাঠন বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে অপরিহার্য। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতচন্দ্রের কাব্য আজ দুষ্প্রাপ্য। সে জন্যে 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য থেকে আমাদের পাঠ্য তালিকাভুক্ত অংশটুকু ''মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান'' নামে সম্পাদনা ক'রে প্রকাশ করা গেল।[২৫]

কবি-কঙ্কন মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর (আনুমানিক জ. ১৫৪৭) 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের নির্বাচিত অংশ নিয়ে ১৯৬৭ সালে প্রকাশিত হয় 'কালকেতু উপাখ্যান'। মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আনোয়ার পাশার সম্পাদনায় বাংলাদেশে চর্যাপদের দ্বিতীয় সম্পাদনা 'চর্যাগীতিকা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ সালে। একই সময়ে প্রকাশিত হয় 'বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য' (১৯৬৮)। প্রতিটি সম্পাদনা-কর্মেই ভূমিকা হিসেবে রচিত নিবন্ধগুলো ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষকদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রেখে সন্নিবেশিত হয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলা-ভাষা ও সাহিত্যের পঠন-পাঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেই প্রকাশিত হয়েছে এসব সম্পাদনা-কর্ম। একটি বিরুদ্ধ সময়কে অতিক্রমের জন্য সম্পাদকদ্বয়ের এ-প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে সম্পাদিত কাব্যসমূহের নাম নির্বাচন। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার হিন্দু সাহিত্যিকদের রচিত কোন কাব্য সম্পাদনা বা প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করেছিল। সম্পাদকেরা এ-বাধাকে কাটিয়ে উঠেছেন কিছুটা কৌশলে, এ-জন্যই 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের সম্পাদিত অংশের নাম হয় 'মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান', 'চণ্ডীমঙ্গল' হয় 'কালকেতু উপাখ্যান' আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হয়ে যায় 'বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য'।

৫. ২.

১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত সময়ে আমাদের দেশে লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা প্রকাশিত হয়েছে বিশটি। লোকসাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত বাঙালি জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান উৎসাহই যে এ-সমস্ত গ্রন্থ প্রকাশের কারণ, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ-পর্বে সংগৃহীত ও সম্পাদিত গ্রন্থগুলোতে আমাদের সংস্কৃতির বাহন লোকসাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সৃষ্টিই সম্পাদিত হয়েছে। আলোচ্য সময়ে লোকসাহিত্য সম্পাদনার একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সংকলিত 'হারামণি'র চারটি খণ্ডের প্রকাশ। মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের সম্পাদনায় 'হারামণি' চতুর্থ খণ্ড ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। 'হারামণি'র চতুর্থ খণ্ডে সংকলিত হয়েছে প্রধানত 'বিবাহের গান'; এছাড়া জারী, উদাসী, বারমাসী, মারেফতী-জাতীয় কতগুলো গান ও

এ-খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংকলিত গানগুলো মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন পূর্ববঙ্গের নানা জেলা হতে সংগ্রহ করেন। সংকলিত গানগুলোর মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে সম্পাদক লিখেছেন :

> এই দেশের হিন্দু-মুসলমান সমগ্র জনসাধারণকে পূর্ণ ও নিগূঢ় রূপে জানিতে ও বুঝিতে হইলে গ্রাম্য-গানের সাহায্য লইতেই হইবে। কেননা এই সকল গ্রাম্যগান তাহাদের মনন-ধারা, হাসি-কান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা এক কথায় জীবন ধারার ছাপ বহন করিতেছে। সাধারণতঃ তেল আর জলে মিল হয় না বটে, কিন্তু উত্তাপের ফলে ইহা সম্ভব হয়। হিন্দু-মুসলমান রসোন্মত্ত অবস্থায় একেবারে সম্মিলিত হইয়া গিয়াছে। এই মিলন পাক-ভারতের ইতিহাসে এক পরম আশ্চর্য্য ব্যাপার।[২৬]

মুহম্মদ আবদুল হাই এবং মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের যৌথ সম্পাদনায় ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হয় 'হারামণি'র পঞ্চম খণ্ড। বাংলা একাডেমীর সহযোগিতায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত 'হারামণি'র পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে লালন শাহ্ (১৭৭৪-১৮৯০) এবং পাগলা কানাইয়ের (১৮২০-১৯০০) গীতিকা। পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত মোট ৩২৫ গানের মধ্যে লালনগীতি আছে ২১৫টি এবং পাগলা কানাইয়ের গান ১৪০টি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদিত 'হারামণি'র পঞ্চম খণ্ডে সংকলিত গানগুলো মুহম্মদ মনসুরউদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডা. এস. এ. কে. ফজলুল হক সংগ্রহ করেন ফরিদপুর জেলার টেপাখুলা অঞ্চল থেকে। 'হারামণি'র ষষ্ঠ খণ্ডে(১৯৫৮) সংকলিত হয়েছে লালন ফকিরের ২৯৭টি গান। ঢাকা থেকে সংগৃহীত এ-গানগুলো প্রকাশিত হয় মুহম্মদ আবদুল হাই সম্পাদিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সাহিত্য পত্রিকা'র ১৩৬৫ সনের বর্ষা সংখ্যায়। ষষ্ঠ খণ্ডে সংকলিত অধিকাংশ লালনগীতিই রাধা-কৃষ্ণ এবং বৈষ্ণবধর্ম-বিষয়ক। বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'হারামণি'র সপ্তম খণ্ডে (১৯৬৪) সংকলিত হয়েছে সিলেট জেলার বিভিন্ন এলাকার প্রায় ৭০০ লোকগীতি। এই গীতিসমূহের মধ্যে পাঞ্জু শাহ এবং লালন শাহ্'র গানও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

'হারামণি'র প্রথম খণ্ড থেকে সপ্তম খণ্ডে সংকলিত গানগুলো মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন সংগ্রহ করেছেন পূর্ববাংলার বিভিন্ন পল্লি এলাকা থেকে। বিভিন্ন 'বয়াতী' বা এই জাতীয় গায়কদের মুখের গানকে তিনি লিখিত রূপ দিয়েছেন। সম্পাদক বিভিন্ন পাঠ-বৈচিত্র্যের সাহায্যে সঠিক পাঠ নির্ধারণের চেষ্টা করেন নি; গায়কদের মুখে তিনি যেভাবে শুনেছেন, গানগুলোকে ঠিক সেভাবেই সংকলিত করেছেন। এ-প্রসঙ্গে উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অভিমত প্রণিধানযোগ্য :

> তিনি (মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন) পল্লীগীতি সংগ্রহ করিয়া বঙ্গ সাহিত্যের প্রভূত উপকার করিয়াছেন। ···কিন্তু লালনের যে গানগুলি তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহার অধিকাংশই এমন বিকৃত, খণ্ডিত, অশুদ্ধ ও অনেকস্থলে অর্থহীন যে লালনের গানের সম্যক পরিচয় প্রদানে তাহাদের সার্থকতা নাই। অধ্যাপক সাহেব অশিক্ষিত গায়কের মুখে যাহা শুনিয়াছেন, অত্যধিক উৎসাহে কিছু মাত্র বাছবিচার না করিয়াই তাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তাঁহার সংগ্রাহকগণও নির্বিচারে তাহাই করিয়াছে। গানগুলি 'যৎশ্রুতং তৎ লিখিতং' ভাবেই প্রকাশিত হইয়াছে।[২৭]

সম্পাদনাকর্মে এই ত্রুটি সত্ত্বেও, লোকসাহিত্য সংগ্রহ ও সংকলনে মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন যে অগ্রণী এবং পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছেন, তার গুরুত্ব ঐতিহাসিক এবং সে কারণেই আমাদের সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য।

হাসান হাফিজুর রহমান এবং আলমগীর জলীলের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৬২ সালে প্রকাশিত হয় 'উত্তরবঙ্গের মেয়েলী গীত'। সংকলিত মেয়েলি-গীত বা ছড়াগুলো আসলে ছেলেভুলানো ছড়া। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সর্বপ্রথম ছেলেভুলানো ছড়াকে 'মেয়েলী ছড়া' নামে অভিহিত করেছিলেন।[২৮] উত্তর-বঙ্গে একসময় লোকসাহিত্য সৃষ্টিতে যে প্রাচুর্য এসেছিল, বর্তমান সংকলনে তার একটি বিশেষ দিক উন্মোচিত হয়েছে। এ-সময় উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের আরো দু'টো উল্লেখযোগ্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে ; গ্রন্থ দু'টি হচ্ছে—আলমগীর জলীল-সম্পাদিত 'রাজশাহীর ছড়া' (১৯৬৩) এবং বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর-সম্পাদিত 'বাউল গান ও দুদ্দু শাহ' (১৯৬৪)। 'রাজশাহীর ছাড়া' গ্রন্থে ছড়াগুলোকে উপস্থিত করা হয়েছে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহযোগে। এ-গ্রন্থে সংকলিত ছড়াগুলোকে আটটি ভাগে বিন্যাস করা হয়েছে। ভাগগুলো এ'রকম—ছেলেভুলানো ছড়া, কাহিনী-বিষয়ক ছড়া, নৈসর্গিক ছড়া, নৈমিত্তিক ছড়া, মাঙনের ছড়া, বিদ্রূপাত্মক ছড়া, ক্রীড়া-বিষয়ক ছড়া, মন্ত্রজাতীয় ছড়া এবং প্রাকৃতিক ছড়া। উত্তরবঙ্গের বাউল কবি দুদ্দু শাহ'র তিনশত চৌদ্দটি গান সংকলিত হয়েছে বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীরের সম্পাদনায় প্রকাশিত বাংলা একাডেমী লোক-সাহিত্য-সংরক্ষণ গ্রন্থমালা—৫ 'বাউল গান ও দুদ্দু শাহ' গ্রন্থে। সম্পাদক গানের ভাষাকে যথাসম্ভব মূলের মতোই রেখেছেন, তবে অর্থের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার জন্য কিছু প্রয়োজনীয় স্থানে তিনি পাঠ-শুদ্ধি করেছেন।

শিবপ্রসন্ন লাহিড়ীর সম্পাদনায় 'যশোর-খুলনার ছড়া' প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে। এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে মোট ২৬০টি ছড়া। সাধারণ সংগ্রহের সঙ্গে পাঠান্তর, টীকা-টিপ্পনী এবং ছড়া সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। সংকলিত ছড়াগুলোর শিল্পমূল্য প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন :

> ইতিহাস, সমাজনীতি ও শিশু-মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে ছড়াগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। তবু, স্বাভাবিকতা এবং প্রাঞ্জলতা যদি কবিতার বৈশিষ্ট্য হয়, তবে ছড়াগুলোর সাহিত্যিক মূল্য সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।[২৯]

লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান শাখা ছড়ার সংকলন হিসেবে মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরীর 'লোকসাহিত্যে ছড়া' (১৯৬২) একটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদনাকর্ম। এ-গ্রন্থে বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকার বহুসংখ্যক ছড়া সংকলিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সহযোগে। সংকলনভুক্ত ছড়াগুলোকে ভাগ করা হয়েছে তিনটি প্রধান ভাগে—শিশু-বিষয়ক ছড়া, খেলাধূলা ও আমোদ-প্রমোদের ছড়া এবং বিবিধ ছড়া। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম-সম্পাদিত 'লোকসাহিত্য' (১৯৬৫) গ্রন্থে বগুড়া, কিশোরগঞ্জ, খুলনা, দিনাজপুর, পাবনা, কুমিল্লা, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম—এই ৮টি অঞ্চল থেকে সংগৃহীত মেয়েলি-গীত সংকলিত হয়েছে। এ-পর্বে চট্টগ্রামের লোকসাহিত্যের উপর সম্পাদিত-গ্রন্থ বেরিয়েছে দু'টি—ওহীদুল আলম-সম্পাদিত 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য' (১৯৬৩) এবং নূরুল ইসলাম চৌধুরী-সম্পাদিত 'চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি' (১৯৬৫)। উভয় গ্রন্থেই সংগৃহীত লোকগীতিগুলো সংক্ষিপ্ত আলোচনাসহ সংকলিত হয়েছে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সম্পাদনায় ১৯৬৫ সালে প্রকাশিত হয় 'ঢাকার লোক-কাহিনী'। এ-গ্রন্থে ঢাকার গ্রামাঞ্চল থেকে সংগৃহীত তিনটি লোককাহিনী অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সম্পাদিত লোককাহিনীগুলোর সঙ্গে সংযোজিত হয়েছে টীকা-টিপ্পনী, শব্দার্থসূচি ও বিস্তৃত আলোচনা। সংকলনভুক্ত কিস্‌সা তিনটি প্রধানত গীতিকা-জাতীয় রচনা ; এগুলো হচ্ছে—চূড়ামণির কিস্‌সা, রাজকুমার সফরচান আর সোবুজনিশা পরীর

কিস্‌সা এবং পরী কন্যার কিস্‌সা। লোককাহিনীতে লোকজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা আর প্রত্যাশা-প্রাপ্তির ব্যবধানগত যন্ত্রণার ছায়াপাত ঘটে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত 'ঢাকার লোক-কাহিনী' সে-অর্থে এক মূল্যবান সম্পাদনা-প্রয়াস। গ্রন্থটির ভূমিকা হিসেবে সংযোজিত নিবন্ধটি সম্পাদনাকর্মের এক উল্লেখযোগ্য দিক। লোককাহিনী তিনটি সম্পাদনা-প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন :

> বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত প্রথম ও তৃতীয় কাহিনী দু'টি সংগ্রহকালীন নির্দেশানুযায়ী মূলতঃ সাধুভাষার কাঠামোতে গৃহীত। তবে আঞ্চলিক চরিত্র কাব্যাংশে অক্ষুণ্ন আছে; বর্ণনা অংশসমূহেরও আঞ্চলিক বাকভঙ্গি যথাসম্ভব বজায় রাখতে সচেষ্ট থেকেছি। দ্বিতীয় কাহিনী সম্পূর্ণ আঞ্চলিক ভাষায় গৃহীত। পাঠকদের সুবিধার্থে প্রতি পৃষ্ঠায় কঠিন আঞ্চলিক শব্দের ও বাকভঙ্গির অর্থ দিয়েছি এবং পরিশিষ্টে বর্ণানুক্রমিক শব্দার্থসূচী সংযোজিত করেছি।[৩০]

এ-পর্বে লোককাহিনীর আর একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয় আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায়। তাঁর 'কিশোরগঞ্জের লোক-কাহিনী'তে (১৯৬৫) সংকলিত হয়েছে কিশোরগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত মোট ৩০টি লোককাহিনী। ১৯৬৬ সালে কুষ্টিয়া থেকে আনোয়ারুল করিমের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'লালন-গীতি'তে লালন শাহ্-এর অনেকগুলো গান সংকলিত হয়েছে। লোকসাহিত্য সম্পাদনায় এ-পর্বে আর একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস হচ্ছে বদিউজ্জামান-সম্পাদিত 'সিলেট গীতিকা' (১৯৬৮)। এ-সংকলনে মোট ১০টি গীতিকা সংকলিত হয়েছে—গীতিকাগুলো হচ্ছে : চান্দ রাজা, তিলাই রাজা, কাল দুলাই, মণি বিবি, রংগমালা, ছুরতজান বিবি, আলীপজান সুন্দরী, সোনামতি কন্যা, জমির সদাগর এবং পাঁচ হাতনো। সিলেট গীতিকাগুলো রচিত হয়েছে সিলেটের আঞ্চলিক ভাষায়, ফলে তাতে সৃষ্টি হয়েছে এক ধরনের মিশ্র দুর্বোধ্যতা। সম্পাদক এই দুর্বোধ্যতা দূর করার উদ্দেশ্যে আঞ্চলিক শব্দসমূহের অর্থ পাদটীকায় সংযুক্ত করেছেন, ফলে গীতিকাগুলো হয়ে ওঠেছে সর্বজনবোধ্য।

কাজী দীন মুহম্মদের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় 'লোক-সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ' শীর্ষক সংকলন। এ-গ্রন্থে ডাক ও খনার বচন, ধাঁধা ও খেয়ালী এবং প্রবাদ, বচন ও বাগ্বিধি এই তিন ভাগে বহুসংখ্যক ধাঁধা ও প্রবাদ সংকলিত হয়েছে—যা উন্মোচন করেছে আমাদের লোকসাহিত্যের একটি বিশেষ দিক। খনার বচন, প্রবাদ প্রবচন প্রভৃতি বাংলার লোকজীবনের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার ফসল। আমাদের লোকজীবনে খনার বচন, প্রবাদ, প্রবচন এবং ধাঁধার গুরুত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে সম্পাদক ভূমিকায় লিখেছেন :

> ডাকের বচন ও ছড়াগুলো নীতিমূলক আর খনার বচন বা ছড়াগুলো কৃষকদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ কৃষি ও ফলিত জ্যোতিষ সম্পর্কিত ব্যবহারিক জীবনের বাণী-রূপ। বুদ্ধি-দীপ্তি, সৌন্দর্যবোধ, রসিকতা, চিন্তার উৎকর্ষ সাধন, মননশীলতার পরিচয় দান, প্রতীক ব্যবহারের প্রবণতা প্রভৃতি ধাঁধা ও হেয়ালীর মৌল বৈশিষ্ট্য। প্রবাদের সাহায্যে লোক-চরিত্রের সঙ্গে সহজে পরিচয় লাভ ঘটে। ··· একটি সহজ রসনিবেদন এবং বুদ্ধিবিকাশের ক্ষমতা আছে বলিয়াই প্রাচীন কাল হইতে প্রবাদসমূহ চলিয়া আসিতেছে এবং সাহিত্যের আসরে স্থানলাভ করিয়াছে।[৩১]

১৯৬৮ সালে জসীমউদ্‌দীনের সম্পাদনায় কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত হয় 'জারীগান'। জারীগান একান্তভাবেই বাংলাদেশের নিজস্ব সৃষ্টি। এ-গ্রন্থে জারীগানের

মোট ২৩টি পালা সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় জসীমউদ্‌দীন জারীগানের উৎস এবং বিভিন্ন এলাকার জারীগানের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। জারীগান যাঁদের উৎসাহের এলাকা, তাঁদের জন্য 'জারীগান' নিঃসন্দেহে একটি মূল্যবান সংগ্রহ। খোদেজা খাতুন-সম্পাদিত 'বগুড়ার লোক-সাহিত্যে' (১৯৭০) সংকলিত হয়েছে বগুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বহুসংখ্যক লোকগীতি। সংকলনভুক্ত লোকগীতিগুলোকে সম্পাদক আলোচনা সহ-যোগে উপস্থিত করেছেন সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত করে। গানসমূহ সম্পাদক ভাগ করেছেন এভাবে : মেয়েলি সঙ্গীত, গ্রাম্য প্রবাদ, গ্রাম্য ছড়া, গ্রাম্য হেঁয়ালি, গ্রাম্য গল্প-উপাখ্যান, বিয়ের গান এবং করুণ-সঙ্গীত।

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার মধ্যে একটি অন্যতম ঐশ্বর্যময় শাখা হচ্ছে লোক-সাহিত্য। আদিকাল থেকেই পূর্ববঙ্গে মানুষের মুখে মুখে লোকসাহিত্যের চর্চা হয়েছে এবং ক্রমে এসেছে সমৃদ্ধি। পূর্ববঙ্গে রচিত লোকসাহিত্যের ঐশ্বর্যময় সৃষ্টিকে কালের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে উপর্যুক্ত সম্পাদনাকর্ম নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ এবং গুরুত্ববহ প্রয়াস।

৫.৩

সাহিত্যসম্পাদনার দ্বিতীয় পর্যায়ে আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটি প্রবণতা হচ্ছে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন লেখকের রচনাবলী সম্পাদনা। ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আধুনিক যুগের বিভিন্ন লেখকের মোট ১৯টি রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, যা দূর করেছে আমাদের সাহিত্যসংগ্রহের বহুদিনের দীনতা। এ-সময়ে আবদুল কাদির (১৯০৬) সম্পাদনা করেন বিভিন্ন লেখকের সাতটি রচনাবলী। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে : 'এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী' (১৯৬৩), 'নজরুল রচনাবলী'—১ম খণ্ড (১৯৬৬), 'নজরুল রচনাবলী'—২য় খণ্ড (১৯৬৭), 'ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনাবলী' (১৯৬৭), 'আবুল হুসেন রচনাবলী'—১ম খণ্ড (১৯৬৮), 'কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী' ১ম খণ্ড (১৯৬৮) এবং 'নজরুল রচনাবলী'—৩য় খণ্ড (১৯৭০)। নজরুল রচনাবলীর সম্পাদনাকর্ম আবদুল কাদিরের অপরিসীম পরিশ্রমের ফসল। নজরুল-রচনাবলী কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) সমুদয় সাহিত্য-সৃষ্টিকে সংরক্ষণ করার একটি ঐতিহাসিক প্রয়াস। আবদুল কাদির সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থের মাধ্যমে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর মুসলমান লেখকদের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে আমাদের পরিচয় নিবিড়তর হয়েছে। বাংলা একাডেমী ও কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ডের আনুকূল্য এবং সম্পাদকের অপরিসীম পরিশ্রম ও প্রযত্নের ফসল এই সম্পাদিত গ্রন্থসমূহ আমাদের সুষ্ঠু সাহিত্যচর্চার পথ সুগম করেছে নিঃসন্দেহে।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সম্পাদনায় এ-পর্বে প্রকাশিত হয়েছে তিনটি মূল্যবান রচনা-সংগ্রহ। তাঁর সম্পাদিত রচনাসংগ্রহ তিনটি হচ্ছে : 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী' (১৯৬৮), 'মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী' (১৯৬৯) এবং 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী' (১৯৭০)। 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী'তে প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪-১৮৮৩) সাহিত্যবিষয়ক বাংলা রচনাসমূহ সংকলিত হয়েছে। রচনাবলীর ভূমিকায় সম্পাদক-লিখিত 'প্যারীচাঁদ-মানস' শীর্ষক নিবন্ধটি সম্পাদনাকর্মের উল্লেখযোগ্য দিক। পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে প্যারীচাঁদের বাংলা এবং ইংরেজি রচনার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। প্যারীচাঁদ মিত্রের রচনার অভাব পূরণের উদ্দেশ্যেই সম্পাদিত হয়েছে প্যারীচাঁদের রচনাবলী। প্যারীচাঁদের রচনাবলী সম্পাদনার কারণ প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন :

ঐতিহাসিক গুরুত্ব ছাড়াও প্যারীচাঁদের রচনার সাহিত্যিক গুণও ন্যূন নয়। বাংলা গদ্য সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সম্যক পরিচয় লাভের জন্য প্যারীচাঁদের রচনা তাই অবশ্যপাঠ্য। দুষ্প্রাপ্যতা এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায়।[৩২]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সম্পাদনায় বাংলাদেশে মাইকেল মধুসূদন দত্তের (১৮২৪-১৮৭৩) সমগ্র নাট্য-সাহিত্যের প্রথম সম্পাদনা 'মধুসূদন নাট্য-গ্রন্থাবলী' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। মধুসূদনের বাংলা, ইংরেজি এবং অনূদিত নাটক ছাড়াও এ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাঁর সমস্ত গদ্য-রচনা, ইংরেজি প্রবন্ধসমূহ এবং পত্রাবলী। সম্পাদক ভূমিকায় মধুসূদনের নাটকসমূহের জীবনজিজ্ঞাসা ও শিল্পরূপ বিবেচনা করেছেন এবং বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন প্রতিটি রচনার। পরিশিষ্টে অন্তর্ভুক্ত মধুসূদনের ৮৮টি পত্র তাঁর কবিসত্তা উপলব্ধিতে এবং অজানা তথ্য উদ্‌ঘাটনে সহায়ক হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্‌গাতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের বিস্ময়কর প্রতিভার সমগ্র পরিচয় লাভের উদ্দেশ্যে 'মধুসূদন নাট্য-গ্রন্থাবলী'র পরেই প্রকাশিত হয় 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী' (১৯৭০)। বাংলাদেশে মধুসূদনের সমগ্র রচনার প্রথম প্রকাশ উপলক্ষে সম্পাদক মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখেছেন :

> মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩) বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি এবং বাংলা সাহিত্যে আধুনিকতার উদ্‌গাতা। এই মহৎ কবি-নাট্যকারের প্রতিভার পূর্ণাঙ্গ পরিচয় লাভের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি তাঁর সমগ্র রচনা সুশৃঙ্খলরূপে পাঠ। এই উদ্দেশ্যে মধুসূদনের সমগ্র রচনা—'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী' এবং 'মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী' নামে—দু'খণ্ডে সম্পাদনা করে প্রকাশ করা হল। ···প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে মধুসূদনের সমগ্র রচনা প্রকাশের প্রচেষ্টা এই প্রথম। ইতঃপূর্বে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত এবং কলিকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত ও পরে একত্রে গ্রথিত 'মধুসূদন-গ্রন্থাবলী' কবির বাংলা গ্রন্থাবলীর প্রথম প্রামাণ্য সংস্করণ, তবে উক্ত সংকলনে মধুসূদনের ইংরেজী রচনাবলী সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত 'মাইকেল রচনা-সম্ভার' (কলিকাতা, আষাঢ় ১৩৬৬) মধুসূদনের বাংলা গ্রন্থাবলীর টীকা-বর্জিত সংকলন। সম্প্রতি প্রকাশিত ডক্টর ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'মধুসূদন রচনাবলী'তে (কলিকাতা, ১৯৬৫) মধুসূদন পত্রাবলী সংকলিত হয়নি।[৩৩]

'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী'তে মধুসূদনের পাঁচটি বাংলা কাব্য, দু'টি ইংরেজী কাব্য, বিবিধ বাংলা কবিতা এবং বিবিধ ইংরেজি কবিতা সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটির আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ভূমিকা হিসেবে সংযোজিত 'মধুসূদনের আধুনিকতা ও সমকাল' শীর্ষক নিবন্ধ এবং কবির জীবন ও কাব্য পরিচয়।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত সংঘর্ষের পর আইয়ুব সরকার ভারত থেকে পুস্তক আমদানি নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে এ-দেশের শিক্ষিত সমাজে, বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনে একটি বিপর্যয় নেমে আসে। এই বিপর্যয় অতিক্রমণের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের তৎকালীন অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই পালন করেন এক ঐতিহাসিক ভূমিকা। বিভাগের কয়েকজন সহকর্মীর সহযোগে তিনি অতি অল্প সময়েই ৮টি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সম্পাদনা করেন, যা বাংলা-ভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনে প্রাথমিক বিপর্যয়, সীমিত হলেও, কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। জাতিক-আন্তর্জাতিক বিদগ্ধ ও প্রাজ্ঞ পাঠকের জন্য এ-সব গ্রন্থ সম্পাদিত হয়নি —এবং সম্পাদকেরা তা কখনো দাবীও করেননি; এগুলো একান্তভাবেই পঠন-পাঠনের সুবিধার্থে বিশেষ এক বিপর্যয়কে অতিক্রমের সযত্ন প্রয়াস। মুহম্মদ আবদুল হাই এবং

আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায় এ-সময়ে প্রকাশিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের দু'জন শ্রেষ্ঠ লেখকের রচনাসংগ্রহ। তাঁদের যৌথ-সম্পাদনায় ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনা-সংগ্রহ' এবং 'দীনবন্ধু মিত্র রচনা-সংগ্রহ'। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বাংলাদেশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১) কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের (১৮৩০-১৮৭৩) রচনা-সংগ্রহের এ দু'টিই হচ্ছে প্রথম সম্পাদনা। 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনা-সংগ্রহে' সংকলিত হয়েছে বিদ্যাসাগরের সাহিত্যবিষয়ক সমুদয় রচনা। 'বাংলা গদ্যের প্রথম যথার্থ শিল্পী' বিদ্যাসাগরের সাহিত্যসৃষ্টির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ পরিচয়ের জন্য এ-গ্রন্থটি একটি মূল্যবান সংগ্রহ। 'দীনবন্ধু মিত্র রচনা-সংগ্রহে' দীনবন্ধুর সাতটি নাটক সংকলিত হয়েছে—উল্লেখ্য, দীনবন্ধুর কোন কবিতা এ-গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। গ্রন্থটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে পরিশিষ্টে সংযোজিত দীনবন্ধু মিত্রের সমগ্র রচনার সংক্ষিপ্তপরিচিতি।

ঈশ্বর গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) কবিতার প্রথম সম্পাদনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনার পরই ঈশ্বর গুপ্ত স্বীকৃত হন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিভাবান কবি হিসেবে। উনিশ শতকের এই 'যুগসন্ধির কবির' কবিতা-সংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয় মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশার যুগ্ম সম্পাদনায়। ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত 'ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে' গুপ্ত-কবির সমুদয় কবিতা সংকলিত হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সম্পাদনায় একটি প্রধান সমস্যা হচ্ছে বানান-প্রসঙ্গ। আলোচ্য সংগ্রহে ঈশ্বর গুপ্তের যুগে প্রচলিত প্রাচীন পদ্ধতির বানানই রেখে দেয়া হয়েছে।

সাহিত্যসম্পাদনার এই পর্বে শান্তিরঞ্জন ভৌমিকের সম্পাদনায় ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় বিহারীলাল চক্রবর্তীর (১৮৩৫-১৮৯৪) কাব্য-সংগ্রহ 'বাংলা কাব্যে বিহারীলাল'। গ্রন্থের ভূমিকায় বিহারীলালের কবিতার ওপর দীর্ঘ নিবন্ধ সংকলনটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেছে। মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত 'নূরুন্নেছা খাতুন গ্রন্থাবলী' (১৯৭০)—এ-সময়ের সাহিত্যসম্পাদনার একটি স্বতন্ত্র প্রয়াস। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম লেখিকাদের মধ্যে নূরুন্নেছা খাতুন (১৮৯২-১৯৬১) একজন বিশেষ প্রতিভাময়ী সাহিত্য-স্রষ্টা। তিনি যে-যুগে সাহিত্যকর্মে ব্রতী হয়েছিলেন, তা বাঙালি মুসলিম নারীর জন্য এক দুঃস্বপ্নের কাল। এ-গ্রন্থটি নূরুন্নেছা খাতুনের রচনার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় গভীরতর করেছে।

তিরিশোত্তর কালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) কবিতাসংগ্রহ ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয় রণেশ দাশগুপ্তের সম্পাদনায়। আমরা জানি, কবিতার মধ্যেই একজন কবির চেতনার বিবর্তন প্রতিফলিত হয়। 'পোড়ো জমি-খড়-নাড়া আর নষ্ট শশা'র জগৎ ছেড়ে যে রক্তাক্ত কবি-চৈতন্য অবশেষে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন 'অনিমেষ আলোর বলয়ে'—তাঁকে সম্যক উপলব্ধির জন্য প্রয়োজন তাঁর কবিতার সুশৃঙ্খল পাঠ। এবং 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য-সম্ভার' সম্পাদনার ত্রুটি নিহিত এ-সূত্রেই। গ্রন্থটিতে প্রকাশের কাল-অনুযায়ী কাব্যগুলো বিন্যাস করা হয়নি; কবিতার কালানুক্রম রক্ষিত না হওয়ায় জীবনানন্দ-উপলব্ধিতে হোঁচট খেতে হয়। এমন কি, কাব্যসম্ভারের প্রথম সংস্করণে জীবনানন্দ দাশের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক' (১৯২৮) অন্তর্ভুক্ত হয়নি, যা জীবনানন্দ-প্রেমিকদের জন্য একটি বেদনাদায়ক বিষয়। কারণ ঐ গ্রন্থেই ধরা পড়েছে জীবনানন্দ দাশের ওপরে কাজী নজরুল ইসলাম কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮২-১৯২২) প্রভাব, পরবর্তীকালে যে-প্রভাব থেকে তাঁর উত্তরণ ঘটেছে আপন স্বাতন্ত্র্যে। এই ত্রুটি সত্ত্বেও, রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাশের কাব্য-সম্ভার' জীবনানন্দের কবিতার প্রথম সম্পাদনা হিসেবে গুরুত্ববহ নিঃসন্দেহে।

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে সুকান্ত ভট্টাচার্যের (১৯২৬-১৯৪৭) কবিতা-সংগ্রহের তিনটি সম্পাদনা প্রকাশিত হয়েছে। একই বৎসরে সমাজতান্ত্রিক চেতনায় বিশ্বাসী এই কিশোর কবির তিনটি সম্পাদিত কবিতা-সংগ্রহ প্রকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সুকান্তের কবিতার এই তিনটি সম্পাদনা হচ্ছে—মুহম্মদ আবদুল হাফিজ-সম্পাদিত 'সুকান্ত ভট্টাচার্যের সমগ্র কবিতা', রফিক সন্যামত-সম্পাদিত 'কবি-কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনা-সমগ্র' এবং বদরুদ্দীন উমর-সম্পাদিত 'সুকান্ত-সমগ্র'। বদরুদ্দীন উমর-সম্পাদিত 'সুকান্ত-সমগ্রে'র একটি মূল্যবান সংযোজন হচ্ছে রণেশ দাশগুপ্ত লিখিত 'সুকান্তের স্মৃতিকথা' শীর্ষক রচনা। আটষট্টি-উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান আমাদের কর্ম এবং মননে যে চেতনা সঞ্জীবিত করেছে, সুকান্তের কবিতা সে-চেতনাকেই আরো দৃঢ়মূল করবে—এই বিশ্বাসেই, বোধ করি, সুকান্তের রচনা-সমগ্রের তিনটি সম্পাদিত-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে একই সময়ে। সুকান্তের রচনা-সমগ্র ছাড়াও ১৯৭০ সালেই আখতার ফারুক ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সুকান্তের 'ছাড়পত্রে'র দু'টি পৃথক সংস্করণ।

সাহিত্যসম্পাদনার দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লেখকদের বিশেষ বিশেষ রচনা যেমন সম্পাদিত হয়েছে, তেমনি তাঁদের সাহিত্যকর্মকে বিবেচনা করেও প্রকাশিত হয়েছে প্রবন্ধের সম্পাদিত সংকলন। এ-পর্বে যাঁদের রচনা উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পাদিত হয়েছে, তাঁরা হচ্ছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গোলাম মোস্তফা (১৮৯৭-১৯৬৪), কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ। প্রধানত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখেই সম্পাদিত হয়েছে প্রধান লেখকদের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ। এ-পর্বে মাইকেল মধুসূদন দত্তের দু'টি কাব্যের সম্পাদনা প্রকাশিত হয় সৈয়দ আলী আহসানের সম্পাদনায়। চট্টগ্রামের বইঘর থেকে 'বীরাঙ্গনা' (১৮৬২) কাব্যের সম্পাদনা প্রকাশিত হয় ১৯৬৬ খ্রীস্টাব্দে। একই প্রকাশনা সংস্থা থেকে সম্পাদিত 'মেঘনাধবধ কাব্য' (১৯৬১) প্রকাশিত হয় ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে। এ-ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য যে, সৈয়দ আলী আহসানই বাংলাদেশে মাইকেলের কোন রচনা প্রথম সম্পাদনা করেন। ভূমিকায় কাব্য দু'টি সম্পর্কে সৈয়দ আলী আহসানের বিবেচনা সম্পাদনাকর্মকে করে তুলেছে মূল্যবান। ১৯৬৮ সালে মাইকেলের রচনার আরো দু'টি সম্পাদনা প্রকাশিত হয়, দু'টিরই বিষয়বস্তু মাইকেলের প্রহসন। এই প্রকাশনা দু'টি হচ্ছে—সৈয়দ আলী আহসান-সম্পাদিত 'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' এবং গোলাম মুরশিদ ও মাহবুবুল আলম সম্পাদিত 'মাইকেলের প্রহসন'। মাইকেলের প্রহসন দু'টি উনবিংশ শতাব্দীর কলিকাতার সমাজজীবনের শিল্পিত ভাষ্য, কিন্তু দুষ্প্রাপ্যের কারণে প্রহসন দু'টির স্বরূপ বৃহত্তর পাঠকের কাছে ছিল অজ্ঞাত। উল্লিখিত সম্পাদনার ফলে মাইকেলের প্রহসন পাঠকের সমীপবর্তী হয়েছে এবং সে-সূত্রেই এই সম্পাদনাকর্মের সাফল্য।

বাংলা নাট্যসাহিত্যের বিবর্তন ধারায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অবদান অনস্বীকার্য। পূর্ববাংলায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের শ্রেষ্ঠ নাটকসমূহ অনেকদিন যাবৎ দুষ্প্রাপ্য ছিল। এ-অভাব, সীমিত হলেও, লাঘব করেছে মুহম্মদ আবদুল হাই ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের যুগ্ম-সম্পাদনায় প্রকাশিত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটক, যা প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৮ খ্রীস্টাব্দে। এ-পর্বে, দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের আরো দু'টি সম্পাদনাকর্ম প্রকাশিত হয়। ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত এ-গ্রন্থ দু'টো হচ্ছে মুহম্মদ মফিজুল ইসলাম-সম্পাদিত 'নূরজাহান' এবং মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত 'নূরজাহান ও সাজাহান' নাটক। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত মুহম্মদ আবদুল হাই এবং মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত 'সাজাহান' নাটক বাংলাদেশে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকের প্রথম সম্পাদনা-প্রয়াস।

সময় বিভাজনের দ্বিতীয় পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কাব্য, একটি উপন্যাস এবং একটি প্রবন্ধের সংকলন সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালে সৈয়দ আকরম হোসেনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের 'সোনারতরী' (১৩০০ সন) কাব্য এবং 'শেষের কবিতা' (১৩৩৬ সন) উপন্যাস। ষাটের দশকে আমাদের ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকারের প্রশ্নে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যখন চলছিল বিতর্ক, সে-পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের দু'টি গ্রন্থের সম্পাদনা নিঃসন্দেহে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাংলাদেশে রবীন্দ্র-নাথের কোন রচনা সম্পাদনায় সৈয়দ আকরম হোসেন-সম্পাদিত এ দু'টি গ্রন্থই প্রথম প্রয়াস। সম্পাদিত 'সোনার তরী' কাব্যের সূচনায় 'সোনারতরী কাব্য পাঠের ভূমিকা' শীর্ষক প্রবন্ধ কাব্যটির সংক্ষিপ্ত অথচ পূর্ণাঙ্গ আলোচনা। সৈয়দ আকরম হোসেন-সম্পাদিত 'শেষের কবিতা'র ভূমিকা হিসেবে সংযোজিত নিবন্ধটি সম্পাদনাকর্মকে করে তুলেছে মূল্যবান। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের একটি সংকলন বেরিয়েছে মো. আনোয়ারুল আজিমের সম্পাদনায়। 'রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ' (১৯৬৯) নামে এই সম্পাদিত-গ্রন্থটি রবীন্দ্রসৃষ্টির একটি বিশেষ দিককে বাংলাদেশে সহজলভ্য করেছে এবং সে-জন্যই এই সম্পাদনাকর্মটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রয়াস।

সাহিত্যসম্পাদনার এ-পর্বে রবীন্দ্র-বিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের সংকলন বেরিয়েছে আনিসুজ্জামানের সম্পাদনায়। বিভাগোত্তর কালে বাংলাদেশে রবীন্দ্র-চর্চার সামগ্রিক গতি-প্রকৃতি বিধৃত হয়েছে আনিসুজ্জামান সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' (১৯৬৮) গ্রন্থে। ষাটের দশকে রবীন্দ্র-বর্জনের প্রেক্ষাপটে 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি বাংলাদেশে রবীন্দ্র-চর্চায় একটি সাহসী এবং তাৎপর্যপূর্ণ সম্পাদনা-প্রয়াস। এ-গ্রন্থে রবীন্দ্র-সৃষ্টিসত্তার সামগ্রিক স্বরূপ যতো না উন্মোচিত হয়েছে, তার চেয়ে বেশী প্রকাশ ঘটেছে তিরিশজন আলোচকের রবীন্দ্র-কেন্দ্রিক নিজস্ব ভাবনা। বিভাগোত্তর কালে রবীন্দ্র অধ্যয়ন ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে আলোচ্য গ্রন্থটি ধারণ করে আছে আমাদের দেশের শিক্ষিত মননশীল অংশের রবীন্দ্র-কেন্দ্রিক ভাবনার দ্বিধা-সংশয়-স্ববিরোধ আর মুগ্ধতা। সংকলনভুক্ত তিরিশটি প্রবন্ধের তালিকা থেকেই অনুধাবন করা যাবে, গ্রন্থটি রবীন্দ্র-সৃষ্টির সকল প্রান্তকে কত-টুকু স্পর্শ করেছে। সংকলনভুক্ত প্রবন্ধগুলো হচ্ছে—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : মরমী রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্‌দীন : রবীন্দ্র-স্মৃতি, মুহম্মদ আবদুল হাই : ভাষাতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ, মুহম্মদ কুদরত-এ-খুদা : শিক্ষা-সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথের চিন্তা, আবুল ফজল : রবীন্দ্র সাহিত্যে দার্শনিক চেতনা, শওকত ওসমান : নন্দনতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথ, আবদুল মান্নান সৈয়দ : রবীন্দ্রনাথ : তাঁর শিল্প সাহিত্যের ত্রিবেণী, কাজী মোতাহার হোসেন : রবীন্দ্র সঙ্গীত, আহমদ শরীফ : সৌন্দর্য-বুদ্ধি ও রবীন্দ্র মনীষা, গোলাম মুরশিদ : রবীন্দ্রনাথের গণচেতনার স্বরূপ, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথের ধর্ম, মযহারুল ইসলাম : রবীন্দ্রনাথ ও লোক-সাহিত্য, আবদুল কাদির : রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতির্ময় গুহ-ঠাকুরতা : রবীন্দ্র সাহিত্যের মূল্যায়ন সমস্যা, হাসান হাফিজুর রহমান : বাংলা কাব্যে মূল্যবোধের বিবর্তন : রবীন্দ্র-নাথ, কবীর চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইংরেজী অনুবাদ, সারওয়ার মুরশিদ : ইয়েটস ও রবীন্দ্রনাথ, মুনীর চৌধুরী : রবীন্দ্রনাথের নাটক : উপলব্ধির রূপান্তর, নীলিমা ইব্রাহিম : তিন নারী : বিনোদিনী, নন্দিনী ও কুমুদিনী, আনোয়ার পাশা : রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প : শেষ পর্যায়, সন্তোষ গুপ্ত : চিত্রকলার স্বরূপ, সন্‌জীদা খাতুন : রবীন্দ্র সঙ্গীত শিল্পী ও শ্রোতা, হায়াৎ মামুদ : দুই যৌবনে কৃষ্ণ শোণিত, শামসুর রাহমান : নতুন করে রবীন্দ্র-চর্চা, আহমদ ছফা : রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃতি সাধনা, রফিকুল ইসলাম : রবীন্দ্রনাথ ও পূর্ব পাকিস্তান, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : রবীন্দ্রনাথের কবিতার ছন্দ, অজিতকুমার গুহ : রবীন্দ্রকাব্যে পরবর্তী পরিবর্তন, রণেশ দাশগুপ্ত : মার্কসবাদী দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ এবং আনিসুজ্জামান : রবীন্দ্রনাথের সমাজ-চিন্তা : একটি দিক। লক্ষণীয়, এ সংকলনে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ এবং পত্রাবলী নিয়ে কোন স্বতন্ত্র আলোচনা অন্তর্ভুক্ত

হয়নি। এ সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রসাহিত্য-বিষয়ক আমাদের প্রথম সংকলন হিসেবে আনিসুজ্জামান-সম্পাদিত 'রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থটি একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পাদনা-প্রয়াস।

আলোচ্য সময়ে গোলাম মোস্তফার (১৮৯৭-১৯৬৪) বিভিন্ন রচনার তিনটি সম্পাদিত-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এগুলো হচ্ছে : সৈয়দ আলী আশরাফ-সম্পাদিত 'গোলাম মোস্তফা কাব্য-সংকলন' (১৯৬৭), ফিরোজা খাতুন-সম্পাদিত 'গোলাম মোস্তফা গীতি সঞ্চয়ন' (১৯৬৮) এবং মাহফুজা খাতুন-সম্পাদিত 'গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন' (১৯৬৮) এছাড়া, ১৯৬৭ সালে বাংলা একাডেমী থেকে ফিরোজা খাতুনের সম্পাদনায় বিভিন্ন লেখকের আলোচনা নিয়ে প্রকাশিত হয় 'কবি গোলাম মোস্তফা' শীর্ষক প্রবন্ধ-সংকলন। 'গোলাম মোস্তফা কাব্য সংকলনে' বিভিন্ন ভাবধারা এবং অনুভূতির বৈচিত্র্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে কবির মোট ৩৬টি কবিতা সংকলিত হয়েছে। কবি-তনয়া ফিরোজা খাতুন-সম্পাদিত 'গোলাম মোস্তফা গীতি সঞ্চয়নে' ইসলামি, ভক্তিমূলক, দেশাত্মবোধক ও বিবিধ পর্যায়ের মোট ১১৫টি কবিতা স্থান পেয়েছে। 'কবি গোলাম মোস্তফা' গ্রন্থে সংকলিত প্রবন্ধগুলোর মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে গোলাম মোস্তফার জীবনবোধ ও শিল্পচেতনার স্বরূপ।

মীর মশাররফ হোসেনের (১৮৪৭-১৯২২) দু'টি গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে আলোচ্য সময়-বৃত্তে। ১৯৬০ সালে আশরাফ সিদ্দিকীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' এ. কে. এম. শামসুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৭০ সালে। গ্রন্থ দু'টি মীর মশাররফ হোসেনের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম অথচ এতকাল তা অধিকাংশ পাঠকের কাছে ছিল দুর্লভ। এই সম্পাদনাকর্ম পাঠক, বিশেষত ছাত্রদের পঠন-পাঠনে সহায়ক হয়েছে এবং সে-সূত্রেই এ-প্রয়াসের সার্থকতা।

সময়-বিন্যাসের আলোচ্যপর্বে কাজী নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬) মোট দু'টি কাব্য-গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে। ১৯৬৮ সালে সম্পাদিত হয়েছে নজরুল ইসলামের দু'টি কাব্য-গ্রন্থ---গ্রন্থ দু'টি হচ্ছে সৈয়দ আকরম হোসেন-সম্পাদিত 'চক্রবাক' এবং আবুল কাসেম চৌধুরী-সম্পাদিত 'অগ্নিবীণা'। সৈয়দ আকরম হোসেন-সম্পাদিত চক্রবাক কাব্যের ভূমিকায় সংযোজিত নিবন্ধটি নজরুল প্রতিভার স্বরূপ এবং স্বাতন্ত্র্যকে উন্মোচন করেছে। হায়াৎ মামুদের সম্পাদনায় ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় নজরুলের দু'টি কাব্য-গ্রন্থ এবং 'সঞ্চিতা'। হায়াৎ মামুদের সম্পাদনায় প্রকাশিত কাব্য দু'টি হচ্ছে 'শিউলিমালা' এবং 'দোলনচাঁপা'। ১৯৭০ সালে আবুল বাসারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় নজরুল ইসলামের 'রিক্তের বেদন'। নজরুল কাব্যের এ-সব সম্পাদনাকর্ম কলেজ এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনে বিশেষ সহায়ক হয়েছে এবং সে-ক্ষেত্রেই এই সম্পাদনা-প্রয়াসের সাফল্য।

কাজী নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্যকর্মের ওপর বিভিন্ন আলোচকের প্রবন্ধ নিয়ে প্রথম সম্পাদিত সংকলন প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে। আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল পরিচিতি' (১৯৫৯) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে মোট তেইশটি প্রবন্ধ। সংকলনভুক্ত তেইশটি প্রবন্ধকে ভাগ করা হয়েছে এভাবে : সমসাময়িকের চোখে নজরুল, নজরুলের প্রথম জীবন, কবিতা ও গান, গল্প-উপন্যাস ও নাটক, জাতীয় জাগরণের ভূমিকায় এবং ঐতিহ্য ও নতুন ধারা। ১৯৬০ সালে নজরুল-বিষয়ক প্রবন্ধের সংকলন 'নজরুল সাহিত্য' প্রকাশিত হয় মীর আবুল হোসেনের সম্পাদনায়। 'নজরুল সাহিত্যে' সংকলিত হয়েছে মোট চব্বিশটি প্রবন্ধ। প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে নজরুলের সৃষ্টিসত্তাকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার প্রয়াস লক্ষণীয়। জি. এম. হালিম সম্পাদিত 'নজরুল মানস সমীক্ষা' প্রকাশিত

হয় ১৯৬৮ সালে। এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে মোট সাতাশটি প্রবন্ধ। এ-পর্বে মুস্তাফা নূরউল ইসলামের সম্পাদনায় ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় নজরুল-বিষয়ক আলোচনার আরেকটি উল্লেখযোগ্য সংকলন 'নজরুল ইসলাম'। চব্বিশ জন আলোচকের মোট তেইশটি প্রবন্ধে নজরুল ইসলামের সৃষ্টিসত্তার সকল দিক সামগ্রিকভাবে উন্মোচিত না হলেও, প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে নজরুল প্রতিভার স্বরূপ এবং স্বাতন্ত্র্য মোটামুটি প্রকাশিত। নজরুল-বিষয়ক উপর্যুক্ত চারটি সংকলনেই নজরুল ইসলামের কবিতাই প্রাধান্য পেয়েছে, তাঁর কথাসাহিত্য এবং বিশেষভাবে প্রবন্ধ কোন সংকলনেই গুরুত্ব পায়নি. কিংবা থেকে গেছে অনালোচিত।

সাহিত্যসম্পাদনার দ্বিতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন লেখকের গল্প কিংবা কবিতা নিয়ে যে-সব সম্পাদিত-সংকলন বেরিয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য—কাজী কাদের নওয়াজ-সম্পাদিত 'নওরোজের গল্প' (১৯৬০), আনিসুজ্জামান-সম্পাদিত 'আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠ গল্প' (১৯৬৪), সৈয়দ মোশারফ হোসেন-সম্পাদিত 'নওরোজের গল্প' (১৯৬৬), আবুল ফজল-সম্পাদিত 'কায়কোবাদ কাব্য সংকলন' (১৯৬৭), কাজী সিরাজ-সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাশ : শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭০) প্রভৃতি গ্রন্থ। এ-পর্বে বিভিন্ন লেখকের বিশেষ বিশেষ গ্রন্থেরও সম্পাদনা হয়েছে ; এ-ধরনের উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা-কর্ম হচ্ছে— অজিতকুমার গুহ-সম্পাদিত 'কৃষ্ণকান্তের উইল' (১৯৬০), গোলাম রহমান-সম্পাদিত 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৯৬০) ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা' (১৯৬২), গোলাম সাকলায়েন-সম্পাদিত 'কবি মোজাম্মেল হক ও ফেরদৌসী-চরিত' (১৯৬৮), মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ-সম্পাদিত 'কপালকুণ্ডলা' (১৯৭০) প্রভৃতি গ্রন্থ। আলোচ্য গ্রন্থসমূহের অধিকাংশই কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাভাষা ও সাহিত্য পঠন-পাঠনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই সম্পাদিত হয়েছে। এর মধ্যে মমতাজ উদ্‌দীন আহমদ-সম্পাদিত 'কপালকুণ্ডলা' একটি বিশিষ্ট সম্পাদনা-প্রয়াস। সম্পাদক 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রথম সংস্করণ (১৮৬৬) থেকে অষ্টম সংস্করণ (১৮৯২) পর্যন্ত বিভিন্ন পাঠভেদ উপস্থিত করেছেন। এই আটটি সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) কোথায় সংযোজন, বিয়োজন বা পরিবর্তন করেছেন, সম্পাদক তার বিস্তৃত পরিচয় দিয়েছেন। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের প্রত্যেকটি পরিচ্ছেদের উপরের উদ্ধৃতাংশের উৎস-নির্দেশ ও ব্যাখ্যা সম্পাদনা-কর্মের একটি উল্লেখ-যোগ্য দিক। আবুল ফজল-সম্পাদিত 'কায়কোবাদ কাব্য সংকলন'-এ কায়কোবাদের সকল কাব্য থেকে বিশিষ্ট কবিতা বা কাব্যাংশ সংকলিত হয়েছে, যা সহায়ক হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের কায়কোবাদ উপলব্ধিতে।

হায়াৎ মামুদ-সম্পাদিত 'ব্যতিক্রমী-প্রসঙ্গ' (১৯৭০) আলোচ্য সময়ের একটি উল্লেখ-যোগ্য প্রবন্ধ-সংকলন। পনেরজন প্রাবন্ধিকের পনেরটি ব্যতিক্রমধর্মী রচনা সম্পাদনা-কর্মটিকে বৈচিত্র্য দিয়েছে--কোন একটি নির্দিষ্ট ভাব বা বিষয়কে কেন্দ্র করে 'ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ'-এর প্রবন্ধগুলো সংকলিত হয়নি। এ-সংকলন থেকে আমাদের সাংস্কৃতিক উত্তরাধি-কারের বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সংকলনটির গুরুত্ব নির্ণয় প্রসঙ্গে ভূমিকায় আনিসুজ্জামান লিখেছেন :

> বসুন্ধরার এই অঞ্চল যে সম্প্রতি সংকলনভারে পীড়িত, এ-কথা বোধ হয় সুবিদিত। তা সত্ত্বেও একথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে লেখা প্রবন্ধের এমন বিশিষ্ট সংকলন এর আগে আর পূর্ব পাকিস্তানে প্রকাশ পায়নি। চিত্রকলা, সংগীত ও বিজ্ঞান, সাহিত্যতত্ত্ব, সমকালীন সাহিত্য ও ইউরোপীয় সাহিত্য—এসব বিষয়ে অন্তরঙ্গ ভাবনার যে উপস্থিতি এই সংকলনে লক্ষণীয়, তার মূল্য সামান্য নয়।[৩৪]

সংকলনভুক্ত পনেরটি প্রবন্ধের শিরোনামা দেখেই আলোচ্য গ্রন্থটির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করা যাবে। প্রবন্ধগুলো হচ্ছে—অজিতকুমার গুহ : রূপ-প্রতীকের ধারা, কামরুল হাসান : লোকশিল্পের মর্মকথা, আবদুল গণি হাজারী : সংস্কৃতি-চিন্তা, শামসুর রাহমান : নৈঃসঙ্গ্যবোধ ও আধুনিক বাংলা কবিতা, দ্বিজেন শর্মা : উদ্ভিদ উদ্যান ঐতিহ্য, ওয়াহিদুল হক : প্রবাসী আয়েত আলী, সৈয়দ শামসুল হক : যুদ্ধোত্তর ইংরেজী কবিতা ও তার অন্বিষ্ট, শওকত আলী : পালাবদলের যাত্রী, আলী আনোয়ার : সাম্প্রতিক শেক্সপীয়রি সমালোচনা, আল মাহমুদ : জসীম উদ্‌দীনের একটি কবিতা, হাসান আজিজুল হক : বিষাদ ও নৈরাজ্যের সাহিত্য, জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : বিস্মৃত একজন, করুণাময় গোস্বামী : কণ্ঠসঙ্গীতে রস-স্বরূপ, আবদুল মান্নান সৈয়দ : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কালো সূর্যের নিচে বহ্ন্যুৎসব এবং মোহাম্মদ রফিক : কফিনে সাদা গোলাপ। উল্লিখিত প্রত্যেকটি রচনাতেই আলোচকেরা তাঁদের বক্তব্য স্বতন্ত্র রীতিতে উচচারণ করেছেন গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে। 'ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ' ব্যতিক্রমী প্রয়াসের কারণেই নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট সম্পাদনকর্ম।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের (১৮২০-১৮৯১) সার্ধ-শত জন্ম-জয়ন্তীর স্মারক হিসেবে গোলাম মুরশিদের সম্পাদনায় রাজশাহির সাহিত্য সংসদ থেকে ১৯৭০ সালে প্রকাশিত হয় প্রবন্ধ-সংকলন 'বিদ্যাসাগর'। বিদ্যাসাগরের সমকালীন সমাজ, তাঁর সমাজচিন্তা, সমাজসংস্কার, শিক্ষাচিন্তা, নৈতিক মূল্যবোধ, অনুবাদকর্ম, সাহিত্য-প্রয়াস, গদ্যরীতি, হাস্যকৌতুক ও ঔদার্য ইত্যাদি বিষয় নিয়ে মোট তেরটি প্রবন্ধ আলোচ্য গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বিদ্যাসাগরের ওপরে বাংলাদেশের প্রথম প্রবন্ধ-সংকলনে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধসমূহ হচ্ছে—আহমদ শরীফ : বিদ্যাসাগর, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় : বিদ্যাসাগর : সংস্কারক ও শিল্পী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : ভ্রান্তিবিলাস, রমেন্দ্রনাথ ঘোষ : বিদ্যাসাগরের নীতি-বোধ এবং কর্মনিষ্ঠা, মুখলেসুর রহমান : শকুন্তলা ও সীতার বনবাস, বদরুদ্দীন উমর : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সনৎকুমার সাহা : পরাজিত নায়ক বিদ্যাসাগর, মযহারুল ইসলাম : বিদ্যাসাগর--একটি ব্যক্তিত্ব, গোলাম মুরশিদ : বিদ্যাসাগর-মানস, বিদ্যাসাগরের রচনার রঙ্গ-ব্যঙ্গ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল : একজন বিপন্ন মহাকবি ও তাঁর বন্ধু, অজিতকুমার ঘোষ : গদ্যসাহিত্যে বিদ্যাসাগর এবং আলী আনোয়ার : বিদ্যাসাগর ও ব্যক্তির সীমানা। এ-ছাড়া, 'ছোটদের বিদ্যাসাগর' নামেও একটি লেখা আছে, যা উন্মোচন করেছে বিদ্যাসাগর-মানসের একটি বিশেষ দিক। গ্রন্থের শেষে 'বিদ্যাসাগরের বর্ষপঞ্জী জীবনকর্ম' সংকলনটির একটি মূল্যবান সংযোজন।

মাহবুবুল আলম-সম্পাদিত 'বাংলা প্যারডি কবিতা' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯ সালে। আলোচ্য গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যে প্যারডি কবিতার আলোচনা এবং মূল কবিতাসহ কত-গুলো প্যারডি কবিতার সংকলন। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্যারডিকারদের মধ্যে সজনী-কান্ত দাস (১৯০০-১৯৬২), সতীশচন্দ্র ঘটক (১২৭৩-১৩৩৮), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), রজনীকান্ত সেন (১৮৬৫-১৯১০), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯) প্রমুখের প্যারডি কবিতা এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে প্যারডি কবিতার ধারাকে, সীমিত হলেও, এ-গ্রন্থ উপস্থিত করেছে।

আবদুর রশিদ খান এবং মোহাম্মদ মামুনের সম্পাদনায় ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয় 'প্রেমের কবিতা'। গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদের প্রেমের কবিতার একটি নিটোল সংকলন। এ-পর্বে এ-ছাড়া উল্লেখ করার মতো কবিতা-সংকলন বেরিয়েছে দু'টি—আজমল হক-সম্পাদিত, 'অনন্য স্বদেশ' (১৯৬৬) এবং আহসান হাবীব-সম্পাদিত

'কাব্য-লোক' (১৯৬৮)। আজমল হক-সম্পাদিত 'অনন্য স্বদেশ' গ্রন্থটি কতগুলো দেশাত্ম-বোধক কবিতার সংকলন। মোহাম্মদ সালাহ্উদ্দিন-সম্পাদিত 'শতদল' (১৯৫৯), আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী-সম্পাদিত 'সেকাল ও একালের সেরা গল্প' (১৯৬৩), আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-সম্পাদিত 'সাম্প্রতিক ধারার গল্প' (১৯৬৪), শামসুজ্জামান খান-সম্পাদিত 'সূর্যমুখী' (১৯৬৭), এস. এম. আহমদ ও বোরহান আহমদ-সম্পাদিত 'সমকালীন প্রেমের গল্প' (১৯৬৮) প্রভৃতি এ-পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলন। 'সাম্প্রতিক ধারার গল্প' সংকলনে আমাদের দেশের নয় জন বিশিষ্ট গল্পকারের নয়টি গল্প সংকলিত হয়েছে, যে-গল্পগুলোর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের গল্প-সাহিত্যের 'তরুণতম ধারা' প্রতিভাত হয়েছে।

আলোচ্য সময়ের দু'টো উল্লেখযোগ্য সংকলন হচ্ছে সরদার ফজলুল করিম-সম্পাদিত 'আমাদের সাহিত্য' (১৯৬৯) এবং মনসুর মুসা-সম্পাদিত 'বাঙলা ভাষা' (১৯৭০)। ১৯৬৮ সালের ১৮ থেকে ২৪শে অক্টোবর বাংলা একাডেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সেমিনারে পঠিত পর্যালোচনা মূলক প্রবন্ধের সংকলন 'আমাদের সাহিত্য'-এ প্রকাশিত হয়েছে পূর্ববাংলার বিশ বছরের (১৯৪৭-১৯৬৭) সাহিত্য-সৃষ্টির গতি-প্রকৃতি এবং স্বরূপ। মনসুর মুসা-সম্পাদিত 'বাঙলা ভাষা' গ্রন্থটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য একটি প্রয়োজনীয় সংকলন। সরদার ফজলুল করিমের সম্পাদনায় ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত হয় আরো একটি বিশেষ সংকলন 'পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য'। বৃটিশ-শাসিত পূর্ববাংলার বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা থেকে প্রখ্যাত মুসলিম সাহিত্যিকদের পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেরণায় রচিত বিভিন্ন আলোচনা ও প্রবন্ধের সংগ্রহ নিয়ে এ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া, এতে রয়েছে ঢাকার পূর্ব-পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ এবং কলিকাতার পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটির দু'টো বার্ষিক অধিবেশনের কার্যবিবরণী; ফলে সংকলনটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবে গবেষকদের নিকট বিবেচিত হয়েছে।

এ-পর্যায়ের দু'টো উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত-গ্রন্থ হচ্ছে 'শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থ' (১৯৬৭) এবং 'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারক গ্রন্থ' (১৯৬৯)। মুহম্মদ সফিয়ুল্লাহ্ সম্পাদিত 'শহীদুল্লাহ্ সংবর্ধনা গ্রন্থে' সংকলিত হয়েছে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্র বহুসংখ্যক নির্বাচিত রচনা। তাঁর 'জ্ঞানের শিখা অনির্বাণ জ্বলে' সেই শহীদুল্লাহ্র সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচয় লাভের জন্য এ-গ্রন্থ একান্ত অপরিহার্য। গ্রন্থটি ত্রিবিধ কারণে মূল্যবান—প্রথমত শহীদুল্লাহ্র জীবন এবং তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ব্যক্তির দীর্ঘকালীন সম্পর্কের একটি ইতিহাস এখানে আছে। দ্বিতীয়ত, এখানে রয়েছে শহীদুল্লাহ্র সাহিত্যকর্মের উপর মূল্যায়নধর্মী বিভিন্ন লেখকের নির্বাচিত প্রবন্ধ। তৃতীয়ত, এ-গ্রন্থে রয়েছে শহীদুল্লাহ্ প্রতিভার একটি ব্যাপক এবং বিচিত্র পরিচয়জ্ঞাপক নির্বাচিত রচনা সংকলন। এই ত্রিবিধ কারণে সংবর্ধনা গ্রন্থটি ছাত্র, শিক্ষক, গবেষক ও সাধারণ পাঠকের জন্য একটি আকর্ষণীয় এবং প্রয়োজনীয় সম্পাদনাকর্ম। মুহম্মদ এনামুল হক এবং কবীর চৌধুরী-সম্পাদিত 'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারক গ্রন্থে' একত্রিশটি প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে সাহিত্য বিশারদের জীবন এবং সাহিত্যকর্মের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়েছে। গ্রন্থটির পরিশিষ্টে সংকলিত হয়েছে সাহিত্য বিশারদ রচিত ৪০৬ টি প্রবন্ধ এবং তাঁর পনেরটি সম্পাদিত গ্রন্থের একটি তালিকা, যা মধ্যযুগের সাহিত্যগবেষকদের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

আলোচ্য অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে ১৯৫৮ থেকে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত আমাদের দেশে সাহিত্যসম্পাদনার গতি-প্রকৃতি এবং তার স্বরূপ। সাহিত্য-চর্চার একটি সুষ্ঠু পরিবেশ সৃজনের উদ্দেশ্যে এ-পর্যায়ের সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের অবদান অনস্বীকার্য।

৬. বাংলাদেশে সাহিত্যসম্পাদনা : ১৯৭১

১৯৭১ সালে সংঘটিত হয় বাংলাদেশের রক্তাক্ত মুক্তিযুদ্ধ। মার্চ থেকে ডিসেম্বর—এই ন'মাসে বাংলাদেশের সর্বত্র চলেছে বর্বর পশুশক্তির মারণ-উৎসব। বাংলাদেশের অধিকাংশ সাহিত্য-শিল্পী তখন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে। জাতীয় সংকটের সঙ্গে সাহিত্য-শিল্পের জগতেও গে-এক দুঃসময়ের কাল। তাই, এসময়ে সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্যসম্পাদনারও কোন সুষ্ঠু প্রতিবেশ ছিলো না। মার্চ মাসে মুক্তিযুদ্ধ শুরুর পূর্বেই উল্লেখ করার মতো দু'টি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই গ্রন্থ দু'টি হচ্ছে—বদিউজ্জামান-সম্পাদিত 'মোমেনশাহী গীতিকা' (১৯৭১) এবং রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা' (১৯৭১)। ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে সংগৃহীত পালাগান নিয়ে বদিউজ্জামানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মোমেনশাহী গীতিকা' বাংলা লোকগীতিকা গবেষণা ও আলোচনার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত 'মোমেনশাহী গীতিকা'য় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সোনাই বিবি, চিলাই রাণী, মনোয়ার খাঁ দেওয়ান, তোতা মিয়া, মাধব মালঞ্চি কইন্যা, গকুল চান ও আইধর চান প্রভৃতি পালাগান। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ময়মনসিংহ গীতিকার প্রথম সম্পাদনা করেন দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) ১৯২৩ সালে। এ-প্রসঙ্গে ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন : ''মৈয়মনসিংহ-গীতিকা সম্পাদনার ক্ষেত্রে দীনেশচন্দ্র সেন কি পরিমাণ সংশোধন কিংবা সংযোজন করেছিলেন বাংলা একাডেমীর সংগ্রহের সঙ্গে তুলনা করলে সেটা স্পষ্ট হবে।''[৩৫]

১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রফিকুল ইসলামের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় 'আধুনিক কবিতা'। 'পূর্ববঙ্গের নবীন এবং প্রবীণ কবিদের সম্মিলিত সাধনায় যে-কাব্যসাহিত্য গড়ে উঠেছে', তার একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বাংলা একাডেমীর পরিকল্পনার ফসল এই 'আধুনিক কবিতা'। উনিশশ' সাতচল্লিশ সাল থেকে উনিশশ' একাত্তর সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলায় যে-সব কবির রচনা পুস্তকাকারে কিংবা পত্র-পত্রিকায় সংকলিত হয়েছে, তাঁদের নির্বাচিত কবিতা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলোচ্য গ্রন্থ। সংকলনটিতে পূর্ববাংলার পঞ্চান্ন জন কবির মোট দুইশ চারটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই কবিতাগুলোর মধ্য দিয়ে প্রতিভাত হয়েছে পূর্ববঙ্গে কাব্য-চর্চার একটি সামগ্রিক ছবি। গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে সংযোজিত সম্পাদকের দীর্ঘ প্রবন্ধটি পূর্ববাংলার কাব্য-সাহিত্যের পটভূমি, গতিপ্রকৃতি এবং বিবর্তনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা এবং এই নিবন্ধটি সম্পাদনাকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। গ্রন্থটি সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম লিখিত ভূমিকা থেকে একটি উদ্ধৃতি :

> আলোচ্য সংকলনে আমরা আধুনিক কবিতার পটভূমিকায় পূর্ববাংলার পঞ্চাশ এবং ষাট দশকের কবিতাকে সাধারণ পাঠক সমাজের কাছে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। এই আলোচনা ও সংকলন যদি আমাদের পাঠক সমাজকে সাধারণভাবে কবিতা সম্পর্কে এবং বিশেষভাবে আমাদের সমকালীন কবিদের কাব্যপ্রয়াস সম্পর্কে উৎসাহী করে তুলতে সক্ষম হয় তাহলে আমরা আমাদের উদ্যমকে সার্থক মনে করব। আশা করি, 'আধুনিক কবিতা' কবিতার প্রচার ও প্রসারে সহায়ক হবে।[৩৬]

আবদুল হাফিজ-সম্পাদিত 'রক্তাক্ত মানচিত্র' (১৯৭১) যদিও প্রকাশিত হয়েছে কলিকাতা থেকে, তবু গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে এখানে আলোচনার দাবী রাখে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ চলা-কালীন সময়ে গ্রন্থটি সম্পাদিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে।

ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে পূর্ববাংলার কবিরা কিভাবে সংগ্রাম করেছেন, তার একটা সামগ্রিক পরিচয় এ-সংকলনে খুঁজে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সকল কবিদের মাতৃভাষা এবং দেশপ্রেমবিষয়ক শ্রেষ্ঠ কবিতাসমূহ এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। সংকলনভুক্ত কবিতাগুলোর মধ্যে আছে একুশে ফেব্রুয়ারী শিরোনামায় ১০টি, বাঙলা ভাষা ৪টি, বাঙলাদেশে ১৪টি, ঊনসত্তুরের বাঙলাদেশ ৪টি, এপার-বাঙলা ওপার-বাঙলা ১৫টি এবং ঘৃণা, ক্রোধ, হরতাল, মিছিল, মৃত্যু ও সংগ্রাম শিরোনামায় ২৯টি কবিতা। বিদেশের মাটিতে বসে স্বদেশকে নিয়ে এমনি একটি গ্রন্থের সম্পাদনা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস, গ্রন্থের ভূমিকায় পূর্ববাংলার কবিতা আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে কিভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে তার যুক্তিনিষ্ঠ পরিচয় দেয়া হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে সম্পাদকের বিবেচনা থেকে একটি অনুচ্ছেদ :

> বাঙলাদেশের কবিরা বাঙলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের যথার্থ সৈনিক। কবিতা উচ্চকণ্ঠ কোন শিল্প নয়, এবং সেহেতু বাস্তব অবস্থার কোন অবিকল ফোটোগ্রাফি তাতে পাওয়া যাবে না। কিন্তু বাঙালী জাতির মানস, মনন, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের সূক্ষ্ম চেতনাসমূহের দলিল এসব কবিতা, এই কবিতার মধ্যেই বাঙলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের ধারাবাহিকতা অবিকল থেকে গেছে।[৩৭]

স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রকাশিত হয়েছে 'গোলাম মোস্তফা কাব্য-গ্রন্থাবলী'। ১৯৭১ সালের ১০ই ডিসেম্বর প্রকাশিত 'গোলাম মোস্তফা কাব্য-গ্রন্থাবলী'র ভূমিকা লিখেছেন আবদুল কাদির। 'গোলাম মোস্তফা কাব্য-গ্রন্থাবলী'তে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে 'রক্তরাগ', 'খোশরোজ', 'সাহারা', 'বনি-আদম', 'কালাম-ই-ইকবাল', 'শিকওয়া', 'জবাব-ই-শিকওয়া', 'মোসাদ্দাস-ই-হালী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ।

৭. বাংলাদেশে সাহিত্যসম্পাদনা : ১৯৭২-১৯৮২

বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর আমাদের মন আর মননে যে নতুন চেতনা জাগ্রত হয়েছিল, সাহিত্যক্ষেত্রে, স্বাভাবিক কারণেই, পড়লো তার প্রতিফলন। ১৯৭২ থেকে ১৯৮২ সাল, সময়ের এই পরিসরে সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সম্পাদনার জগতেও একটা প্রবণতা পেল প্রাধান্য। এ-পর্বে সম্পাদনার প্রধান বিষয়বস্তু হয়েছে আধুনিক সাহিত্য। উল্লেখ করার মতো মধ্যযুগীয় বা লোকসাহিত্যের সম্পাদনা এ-সময় প্রকাশিত হয়েছে যেখানে পঁচিশটি, সেখানে আধুনিক সাহিত্যের সম্পাদনা বেরিয়েছে প্রায় আশিটি। এ-তথ্য থেকেই অনুধাবন করা যাবে সাহিত্য-সম্পাদনায় আলোচ্য সময়ে নতুন প্রবণতার প্রাধান্য।

৭. ১.

১৯৭২ থেকে ১৯৮২—সময়ের এ-পর্বে প্রকাশিত হয়েছে মধ্যযুগীয় সাহিত্যের উল্লেখ-যোগ্য বারটি সম্পাদনাকর্ম। সব ক'টি সম্পাদনাকর্মেরই বিষয় হচ্ছে মুসলিম কবিদের রচিত রোম্যান্সমূলক উপাখ্যান বা ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য। এই বারটি সম্পাদনা কর্মের মধ্যে আহমদ শরীফের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় সাতটি গ্রন্থ। আহমদ শরীফ-সম্পাদিত গ্রন্থগুলো হচ্ছে—দোনা গাজী বিরচিত 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল' (১৯৭৫), 'সওয়াল সাহিত্য' (১৯৭৬), আলাওল বিরচিত 'সিকান্দরনামা' (১৯৭৭), শেখ মুত্তালিব বিরচিত 'কিফায়তুল মুসল্লিন' (১৯৭৭), সৈয়দ সুলতান বিরচিত 'রসুল বিজয়' (১৯৭৮), 'রসুল চরিত' (প্রথম খণ্ড, ১৯৭৮) এবং 'রসুল চরিত' (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৭৮)। এ-ছাড়া এ-পর্বে

সম্পাদিত অন্যান্য গ্রন্থগুলো হল--সৈয়দ আলী আহসান-সম্পাদিত আমীর হামযার 'মধুমালতী' (১৯৭৩), আবুল কালাম মোহাম্মদ যাকারিয়া-সম্পাদিত শুকুর মাহমুদের 'গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস' (১৯৭৪), গোলাম সামদানী কোরায়শী-সম্পাদিত আলাওলের 'তোহফা' (১৯৭৫), আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-সম্পাদিত আলাওলের 'পদ্মাবতী' (১৯৭৭) এবং মুহম্মদ এনামুল হক-সম্পাদিত শেখ জাহেদের 'আদ্য-পরিচয়' (১৯৭৯)। মধ্যযুগীয় রোম্যান্সমূলক কিংবা ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য যাঁদের উৎসাহের এলাকা, তাঁদের জন্য এ-সব গ্রন্থ মূল্যবান সংগ্রহ। উল্লিখিত সম্পাদনাকর্মের ফলে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য এবং উত্তরাধিকার আবিষ্কৃত হয়েছে এবং সে-সূত্রেই এ সম্পাদনা-প্রয়াস তাৎপর্যপূর্ণ।

আলাওলের 'পদ্মাবতী'র তৃতীয় সম্পাদনাকর্ম এ-পর্বে প্রকাশিত হয় আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের (১৮৭১-১৯৫৩) সম্পাদনায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত 'পদ্মাবতী'তে (১৯৭৭) আলাওলের সম্পূর্ণ গ্রন্থ সম্পাদিত হয়নি, এখানে গৃহীত হয়েছে রত্নসেনের সিংহল প্রবাস হতে পদ্মাবতীর 'রূপবর্ণন' অধ্যায় পর্যন্ত। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশে আলাওলের 'পদ্মাবতী'র যে তিনটি সম্পাদনা হয়েছে (মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, সৈয়দ আলী আহসান এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ-সম্পাদিত) তার কোনটিতেই সম্পূর্ণ পদ্মাবতী সম্পাদিত হয়নি।

৭. ২.

সময় বিভাজনের চতুর্থ পর্বে (১৯৭২-১৯৮২) লোকসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য সম্পাদিত-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে পনেরটি। ১৯৫৮-'৭০ সালের মতো এ-পর্বেও লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, লোকসাহিত্য সংকলন ও সম্পাদনার ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্য এবং লালনগীতির প্রাধান্য। উত্তরবঙ্গের লোকসাহিত্যের দু'টি উল্লেখযোগ্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে এ সময়। সংকলন দু'টি হচ্ছে সামীয়ুল ইসলাম-সম্পাদিত 'উত্তরবাংলার লোক-সাহিত্য' (১৯৭৩) এবং বদিউজ্জামান-সম্পাদিত 'রংপুর গীতিকা' (১৯৭৭)। 'উত্তর-বাংলার লোক-সাহিত্য' গ্রন্থে উত্তরবাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের লোকগীতি ও মেয়েলিগীত সংকলিত হয়েছে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সহযোগে। বদিউজ্জামান-সম্পাদিত 'রংপুর গীতিকা'য় সংকলিত হয়েছে আটটি পালাগান। এই পালাগানগুলো হচ্ছে—'কইন্যা আনোয়ারের কলি, জসমত খাঁ, কলিরাজা, মানিক পাল রাজা, জয়নুব বাদশা, হলুদ বাদশা, অওশন কইন্যা ও জেলকদ বাদশা। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, রংপুর অঞ্চলের গীতিকা প্রথম সংগ্রহ করেন রংপুরের প্রাক্তন জেলা প্রশাসক (১৮৭৩-১৮৭৭ সাল) স্যার জর্জ এব্রাহাম গ্রীয়ারসন। নিজের সংগৃহীত 'মানিকচন্দ্রের গান' ইংরেজিতে অনুবাদ করে তিনি ১৮৭৮ সালে 'জর্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

মুহম্মদ কামালউদ্দীন-সম্পাদিত 'লালন গীতিকা' প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে। এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে লালন শাহ্'র সাতানব্বইটি গান। লালন শাহ্'র গানের সংগ্রহ নিয়ে ১৯৭৫ সালে আবু তালিবের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা' (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯৭৫)। এ-ছাড়া, এ-পর্বে লালন শাহ্র জীবন ও সাহিত্য-কর্মের ওপর আলোচনা নিয়ে আবুল আহসান চৌধুরীর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'লালন স্মারক গ্রন্থ' (১৯৭৪)।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত 'যশোরের লোককাহিনী' (১৯৭৪) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে যশোর জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পাঁচটি লোককাহিনী। এই পাঁচটি

লোককাহিনী হচ্ছে—আবদুল্লাহ বাদশা, নেকবখত স্বামী-স্ত্রী, খুনে কোনদিন রেহাই পায়না, চারটে জ্ঞানের কথা এবং বিভাসকন্যা। সংগৃহীত পাঁচটি লোককাহিনীর মধ্যে ছায়াপাত ঘটেছে বিশেষ এক অঞ্চলের জীবনধারার আশা-আকাঙ্ক্ষা আর আনন্দ-বেদনা এবং সে-হিসেবে এ সংগ্রহের তাৎপর্য অনস্বীকার্য।

এ-পর্বে খুলনার লোকসাহিত্যের দু'টি উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা প্রকাশিত হয়েছে নূর মোহাম্মদ টেনার সম্পাদনায়। 'খুলনার লোক সাহিত্য' (১৯৭৯) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে খুলনা জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত বহুসংখ্যক লোকগীতি, ছড়া, প্রবাদ প্রভৃতি। 'খুলনার লোক কবি' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে খুলনা জেলার উনিশ জন লোককবির অনেক-গুলো গান। লোককবিদের এই গানগুলো বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ। রংপুর থেকে ১৯৭৭ সালে মহফিল হক এবং নূরুল ইসলামের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ছড়া-সংকলন 'বাংলাদেশের ছড়া'। মুর্শীদা গানের একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন জসীম উদ্‌দীনের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৭৭ সালে।

এসময় বাংলা একাডেমীর পরিকল্পনানুযায়ী লোকসাহিত্যের অনেকগুলো সংকলন প্রকাশিত হয়। আমাদের লোকসাহিত্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমীর এই পরি-কল্পনা প্রশংসনীয়। বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে অসংখ্য লোকসঙ্গীত, গ্রাম্য-গাথা, উপকথা, কাহিনী লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত সংকলনগুলো বাংলাদেশের পল্লি অঞ্চলের এই আবহমান সাহিত্যকে সংরক্ষণ করার আন্তরিক প্রচেষ্টা। বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত এই সংকলনগুলো বিভিন্ন সময়ে সম্পাদনা করেছেন মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, আলমগীর জলীল, খন্দকার রিয়াজুল হক, মোহাম্মদ সাইদুর, সাগীয়ুল ইসলাম, বদিউজ্‌জামান প্রমুখ।

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সম্পাদিত 'হারামণি' (অষ্টম খণ্ড) প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ সালে। 'হারামণি' অষ্টম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, পাবনা, ঢাকা প্রভৃতি এলাকা থেকে সংগৃহীত প্রায় নয় শত পল্লিগান। এ-সব পল্লিগানের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে বাংলাদেশের লোকজীবনের ইতিকথা ও আলেখ্য। পল্লিগানের সংকলন 'হারামণি' সম্পর্কে আলোচনা-প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন:

> 'হারামণি' বাঙ্গালা সাহিত্যের ও ভারতীয় সাহিত্যের এক অমূল্য নিধি এবং লোকগান বা Folklore আলোচনার ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্যেও এ-বিষয়ে 'হারামণি'র একটি বিশেষ স্থান আছে।[৩৮]

৭. ৩.

আলোচ্য কাল-পরিধিতে আধুনিক সাহিত্যসম্পাদনার একটি প্রধান দিক হচ্ছে বিভিন্ন লেখকের রচনাবলী সম্পাদনা। এ-পর্বে উল্লেখযোগ্য চব্বিশটি রচনাসংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে। আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়েছে চারটি রচনাবলী। এগুলো হচ্ছে—'মোহাম্মদ লুৎফর রহমান রচনাবলী' (১৯৭২), 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন রচনাবলী' (১৯৭৩), 'আবুল হোসেন রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড, ১৯৭৬) এবং 'নজরুল রচনাবলী' (৪র্থ খণ্ড, ১৯৭৭)। কাজী আবদুল মান্নানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'মশাররফ রচনা-সম্ভার—১ম খণ্ড (১৯৭৬) এবং 'মশাররফ রচনা-সম্ভার'—২য় খণ্ড (১৯৮০)। এ-সময়ে মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী' (১ম খণ্ড ১৯৭৮, ২য় খণ্ড ১৯৮২)। এছাড়া, এ-পর্বে

সম্পাদিত অন্যান্য রচনাবলী হচ্ছে--খান মুহম্মদ সালেখ-সম্পাদিত 'এয়াকুব আলী গ্রন্থাবলী' (১৯৭৪), হাসান হাফিজুর রহমান-সম্পাদিত 'বঙ্কিম রচনাবলী' (১৯৭৭), আতোয়ার রহমান-সম্পাদিত 'গোলাম রহমান রচনাবলী' (১ম খণ্ড, ১ম ভাগ ১৯৭৮ ; ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ ১৯৭৮ ; ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ ১৯৭৮ ; ২য় খণ্ড, ২য় ভাগ ১৯৮০), সফিউল আলম-সম্পাদিত 'সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনা-সমগ্র' (১৯৭৯), মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদ রচনাবলী' (১ম খণ্ড, ১৯৭৯), আশরাফ সিদ্দিকী-সম্পাদিত 'জহীর রায়হান রচনাবলী' (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড, ১৯৮১), গোলাম সাকলায়েন-সম্পাদিত 'শহীদুল্লাহ কায়সার রচনাবলী' (১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ড ১৯৮১), সেলিনা হোসেন-সম্পাদিত 'শহীদ সাবের রচনাবলী' (১৯৮১), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী-সম্পাদিত 'আনোয়ার পাশা রচনাবলী' (১ম খণ্ড ১৯৮১), আনিসুজ্জামান-সম্পাদিত 'মুনীর চৌধুরী রচনাবলী' (১ম খণ্ড ১৯৮২) এবং সুকুমার বিশ্বাস-সম্পাদিত 'আমিনুল ইসলাম চৌধুরী রচনাবলী' (১৯৮২)।

আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'নজরুল রচনাবলী'র চতুর্থ খণ্ডে কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টিকর্মের শেষ পর্বের সমুদয় রচনা সংকলিত হয়েছে। 'লুৎফর রহমান রচনাবলী', 'বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন রচনাবলী' এবং 'আবুল হোসেন রচনাবলী' নিঃসন্দেহে আবদুল কাদিরের উল্লেখযোগ্য সম্পাদনাকর্ম। এ-সম্পাদনার ফলে আমাদের দেশের তিন জন শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-সাধকের রচনাবলী পাঠকের সমীপবর্তী হয়েছে। প্রতিটি রচনাবলীর ভূমিকায় সংযোজিত নিবন্ধ সম্পাদনাকর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ঐ নিবন্ধগুলোর মাধ্যমে লেখকদের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা লাভ করা যায়। মীর মশাররফ হোসেনের প্রধান প্রধান রচনাসমূহ নিয়ে কাজী আবদুল মান্নানের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'মশাররফ রচনা-সম্ভার' এ-পর্বের একটি উল্লেখযোগ্য সম্পাদনা-কর্ম। মশাররফ হোসেনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষাদ সিন্ধু'র (প্রথম পর্ব ১৮৮৫, দ্বিতীয় পর্ব ১৮৮৭, তৃতীয় পর্ব ১৮৯২) সম্পাদনা-প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন :

> বিষাদ-সিন্ধু গ্রন্থের আলোচনার শুরুতে আমরা সবিনয়ে স্বীকার করছি যে, এ-গ্রন্থ সম্পাদনার ব্যাপারে একটি প্রয়োজনীয় কাজ সম্ভব হয়নি। বিষাদ-সিন্ধুর প্রথম থেকে অষ্টম সংস্করণের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেন গ্রন্থের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন, তা অনুধাবন করার জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রথম থেকে সপ্তম সংস্করণের সমস্ত কপিগুলি সংগ্রহ করার বহু চেষ্টা করেও আমরা সফলকাম-হতে পারিনি। এখানে আমরা কয়েকটি পুরানো সংস্করণের ভূমিকা সম্পূর্ণ করলাম। তা থেকে 'বিষাদ-সিন্ধু'র পরিবর্ধন ও প্রকাশনা সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যাবে।[৩৯]

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মুহূর্তে পাক-বাহিনীর সহযোগী রাজাকার-আল-বদরদের নীল-নক্শার শিকার হয়েছেন আমাদের দেশের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ প্রতিভা। এ-সময় আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে পাক-বাহিনীর পরম-দোসরদের হাতে যাঁরা মৃত্যুবরণ করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন অধ্যাপক, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ প্রমুখ। স্বাধীনতার পরে রাজাকারের ষড়যন্ত্রে মৃত্যুবরণকারী এগারজন সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও অধ্যাপকদের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন বাংলা একাডেমী। এ-প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন :

> লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে আমরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ করেছি। মানবেতিহাসের বৃহত্তম ও নিষ্ঠুরতম গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে বাংলার মাটিতে।

> এ গণহত্যার জন্য পাকিস্তানের তৎকালীন শাসকগোষ্ঠী, তার সামরিক বাহিনী এবং তাদের সহযোগী এদেশীয় আলবদর-রাজাকাররাই মূলতঃ দায়ী।··· মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের চূড়ান্ত পর্যায়ে পাক-বাহিনীর সহযোগী আলবদর-রাজাকাররা বেছে বেছে এদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে নির্মমভাবে হত্যা করে।··· বাংলা একাডেমী বাংলাদেশের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির পরিচর্চা ও পরিচর্যার পীঠস্থান। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন তাঁদের রচনাবলী প্রকাশ করা বাংলা একাডেমীর নৈতিক দায়িত্ব। তাই একাডেমীর ১ম পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার (১৯৭৩-৭৮) কার্যক্রমের অধীনে ১১জন শহীদ অধ্যাপক, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকের সমগ্র রচনা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।[৪০]

বাংলা একাডেমীর এই সময়োপযোগী এবং প্রশংসনীয় পরিকল্পনার ফসল হিসেবে আলোচ্য সময়ে প্রকাশিত হয়েছে সাত জন লেখকের রচনাসংগ্রহের চৌদ্দটি খণ্ড। আতোয়ার রহমানের সম্পাদনায় বাংলা একাডেমীর পরিকল্পনানুযায়ী প্রকাশিত হয় 'গোলাম রহমান রচনাবলী'র চারটি খণ্ড। মোহাম্মদ মানরুজ্জামানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর (১৯২৯-১৯৭১) রচনাবলীর দু'টি খণ্ড (১ম খণ্ড ১৯৮৭, ২য় খণ্ড ১৯৮২)। 'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আমাদের সতর্ক জাতিসত্তার উত্তরাধিকার'; তাঁর রচনাসংগ্রহ সম্পাদনা তাই একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়াস। রচনাবলীর প্রথম খণ্ডে সংকলিত হয়েছে মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (১৯২৬-১৯৭১)-রচিত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ, সাহিত্যের বিভিন্ন প্রসঙ্গ, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ এবং সৃষ্টিশীল রচনাসমূহ। দ্বিতীয় খণ্ডে সংকলিত হয়েছে শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্বদেশ, বাংলাভাষা-বিষয়ক রচনাসমূহ এবং তাঁর পত্রাবলী। প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্য-কর্মের পরিচয় ছাড়াও তাঁর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সমুদয় রচনার তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান লিখিত 'জীবন প্রসঙ্গ' এবং 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জীবন ও সাহিত্যকর্মের সামগ্রিক পরিচয়-জ্ঞাপক। এ-প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন :

> ··· সংগ্রহ ও সম্পাদনা ছাড়াও দু'টি প্রবন্ধে আমি মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর 'জীবন প্রসঙ্গ' ও 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' আলোচনা করেছি। মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর জীবন ও অন্তর্জীবন এবং তাঁর সাহিত্য-কর্মের বিস্তৃতি ও গভীরতা-সন্ধান ঐ প্রবন্ধ দু'টির লক্ষ্য। সমগ্র রচনাবলীর ভূমিকা হিসেবে ঐ প্রবন্ধ দু'টি সংযুক্ত করলাম। আশা করি 'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী' প্রকাশের তাৎপর্য ও অনিবার্যতা ঐ অংশ পাঠে স্পষ্ট হবে।[৪১]

১৯৮১ সালে প্রকাশিত হয় আশরাফ সিদ্দিকী-সম্পাদিত 'জহীর রায়হান রচনাবলী'র দু'টি খণ্ড, গোলাম সাকলায়েন-সম্পাদিত 'শহীদুল্লাহ কায়সার রচনাবলী'র দু'টি খণ্ড, সেলিনা হোসেন-সম্পাদিত 'শহীদ সাবের রচনাবলী', এবং সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী-সম্পাদিত 'আনোয়ার পাশা রচনাবলী' (প্রথম খণ্ড)। আনিসুজ্জামান-সম্পাদিত 'মুনীর চৌধুরী রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৮২ সালে। প্রতিটি রচনাবলীর ভূমিকায় লেখকদের জীবন ও সাহিত্য-কর্মের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং তাঁদের রচনাসমূহের সংক্ষিপ্ত তথ্যসঙ্কেত সন্নিবেশিত হয়েছে।

সময়ের এ-পর্বে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতার তিনটি উল্লেখযোগ্য সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এম. আবদুল মজিদের সম্পাদনায় ১৯৭২ সালে প্রকাশিত হয় 'নজরুলের প্রেমের কবিতা'। নজরুল ইসলামের অসংকলিত গান, কবিতা এবং আশীর্বচন নিয়ে

১৯৭৭ সালে আলমগীর জলীলের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'নজরুল রচনা-সংগ্রহ'। বরিশাল থেকে বদিউর রহমানের সম্পাদনায় ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় নজরুলের 'সঞ্চিতা'। এছাড়া, নজরুল ইসলামের সাহিত্য-কর্মের ওপরে বিভিন্ন আলোচকের প্রবন্ধ নিয়ে এ-সময়ে প্রকাশিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য তিনটি গ্রন্থ। এগুলো হচ্ছে--মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত 'নজরুল সমীক্ষণ' (১৯৭২), হায়াৎ মামুদ এবং জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত-সম্পাদিত 'তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ' (১৯৭৪) এবং মুহম্মদ মজিরউদ্দিন-সম্পাদিত 'নজরুল গদ্য সমীক্ষা' (১৯৭৮)। মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত 'নজরুল সমীক্ষণ' নজরুল ইসলামের সৃষ্টিসত্তার সমগ্র প্রান্তকে উন্মোচন করার একটি তাৎপর্যপূর্ণ সম্পাদনা-প্রয়াস। এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ৩৭ জন আলোচকের মোট ৩৮টি প্রবন্ধ। সংকলিত প্রবন্ধগুলোর মাধ্যমে নজরুল প্রতিভাকে সামগ্রিকভাবে উপলব্ধি করা সম্ভব। এ-প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন :

> এ গ্রন্থে সংকলিত ৩৭ জন প্রাবন্ধিকের ৩৮টি প্রবন্ধে নজরুল-প্রতিভার যথাসাধ্য পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ উপস্থাপনার চেষ্টা করেছি। নজরুলের সাহিত্যিক সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমি, নজরুল-প্রতিভার মূল্যায়নের প্রশ্ন, নজরুলের বহুমাত্রিক কবিমানস, নজরুলের কবিতার বিভিন্ন প্রসঙ্গ, শব্দ, উপমা, অলঙ্কার, ছন্দ, নজরুলের উপন্যাস, গল্প, নাটক, শিশুসাহিত্য, গান ও প্রবন্ধ---এই বিচিত্রবিধ বিষয়ের প্রত্যেকটির পুংখানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ এইসব প্রবন্ধে বিধৃত। সতর্ক পাঠক মাত্রই এ-গ্রন্থের প্রবন্ধ নির্বাচন ও উপস্থাপনার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করবেন, আশা করি।[৪২]

হায়াৎ মামুদ এবং জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত-সম্পাদিত 'তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ' নজরুল ইসলামের জীবন ও সাহিত্য-কর্মের ওপর একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ-সংকলন। সংকলনভুক্ত প্রবন্ধ-সমূহের মাধ্যমে নজরুল-প্রতিভার একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রতিভাত হয়েছে। গ্রন্থটির ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সংযোজিত হয়েছে নজরুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং নজরুল-রচনাপঞ্জি। মুহম্মদ মজিরউদ্দিন-সম্পাদিত 'নজরুল গদ্য সমীক্ষা'য় বিশ্লেষিত হয়েছে গদ্য-শিল্পী নজরুলের সৃষ্টিকর্ম। এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে নজরুলের উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ এবং চিঠিপত্র-বিষয়ক নয়টি প্রবন্ধ।

সাহিত্য সম্পাদনার এ-পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গল্পগুচ্ছে'র দু'টি পৃথক সম্পাদনা প্রকাশিত হয়েছে আবুল কাশেম চৌধুরী এবং অজিতকুমার গুহ'র সম্পাদনায়। এ দু'টো সম্পাদনাকর্মের ফলে রবীন্দ্র-ছোটগল্প অনুরাগীদের বহুদিনের অভাব দূর হয়েছে এবং সে-কারণেই এ-সম্পাদনাকর্ম উল্লেখযোগ্য। এ-পর্বে উল্লেখযোগ্য যে-সকল কবিতা সংকলন বেরিয়েছে, সেগুলি হচ্ছে—মুহাম্মদ নূরুল হুদা-সম্পাদিত 'হে স্বদেশ' (১৯৭২), হুমায়ুন কবির-সম্পাদিত 'হে নক্ষত্রবীথি' (১৯৭২), আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'সনেট শতক' (১৯৭৩), আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা' (১৯৭৪), আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-সম্পাদিত 'এক দশকের কবিতা' (১৯৭৫), আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৭৬), আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'মোজাম্মেল হকের কাব্য-সংগ্রহ' (১৯৭৮), অসীম সাহা-সম্পাদিত 'নির্বাচিত প্রেমের কবিতা' (১৯৮০) এবং শিশির দত্ত-সম্পাদিত 'স্বনির্বাচিত' (১৯৮২)।

১৮৬০ সালে রচিত মধুসূদন দত্তের 'কবি মাতৃভাষা' বাংলা ভাষার প্রথম সনেট। ১৮৬০ সালকে স্মরণে রেখে ১৯৬০ সালে কলিকাতা থেকে জীবেন্দ্র সিংহ-রায় এবং শক্তিব্রত ঘোষের সম্পাদনায় 'বাঙলা-সনেট' নামে একটি সনেট-সংকলন প্রকাশিত হয়।

ঐ-গ্রন্থে মধুসূদন দত্ত থেকে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত পর্যন্ত ৭৮ জন কবির ১২১টি সনেট অন্তর্ভুক্ত হয়। আবদুল কাদির বাংলা সনেটের শতবর্ষপূর্তির স্মারক হিসেবে বাংলাদেশ থেকেও এ-ধরনের একটি সংকলন প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং 'সনেট শতক' (১৯৭৩) সে-অনুভবেরই আন্তরিক ফসল। এ গ্রন্থে ৭০ জন কবির মোট ১০০টি সনেট সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থের ভূমিকায় সনেটের উদ্ভব এবং বিকাশ সম্পর্কে সম্পাদকের একটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে, যা সম্পাদনা-কর্মের একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আবদুল কাদিরের সম্পাদনায় ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় 'বাঙলা সনেট'। এ-সংকলনে বাংলা সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় ৮২ জন কবির শতাধিক সনেট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা' নলেজ হোম থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৭৪ সালে। এ-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে জীবনানন্দ দাশের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত ৬৫টি কবিতা। গ্রন্থটির পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে সংকলনভুক্ত কবিতার প্রথম প্রকাশের তথ্য এবং জীবনানন্দের গ্রন্থপঞ্জি। জীবনানন্দের গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা সম্পাদনা-প্রসঙ্গে সম্পাদক লিখেছেন :

> কবির লুপ্ত কবিতাসংগ্রহে নেমে বুঝেছি, তাঁর অজস্র কবিতা বিভিন্ন পত্রালিতে প্রকীর্ণ হয়ে আছে ; অনেক সূত্রের হদিশ পেয়েছি, কিন্তু মূলের সন্ধান পাইনি। সুতরাং মাত্র এই পয়ষট্টিটি গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা-সম্বলিত এই গ্রন্থ শোচনীয়ভাবে অসম্পূর্ণ ; একে সম্পূর্ণতার সিঁড়ির একটি প্রাথমিক ধাপ হিসেবে ধরা যেতে পারে মাত্র। যে-সব পত্রিকায় নিয়মিত তাঁর লেখা বেরিয়েছে, তার অনেকগুলিই এখানে অপ্রাপ্য।[৪৩]

আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় ১৯৭৫ সালে প্রকাশিত হয় 'ফররুখ্ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। ফররুখ্ আহমদ (১৯১৮-১৯৭৪)-এর 'সাত সাগরের মাঝি' (১৯৪৪), সিরাজাম মুনীরা (১৯৫২), 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১), 'মুহূর্তের কবিতা' (১৯৬৩), 'হাতেম তা'য়ী' (১৯৬৬) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কবিতা বা কবিতাংশ নিয়ে এ-সংকলন প্রকাশিত হয়। ফররুখ্ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা নির্বাচন-প্রসঙ্গে সম্পাদকের বিবেচনা এ'রকম—'কাব্যোৎকর্ষই ছিল আমাদের নির্বাচনের প্রধান মানদণ্ড। সেই সঙ্গে বৈচিত্র্য ও বাকপ্রত্যয়িত দৃষ্টির দিকেও আমরা নজর রেখেছি।[৪৪]

আবদুল কাদির-সম্পাদিত 'মোজাম্মেল হকের কাব্য-সংকলন' (১৯৭৮) গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে মোজাম্মেল হকের বিভিন্ন কাব্য গ্রন্থ থেকে মোট ৫১টি কবিতা, যা সামগ্রিক-ভাবে মোজাম্মেল হকের কবি-চৈতন্য উপলব্ধিতে সহায়ক হয়েছে। বাংলাদেশের আধুনিক কবিতার একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ-সম্পাদিত 'এক দশকের কবিতা' (১৯৭৫)। মহফিল হক-সম্পাদিত 'বাংলাদেশের কবিতা' (১৯৭৬)-গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে ৭১ জন কবির প্রায় একশত কবিতা। শিশির দত্ত-সম্পাদিত 'স্বনির্বাচিত' (১৯৮২) কবিতা-সংকলনে বাংলাদেশের নবীন-প্রবীণ মোট ৪৮ জন কবির প্রায় একশত কবিতা সংকলিত হয়েছে। 'স্বনির্বাচিত' কবিতা-সংকলনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে প্রত্যেক কবির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা সংযোজন। উল্লিখিত সংকলনগুলোর মাধ্যমে বাংলাদেশের কবিতার একটি সামগ্রিক রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সে-সূত্রেই এই সম্পাদনা-কর্মগুলো তাৎপর্যপূর্ণ।

আলোচ্য কাল-পরিধিতে বিভিন্ন লেখকের উল্লেখযোগ্য যে-সমস্ত গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে—আনিসুজ্জামান-সম্পাদিত 'এর উপায় কি ?' (১৯৭৪), আবুল কালাম

মনজুর মোরশেদ-সম্পাদিত 'দেনা-পাওনা' (১৯৭৪), সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-সম্পাদিত 'সাজাহান' (১৯৭৪), আবু হেনা মোস্তফা কামাল-সম্পাদিত 'কলিকাতা কমলালয়' (১৯৭৫), সুফী মোতাহার হোসেন-সম্পাদিত 'সাজাহান' (১৯৭৮), মুহম্মদ মফিজুল হক-সম্পাদিত 'গৃহদাহ' (১৯৭৯) ইত্যাদি। পঠন-পাঠনের দিকে লক্ষ্য রেখেই এর অধিকাংশ গ্রন্থ সম্পাদিত হয়েছে। এ-পর্বে বাংলাদেশের গল্প নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে একটি উল্লেখযোগ্য সংকলন। বশীর আল হেলালের ভূমিকা সম্বলিত 'বাংলাদেশের ছোটগল্প' বাংলা একাডেমী থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ সালে। এ গল্প-সংকলনে বাংলাদেশের নবীন-প্রবীণ চুয়াল্লিশজন গল্পকারের চুয়াল্লিশটি শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলিত হয়েছে। গ্রন্থটির ভূমিকায় সংযোজিত বশীর আল হেলালের নিবন্ধটি তুলে ধরেছে বাংলাদেশের ছোটগল্পের উদ্ভব এবং বিকাশের একটি সাধারণ চিত্র। এ-সময়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প-সংকলন প্রকাশিত হয় রণেশ দাশগুপ্তের সম্পাদনায়। রণেশ দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ' (১৯৭৩) গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে সোমেন চন্দের (১৯২০-১৯৪২) সতেরটি বিশিষ্ট গল্প।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের জীবন ও সাহিত্যকর্ম বিবেচনা করে জিয়াদ আলীর সম্পাদনায় 'সুকান্ত পরিচয়' প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালে। সংকলনভুক্ত সতেরটি প্রবন্ধের মধ্যে ষোলটি প্রবন্ধই নির্বাচন করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ষোল জন লেখকের পূর্ব-প্রকাশিত রচনা থেকে। ফলতঃ এ-গ্রন্থে প্রতিফলিত হয়নি সুকান্ত সম্পর্কে বাংলাদেশের বিবেচনা। বাংলাদেশে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের (১৯০৮-১৯৫৬) সাহিত্যকর্মের ওপরে প্রথম গ্রন্থ 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়' ভূঁইয়া ইকবালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ সালে। সংকলনভুক্ত বারটি প্রবন্ধে সামগ্রিকভাবে উন্মোচিত হয়নি মানিক-প্রতিভার সকল প্রান্ত। গ্রন্থে সংযোজিত মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন ও গ্রন্থপঞ্জি সংকলনটির একটি উল্লেখযোগ্য দিক। ১৯৮২ সালে সাঈদ-উর রহমানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ওদুদ-চর্চা'। 'ওদুদ-চর্চা'য় আলোচিত হয়েছে কাজী আবদুল ওদুদের (১৮৯৬-১৯৭০) জীবন ও সাহিত্য-কর্ম। উল্লিখিত তিনটি সংকলনই বাংলাভাষা ও সাহিত্যের ছাত্র-ছাত্রীদের সহায়ক গ্রন্থের অভাব পূরণ করেছে।

সময়ের এ-পর্বে বাংলাদেশের প্রবন্ধের একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংকলন 'সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ' (১৯৭৬) মুক্তধারা থেকে প্রকাশিত হয়েছে আবদুল্লাহ আবু সায়ীদের সম্পাদনায়। ছয় দশকে 'কণ্ঠস্বর' (১৯৬৫) পত্রিকাকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে তরুণ প্রাবন্ধিকদের হাতে সৃষ্টি হয়েছিল শৈল্পিক গদ্যচর্চার একটি স্বতন্ত্র স্রোত। 'সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ' মূলত ছয় দশকের সেই স্বাতান্ত্র্যাভিলাষী, নিরীক্ষাপ্রিয়, প্রতিভাবান, দীপ্র-দ্যুতিময় কবিতা-স্পর্শী গদ্যের প্রবন্ধ-পর্বের দলিল। শুধু গদ্যচর্চা নয়, বিষয় নির্বাচন এবং বিশ্লেষণেও সংকলনভুক্ত প্রবন্ধসমূহে ধরা পরেছে প্রাবন্ধিকদের স্বাতন্ত্র্য। সংকলনভুক্ত প্রবন্ধসমূহের তালিকা থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে—আবদুল হাফিজ : সুধীন্দ্রনাথের গদ্য, আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : বাঙলা সমালোচনা প্রসঙ্গে, আসাদ চৌধুরী : সুকুমার রায়, আবদুল মান্নান সৈয়দ : শব্দের পাপ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ, মোহাম্মদ রফিক : কফিনে শাদা গোলাপ, আলতাফ হোসেন : রবীন্দ্রনাথের গানের কথারা ও অতিলৌকিক অনুভব, মহাদেব সাহা : আনন্দের মৃত্যু নেই, সৈয়দ আকরম হোসেন : কথামালা এবং পূর্ববাঙলার কবি ও কবিতা, মনসুর মুসা : রবীন্দ্র-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, হুমায়ুন কবির : নষ্ট বিশ্বাস ও ক্লাসিক চর্চা, অসীম সাহা : শিল্প-শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ববোধ এবং আবুল কাসেম ফজলুল হক : কালের যাত্রার ধ্বনি।

আলোচ্য সময়-বৃত্তে প্রকাশিত হয়েছে সৈয়দ আকরম হোসেন-সম্পাদিত 'মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা' (১৯৭২) শীর্ষক গ্রন্থ। ১৯৭২ সালের উনিশ থেকে চব্বিশে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 'মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল

হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা বক্তৃতামালা'য় পঠিত প্রবন্ধের সংকলন নিয়ে সম্পাদিত হয়েছে এই স্মারক গ্রন্থ। সংকলিত প্রবন্ধসমূহে প্রকাশিত হয়েছে এই তিনজন সাহিত্য-শিল্পীর জীবন ও সাহিত্যকর্মের বিস্তৃত পরিচয়। মযহারুল ইসলাম-সম্পাদিত 'শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে' (১৯৭৩) গ্রন্থে ১৯৭১ সালে রাজাকার-আলবদরদের হাতে নিহত অধ্যাপক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, রাজনীতিবিদ প্রমুখের স্মরণে কবিতা, প্রবন্ধ, স্মৃতি-কথা সংকলিত হয়েছে। 'মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা' এবং 'শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে' গ্রন্থ দু'টি আমাদের সাহিত্যে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে রাজাকার-আলবদরদের হাতে নিহত সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও শিক্ষাজীবীদের অবদান বিবেচনার প্রয়াস এবং সে-কারণেই এ দু'টি সম্পাদনাকর্ম তাৎপর্যপূর্ণ এবং মূল্যবান।

৮.

উপর্যুক্ত আলোচনায় আমরা দেখাতে চেষ্টা করেছি বাংলাদেশে গত পঁয়ত্রিশ বছরের (১৯৪৭-১৯৮২) সাহিত্যসম্পাদনার ইতিহাস, গতি-প্রকৃতি এবং তার স্বরূপ। আলোচ্য সময়ে সম্পাদিত গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের পুনর্জীবন ঘটেছে, জাতীয় সাহিত্যে এসেছে সমৃদ্ধি। আমাদের সাহিত্যচর্চায় উল্লিখিত সম্পাদনা-প্রয়াসের অবদান নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূরস্পর্শী।

তথ্যসঙ্কেত

১ গত পঁয়ত্রিশ বছরে (১৯৪৭-১৯৮২) বাংলাদেশে প্রকাশিত হয়েছে প্রায় তিন-শত সম্পাদিত গ্রন্থ। যে-সব গ্রন্থ সম্পাদনার ন্যূনতম মানে পৌঁছতে পারেনি এবং যা সম্পাদিত হয়েছে একান্তই ব্যবসায়িক কারণে—এ পরিসংখ্যানে তা অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

২ সৈয়দ আলী আহসান: মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী-সম্পাদিত 'লোক-সাহিত্যে ছড়া' (১৯৬২) গ্রন্থের 'প্রসঙ্গ-কথা' থেকে উদ্ধৃত।

৩ মুহম্মদ এনামুল হক এবং কবীর চৌধুরী-সম্পাদিত 'আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারক গ্রন্থ' (১৯৬৯)-এর অন্তর্গত আহমদ শরীফের প্রবন্ধ 'সাহিত্য বিশারদ' দ্রষ্টব্য, পৃ. ৯২

৪ আবদুর রহমান সিদ্দিকী-সম্পাদিত 'পদ্মাবতী'র দ্বিতীয় সংস্করণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে আছে। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৬ সালে। কিন্তু সেখানে প্রথম সংস্করণ প্রকাশের তারিখ নেই।

৫ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর: মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সম্পাদিত 'হারামণি'র প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, পৃ. ১।০—।৶০

৬ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' (১ম খণ্ড), ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা, ১৯৫৭; পৃ. ৭১

৭ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য: 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' (দ্বিতীয় খণ্ড), পৃ. ৪

৮ আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খান-সম্পাদিত 'নতুন কবিতা', ওয়ার্সী বুক সেণ্টার, ঢাকা, ১৯৫০, দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. ১

৯ 'একুশে ফেব্রুয়ারী', পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫৩, সম্পাদক—হাসান হাফিজুর রহমান।

১০ সৈয়দ আলী আহসান : 'ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র অনুসরণে' প্রবন্ধ [দ্রষ্টব্য মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্‌-সম্পাদিত 'শহীদুল্লাহ্‌ সংবর্ধনা গ্রন্থ' (১৯৬৭)] পৃ. ১৫৭

১১ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সম্পাদিত 'হারামণি' সপ্তম খণ্ড (ঢাকা, ১৯৬৪) থেকে উদ্ধৃত।

১২ আশরাফ সিদ্দিকী এবং আবদুর রশীদ খান : পূর্বোক্ত।

১৩ 'একুশে ফেব্রুয়ারী' গ্রন্থে সংকলিত কবিতাগুলোর কোন শিরোনামা নেই, সবগুলোই 'একুশের কবিতা' এ-নামে প্রকাশ করা হয়েছে।

১৪ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌ এবং আবু হেনা মোস্তফা কামাল-সম্পাদিত 'পূর্ব বাংলার কবিতা', ঢাকা, ১৯৫৪, দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. (ঙ-জ)।

১৫ বাক্যাংশটি 'পূর্ব বাংলার কবিতা' গ্রন্থের ভূমিকা থেকে চয়ণ করা হয়েছে।

১৬ 'দাংগার পাঁচটি গল্পে' অন্তর্ভুক্ত মুনীর চৌধুরীর 'মানুষ' গল্প নয়, একাঙ্ক নাটক।

১৭ মুনীর চৌধুরী : 'মীর-মানস', আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, তৃতীয় মুদ্রণ—১৯৭৪, পৃ. ৫

১৮ আহমদ শরীফ-সম্পাদিত 'লায়লী-মজনু', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৮, দ্রষ্টব্য উৎসর্গপত্র।

১৯ আহমদ শরীফ-সম্পাদিত 'চন্দ্রাবতী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭, দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. অ

২০ আবদুল গফুর-সম্পাদিত 'সুলতান জমজমা', কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৯, দ্রষ্টব্য পৃ. ৬১

২১ সম্পাদিত গ্রন্থটির যতগুলো পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে তার সবগুলোই ছিল আদ্যে খণ্ডিত। তাই উপাখ্যানটির সঠিক নাম কি ছিল তা নির্ণয় করা অনুমানের বিষয়। সম্পাদক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে এ-সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, কাব্যটির নাম ছিল সম্ভবত 'ইমাম বিজয়'।

২২ আলি আহমদ-সম্পাদিত 'ইমাম বিজয়', কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৯ ; দ্রষ্টব্য পৃ. ১৯

২৩ দ্রষ্টব্য—মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌-সম্পাদিত Buddhist Mystic Songs (২য় সংস্করণ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬

২৪ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আহমদ শরীফ-সম্পাদিত 'মধ্যযুগের বাঙলা গীতিকবিতা', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৬১ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. ৫

২৫ মুহম্মদ আবদুল হাই এবং আনোয়ার পাশা-সম্পাদিত 'মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান', ষ্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৭ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. ।।০

২৬ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সম্পাদিত 'হারামণি' (চতুর্থ খণ্ড), দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. ৫

২৭ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্বোক্ত, (২য় খণ্ড), পৃ. ৩-৪

২৮ দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ 'লোকসাহিত্য'। রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষষ্ঠখণ্ড, বিশ্বভারতী, পৃ. ৫৯৬-'৯৭

২৯ শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী-সম্পাদিত 'যশোর খুলনার ছড়া', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. ৫৪

৩০ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত, 'ঢাকার লোক-কাহিনী', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. ২২

৩১ কাজী দীন মুহম্মদ-সম্পাদিত 'লোক-সাহিত্যে ধাঁধা ও প্রবাদ', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা

৩২ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত 'প্যারীচাঁদ রচনাবলী', কথাকলি, ঢাকা, ১৯৬৮ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা পৃ. ১

৩৩ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত 'মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী', পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৭০ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. ১

৩৪ দ্রষ্টব্য হায়াৎ মামুদ-সম্পাদিত 'ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ' (১৯৭০) গ্রন্থের ভূমিকা, পৃ. ২

৩৫ বদিউজ্জামান-সম্পাদিত মোমেনশাহী গীতিকা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. ১

৩৬ রফিকুল ইসলাম-সম্পাদিত 'আধুনিক কবিতা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. বিরানব্বই

৩৭ আবদুল হাফিজ-সম্পাদিত 'রক্তাক্ত মানচিত্র', মুক্তধারা, কলিকাতা, ১৯৭১ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. ৪৩

৩৮ মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন-সম্পাদিত 'হারামণি' (৮ম খণ্ড)-তে সন্নিবেশিত শ্রীসুনীতি-কুমার চট্টোধ্যায়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

৩৯ কাজী আবদুল মান্নান-সম্পাদিত 'মশাররফ রচনা-সম্ভার' (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা।

৪০ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত 'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮)-র প্রথম খণ্ডের 'প্রসঙ্গ-কথা' থেকে উদ্ধৃত।

৪১ দ্রষ্টব্য মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত 'মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী' (১ম খণ্ড)-র ভূমিকা।

৪২ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান-সম্পাদিত 'নজরুল সমীক্ষণ', আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭২ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা, পৃ. পনের-ষোল

৪৩ আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা', নলেজ হোম, ঢাকা, ১৯৭৪ ; দ্রষ্টব্য ভূমিকা।

৪৪ আবদুল মান্নান সৈয়দ-সম্পাদিত 'ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা', ঢাকা, ১৯৭৫ ; দ্রষ্টব্য 'প্রবেশক'।

গ্রন্থপঞ্জি

১৯০১-১৯৪৮

আবদুল করিম (সাহিত্যবিশারদ) ; রাধিকার মানভঙ্গ (নরোত্তম ঠাকুর বিরচিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯০১

: বাঙ্গলা প্রাচীন পুথির বিবরণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৪

: সত্য নারায়ণের পুথি (কবি বল্লভ বিরচিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৫

: মৃগলুব্ধ সংবাদ (রাম রাজা বিরচিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৫

: মৃগলুব্ধ সংবাদ (দ্বিজ রতিদেব বিরচিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৫

: গঙ্গামঙ্গল (দ্বিজ মাধব বিরচিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৬

: জ্ঞান-সাগর (আলী রজা বিরচিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৭
: শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস (বাসুদেব ঘোষ বিরচিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৭
: সারদা মঙ্গল (মুক্তারাম সেন বিরচিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৭
: গোরক্ষ বিজয় (মুক্তারাম সেন বিরচিত), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৯১৭
আবদুর রহমান সিদ্দিকী : পদ্মাবতী (আলাওল বিরচিত), ঢাকা, ২য় সংস্করণ ১৯২৬
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি (প্রথম খণ্ড), কলিকাতা, ১৯৩০
ফণীন্দ্রচন্দ্র দাস ও গিরীশচন্দ্র দাস : পদ্মপুরাণ (ষষ্ঠীবর বিরচিত), শ্রীহট্ট, ১৯৩৬
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি (দ্বিতীয় খণ্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৪২
আবদুল কাদির ও রেজাউল করিম : কাব্য-মালঞ্চ, ঢাকা, ১৯৪৫
নন্দলাল কাব্যতীর্থ : শ্রীকৃষ্ণবিজয় (মালাধর বসু বিরচিত), ময়মনসিংহ, ১৯৪৫
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি (তৃতীয় খণ্ড), হাসি প্রকাশালয়, ঢাকা, ১৯৪৮

১৯৫০

আশরাফ সিদ্দিকী ও আবদুর রশীদ খান : নতুন কবিতা, ওয়াসী বুক সেণ্টার, ঢাকা, ১৯৫০
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ও আলাউদ্দিন আল আজাদ : দাংগার পাঁচটি গল্প, নতুন সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫০
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : পদ্মাবতী (আলাওল বিরচিত), প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫০

১৯৫২

আজিজুর রহমান চৌধুরী : শিরীঁ-ফরহাদ, কোহিনূর লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৫২
কাজী আবুল হোসেন : শিরীঁ-ফরহাদ, ঢাকা, ১৯৫২

১৯৫৩

আবদুল কাদির : পাকিস্তানের লোক-কাহিনী, পাকিস্তান পাবলিকেশানস্, ঢাকা, ১৯৫৩
কুর্রাতুল আ'ইন হায়দার : পাকিস্তানের লোক-কাহিনী, পাকিস্তান পাবলিকেশানস্, ঢাকা, ১৯৫৩
হাসান হাফিজুর রহমান : একুশে ফেব্রুয়ারী, পুঁথিপত্র প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫৩

১৯৫৪

আশরাফ সিদ্দিকী : উন্নত জীবন, ঢাকা, ১৯৫৪
: গল্প-সংকলন, ঢাকা, ১৯৫৪
: ছোটদের কবিতা, ঢাকা, ১৯৫৪

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ : বিদ্যাপতি-শতক, রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ঢাকা, ১৯৫৪
মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ ও আবু হেনা মোস্তফা কামাল : পূর্ব বাংলার কবিতা, ঢাকা, ১৯৫৪

১৯৫৫

আবুল হাসান শামসুদ্দিন : নজরুল ইসলামের শ্রেষ্ঠ গল্প, ঢাকা, ১৯৫৫

১৯৫৬

আশরাফ সিদ্দিকী : জমীদার দর্পণ, প্রগতি প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৫৬
মনীন্দ্রমোহন চৌধুরী : বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়মে বাংলা পুথির তালিকা, রাজশাহী, ১৯৫৬
সেলিনা মাহমুদ ও আমিনা মাহমুদ : উপচয়ন, ঢাকা, ১৯৫৬

১৯৫৭

আহসান হাবীব : বিদেশের সেরা গল্প, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৫৭
রওশন ইজদানী : মোমেনশাহীর লোক-সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৭
সমীরকুমার ঘোষ : দেনা-পাওনা, ইষ্ট-বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৫৭

১৯৫৮

আহমদ শরীফ : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ সংকলিত পুথি-পরিচিতি, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৫৮
: তোহ্‌ফা (আলাওল বিরচিত), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৫৮
: লায়লী-মজনু (দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৫৮
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : লালন ফকিরের গান [হারামণি-ষষ্ঠ খণ্ড], ঢাকা, ১৯৫৮

১৯৫৯

আবদুল কাদির : নজরুল পরিচিতি, ঢাকা, ১৯৫৯
আবদুর রশিদ খান ও মোহাম্মদ মামুন : প্রেমের কবিতা, ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৫৯
আহমদ শরীফ : সত্যকলি বিবাদ-সংবাদ বা যুগ-সংবাদ, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৫৯
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি (চতুর্থ খণ্ড), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৫৯
মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্‌দীন : শতদল, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৫৯

১৯৬০

অজিতকুমার গুহ : কৃষ্ণকান্তের উইল, নিউ এজ পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৬০
আহমদ শরীফ : মধুমালতী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬০
কাজী কাদের নওয়াজ : নওরোজের গল্প, নওরোজ সাহিত্য মজলিস, দিনাজপুর, ১৯৬০
গোলাম রহমান : আলালের ঘরের দুলাল, সেঞ্চুরী, ঢাকা, ১৯৬০
ফয়েজ আহমদ চৌধুরী : সিকান্দরনামা (আলাওল বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬০
মীর আবুল হোসেন : নজরুল সাহিত্য, রওনক পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৬০
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌ : Buddhist Mystic Songs, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬০

১৯৬১

আহমদ শরীফ : মুসলিম কবির পদ-সাহিত্য, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৬১
মুহম্মদ আবদুল হাই ও মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি (পঞ্চম খণ্ড), বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৬১

১৯৬২

আনিসুজ্জামান : বাঙ্গালী মুসলমান সমাজ ও নজরুল-সঙ্গীত, ঢাকা, ১৯৬২
খলিলুর রহমান, এম. আবদুল্লাহ্‌ ও শামসুল হুদা : পথের মানিক, ময়মনসিংহ, ১৯৬২
গোলাম রহমান : হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা, সেঞ্চুরী পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৬২
মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী : লোকসাহিত্যে ছড়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬২
হাসান হাফিজুর রহমান ও আলমগীর জলীল : উত্তরবঙ্গের মেয়েলী গীত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬২

১৯৬৩

আবদুল কাদির : এয়াকুব আলী চৌধুরীর অপ্রকাশিত রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৩

আবুল কালাম শামসুদ্দীন ও আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী : সেকাল ও একালের সেরা গল্প, ঢাকা, ১৯৬৩
আলমগীর জলীল : রাজশাহীর ছড়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৩
আহমদ শরীফ : মধ্যযুগের কাব্য-সংগ্রহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৩
ওহীদুল আলম : চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৩

১৯৬৪

আনিসুজ্জামান : আবুল ফজলের শ্রেষ্ঠ গল্প, ঢাকা, ১৯৬৪
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : সাম্প্রতিক ধারার গল্প, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৪
আহমদ শরীফ : রসুল বিজয়, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪
বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর : বাউল গান ও দুদ্দু শাহ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামণি (সপ্তম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪
মোহাম্মদ সালাহ্‌উদ্‌দীন : পূবালী ফসল, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৪
শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী : যশোর-খুলনার ছড়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪

১৯৬৫

আশরাফ সিদ্দিকী : কিশোরগঞ্জের লোক-কাহিনী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫
আহমদ শরীফ : নীতিশাস্ত্রবার্তা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫
নূরুল ইসলাম চৌধুরী : চট্টগ্রামের লোকসাহিত্য ও সংস্কৃতি, রয়াল লাইব্রেরী, চট্টগ্রাম, ১৯৬৫
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : লোকসাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : ঢাকার লোককাহিনী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫

১৯৬৬

আজমল হক : অনন্য স্বদেশ, ঢাকা, ১৯৬৬
আনোয়ারুল করিম : লালন-গীতি (১ম খণ্ড), মিল্কী হাউস, কুষ্টিয়া, ১৯৬৬
আবদুল কাদির : নজরুল রচনাবলী (১ম খণ্ড), কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৬
আহমদ শরীফ : শা' বারিদ খান গ্রন্থাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৬
সৈয়দ আলী আহসান : বীরাঙ্গনা কাব্য, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৬
সৈয়দ মোশাররফ হোসেন : নওরোজের গল্প, নওরোজ সাহিত্য মজলিস, দিনাজপুর, ১৯৬৬

১৯৬৭

আবদুল কাদির : ইসমাইল হোসেন সিরাজী রচনাবলী (উপন্যাস খণ্ড), কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৭
: নজরুল রচনাবলী (২য় খণ্ড), কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৭
আবুল ফজল : কায়কোবাদ কাব্য-সংকলন, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৭
আহমদ শরীফ : চন্দ্রাবতী (কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭
: মধ্যযুগের রাগতালনামা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭
নীলিমা ইব্রাহিম : শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যপাঠের ভূমিকা, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৭
ফিরোজা খাতুন : কবি গোলাম মোস্তফা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭
মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা : কালকেতু উপাখ্যান (চণ্ডীমঙ্গল কাব্য থেকে সংকলিত), ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৭
: মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যান (অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে সংকলিত), ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৭
মুহম্মদ সফিয়্যুল্লাহ্‌ : শহীদুল্লাহ্‌ সংবর্ধনা গ্রন্থ, রেনেসাঁস প্রিণ্টার্স, ঢাকা, ১৯৬৭

শামসুজ্জামান খান : সূর্যমুখী, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৭
সরদার ফজলুল করিম : পাকিস্তান আন্দোলন ও মুসলিম সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭

১৯৬৮

অনিলচন্দ্র ঘোষ : সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৮
আনিসুজ্জামান : রবীন্দ্রনাথ, ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮
আবদুল কাদির : আবুল হুসেন রচনাবলী (১ম খণ্ড), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৮
: কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী (১ম খণ্ড), কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৮
আবুল কাসেম চৌধুরী : অগ্নিবীণা, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৬৮
আহমদ শরীফ : বাংলার সূফী সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮
আহসান হাবীব : কাব্যালোক, পাকিস্তান পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৬৮
এস. এম. পারভেজ ও বোরহান আহমদ : সমকালীন প্রেমের গল্প, ঢাকা, ১৯৬৮
কাজী দীন মুহম্মদ ও সিরাজুদ্দীন হোসেন : মানব-মর্যাদা, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৬৮
কাজী দীন মুহম্মদ : লোক-সাহিত্যে বাঁধা ও প্রবাদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮
গোলাম মুরশিদ ও মাহবুবুল আলম : মাইকেলের প্রহসন, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৬৮
গোলাম সাকলায়েন : কবি মোজাম্মেল হক ও ফেরদৌসী-চরিত, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৮
জসীমউদ্‌দীন : জারীগান, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৮
জি. এম. হালিম : নজরুল মানস-সমীক্ষা, ঢাকা, ১৯৬৮
ফিরোজা খাতুন : গোলাম মোস্তফা গীতি-সঞ্চয়ন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮
বদিউজ্জামান : সিলেট-গীতিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮
মাহফুজা খাতুন : গোলাম মোস্তফা প্রবন্ধ সংকলন, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৬৮
মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনিসুজ্জামান : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ, ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮
: দীনবন্ধু মিত্র রচনাসংগ্রহ, ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮
মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা : চর্যাগীতিকা, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৮
: বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য, ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮
মুহম্মদ আবদুল হাই ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : সাজাহান, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৮
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : প্যারীচাঁদ রচনাবলী, কথাকলি, ঢাকা, ১৯৬৮
সিরাজউদ্‌দৌলা চৌধুরী : রূপরঙ্গ, রূপরঙ্গ প্রকাশনী, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮
সৈয়দ আকরম হোসেন : চক্রবাক, পুস্তকঘর, ঢাকা, ১৯৬৮
: শেষের কবিতা, পুস্তকঘর, ঢাকা, ১৯৬৮
: সোনার তরী, পুস্তকঘর, ঢাকা, ১৯৬৮
সৈয়দ আলী আহসান : একেই কি বলে সভ্যতা ও বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮
সৈয়দ আলী আহসান : পদ্মাবতী, ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৮
: মেঘনাদবধ কাব্য, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৬৮

১৯৬৯

আবদুল গফুর : সুলতান জমজমা (ফয়জুল্লাহ্ মীর বিরচিত), কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৯

আবু যোহা নূর আহম্মদ : চাহার দরবেশ (মীর আম্মান বিরচিত), ঢাকা, ১৯৬৯
আল কালাম আবদুল ওহাব : মধুমালতী (মুহম্মদ কবীর বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯
আলি আহমদ : ইমাম বিজয় (দৌলত উজির বাহরাম খান বিরচিত),কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৯
চৌধুরী জহিরুল হক : ঐতিহ্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৯৬৯
মযহারুল ইসলাম ও মুহম্মদ আবদুল হাফিজ : সতীময়না ও লোরচন্দ্রানী (দৌলত কাজী বিরচিত), নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯
মযহারুল ইসলাম : গল্পবিচিত্রা, ষ্টুডেণ্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯
মাহবুবুল আলম : বাংলা প্যারডি কবিতা, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৬৯
মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা : ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা-সংগ্রহ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৬৯
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম : নজরুল ইসলাম, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯
মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী : আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ স্মারক গ্রন্থ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯
মোহাম্মদ আনোয়ারুল আজিম : রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র প্রবন্ধ, কুমিল্লা, ১৯৬৯
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : মধুসূদন-নাট্য-গ্রন্থাবলী, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৯
রণেশ দাশগুপ্ত : জীবনানন্দ দাশ কাব্য-সম্ভার, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৬৯
শান্তিরঞ্জন ভৌমিক : বাংলা সাহিত্যে বিহারীলাল, ইষ্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৬৯
সরদার ফজলুল করিম : আমাদের সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯
হায়াৎ মামুদ : দোলনচাঁপা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৯
: শিউলিমালা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৯
: সঞ্চিতা, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৬৯

১৯৭০

আখতার ফারুক : ছাড়পত্র, মিতালী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭০
আবদুল কাদির : নজরুল রচনাবলী (৩য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০
আবুল বাসার : রিক্তের বেদন, মিতালী প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭০
আহমদ ছফা : বাঙলার কাব্য (হুমায়ুন কবীর রচিত), খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭০
কাজী সিরাজ : জীবনানন্দ দাশ : শ্রেষ্ঠ কবিতা, সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭০
খোদেজা খাতুন : বগুড়ার লোকসাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০
গোলাম মুরশিদ : বিদ্যাসাগর, সাহিত্য সংসদ, রাজশাহী, ১৯৭০
বদরুদ্দীন উমর : সুকান্ত সমগ্র, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭০
মনসুর মুসা : বাঙলাদেশ, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭০
মনিরুজ্জামান : নূরজাহান ও সাজাহান, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭০
মমতাজউদদীন আহমদ : কপালকুণ্ডলা, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭০
মযহারুল ইসলাম : বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ, ঢাকা, ১৯৭০
মুহম্মদ আবদুল হাফিজ : ছাড়পত্র, রাজশাহী, ১৯৭০
: সুকান্ত ভট্টাচার্যের সমগ্র কবিতা, রাজশাহী, ১৯৭০
মুহম্মদ মফিজুল ইসলাম : নূরজাহান, কথাকলি, ঢাকা, ১৯৭০
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : নুরুন্নেছা খাতুন গ্রন্থাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : মধুসূদন-কাব্য-গ্রন্থাবলী, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা,১৯৭০
রফিক সন্যামত : কবি-কিশোর সুকান্ত ভট্টাচার্যের সমগ্র কবিতা, উত্তরণ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭০

রাজিয়া সুলতানা : গুলে বকাওলী (নওয়াজীস খান বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭০
হায়াৎ মামুদ : ব্যতিক্রমী প্রসঙ্গ, পাকিস্তান বুক কর্পোরেশন, ঢাকা, ১৯৭০

১৯৭১

আবদুল কাদির : গোলাম মোস্তফা কাব্য-গ্রন্থাবলী, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭১
আবদুল হাফিজ : রক্তাক্ত মানচিত্র, মুক্তধারা, কলিকাতা, ১৯৭১
বদিউজ্জামান : মোমেনশাহী গীতিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১
মযহারুল ইসলাম : বাংলা কবিতা, ঢাকা, ১৯৭১
মাহবুবুল আলম : সাহিত্য-তত্ত্ব, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭১
রফিকুল ইসলাম : আধুনিক কবিতা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭১

১৯৭২

আবদুল কাদির : মোহাম্মদ লুৎফর রহমান রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭২
আবুল কাসেম ফজলুল হক : মুক্তিসংগ্রাম, আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭২
এস. আবদুল মজিদ : নজরুলের প্রেমের কবিতা, সুলেখা প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭২
মুহম্মদ নূরুল হুদা : হে স্বদেশ, ঢাকা, ১৯৭২
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : নজরুল সমীক্ষণ, আনন্দ প্রকাশন, ঢাকা, ১৯৭২
শহীদুল ইসলাম : শব্দ-সৈনিক, ঢাকা, ১৯৭২
সৈয়দ আকরম হোসেন : মুনীর চৌধুরী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী আনোয়ার পাশা, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭২
হুমায়ুন কবীর : হে নক্ষত্রবীথি, ঢাকা, ১৯৭২

১৯৭৩

আবদুল কাদির : বেগম রোকেয়া সাখাওয়াৎ হোসেন রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩
: সনেট-শতক, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৩
আবুল কাসেম চৌধুরী : গল্পগুচ্ছ, সিটি লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৩
জিয়াদ আলী : সুকান্ত পরিচয়, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭৩
মযহারুল ইসলাম : শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩
ময়ুখ চৌধুরী : অসভ্য-শব্দ, একান্তর, চটগ্রাম, ১৯৭৩
মাহবুবুল আলম : বাংলা নীতি কবিতা, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭৩
: সমালোচনা সংগ্রহ, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭৩
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম : লোক-সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩
মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীন কাসিমপুরী : বাংলাদেশের লোকসঙ্গীত পরিচিতি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩
রণেশ দাশগুপ্ত : সোমেন চন্দের গল্পগুচ্ছ, কালিকলম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৩
সামীয়ুল ইসলাম : উত্তর বাংলার লোকসাহিত্য : গান ও মেয়েলী গীত, হীরা কুটির, রংপুর, ১৯৭৩
সৈয়দ আলী আহসান : মধুমালতী, বইঘর, চট্টগ্রাম, ১৯৭৩
হায়াৎ মামুদ ও জ্যোতিপ্রকাশ দত্ত : তোমার সাম্রাজ্যে যুবরাজ, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ১৯৭৩

১৯৭৪

অজিতকুমার গুহ : গল্পগুচ্ছ, ঢাকা, ১৯৭৪
আনিসুজ্জামান : এর উপায় কি ? চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৯৭৪

আবদুল কাদির : বাংলা সনেট, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৪
আবদুল মান্নান সৈয়দ : জীবনানন্দ দাশের কবিতা, নলেজ হোম, ঢাকা, ১৯৭৪
আবুল আহসান চৌধুরী : লালন স্মারক গ্রন্থ, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র, ঢাকা, ১৯৭৪
আবুল কালাম মন্‌জুর মোরশেদ : দেনা-পাওনা, চট্টগ্রাম, ১৯৭৪
আবুল কালাম মোহাম্মদ জাকারিয়া : গুপিচন্দ্রের সন্ন্যাস (শুকুর মাহমুদ বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪
খান মুহম্মদ সালেখ : এয়াকুব আলী গ্রন্থাবলী, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৪
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : আমাদের লেখক : প্রাসঙ্গিক তথ্যাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪
: যশোরের লোককাহিনী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪
সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় : সাজাহান, মডার্ণ বুক এজেন্সী, ঢাকা, ১৯৭৪

১৯৭৫

আবদুল মান্নান সৈয়দ : ফররুখ্ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ফররুখ্ স্মৃতি সংসদ, ঢাকা, ১৯৭৫
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : এক দশকের কবিতা, নলেজ হোম, ঢাকা, ১৯৭৫
আবু তালিব : লালন শাহ্ ও লালন গীতিকা (১ম ও ২য় খণ্ড), ঢাকা, ১৯৭৫
আবু হেনা মোস্তফা কামাল : কলিকাতা কমলালয়, বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৯৭৫
আহমদ শরীফ : সয়ফুলমুলুক-বদিউজ্জামাল (দোনা গাজী বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫
গোলাম সামদানী কোরায়শী : তোহফা (আলাওল বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫
ভুঁইয়া ইকবাল : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৫

১৯৭৬

আবদুল কাদির : আবুল হুসেন রচনাবলী (১ম খণ্ড), বর্ণমিছিল, ঢাকা, ১৯৭৬
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ : খান মোহাম্মদ ফারাবী : কবিতা ও অন্যান্য, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৭৬
: সাম্প্রতিক ধারার প্রবন্ধ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৬
আহমদ শরীফ : সওয়াল সাহিত্য, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬
কাজী আবদুল মান্নান : মশাররফ রচনা-সম্ভার (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬
জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী : হে বন্য স্বপ্নেরা, ফররুখ্ কেন্দ্রীয় স্মৃতি সংসদ, ঢাকা, ১৯৭৬
মহফিল হক : বাংলাদেশের কবিতা, কবিসভা, রংপুর, ১৯৭৬
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন : হারামনি (৮ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬

১৯৭৭

আবদুল করিম (সাহিত্য বিশারদ) : পদ্মাবতী (আলাওল বিরচিত), বাংলা সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম, ১৯৭৭
আবদুল কাদির : নজরুল রচনাবলী (৪র্থ খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭
আলমগীর জলীল : নজরুল রচনা সংগ্রহ, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৭
আহমদ শরীফ : সিকান্দরনামা (আলাওল বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭
জসীমউদ্‌দীন : মুর্শীদা গান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭
বদিউজ্‌জামান : রংপুর গীতিকা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭
মহফিল হক ও নূরুল ইসলাম : বাংলাদেশের ছড়া, কবিসভা, রংপুর, ১৯৭৭
মুহম্মদ কামালউদ্দীন : লালন-গীতিকা, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৭

১৯৭৮

আতোয়ার রহমান : গোলাম রহমান রচনাবলী (১ম খণ্ড ১ম ও ২য় ভাগ, ২য় খণ্ড ১ম ভাগ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮
আবদুল কাদির : মোজাম্মেল হকের কাব্য সংগ্রহ, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৮
আহমদ শরীফ : কিফায়তুল মুসল্লিন (শেখ মুত্তালিব বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮
: নবীবংশ (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮
: রসুল চরিত [নবীবংশ ১ম খণ্ড] (সৈয়দ সুলতান বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮
: রসুল বিজয় (সৈয়দ সুলতান বিরচিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮
মুহম্মদ মজিরউদ্দীন : নজরুল গদ্য সমীক্ষা, আদিল ব্রাদার্স, ঢাকা, ১৯৭৮
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৮
সুফী মোতাহার হোসেন : সাজাহান, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৭৮

১৯৭৯

নূর মোহাম্মদ টেনা : খুলনার লোকসাহিত্য, কালান্তর প্রকাশনী, খুলনা, ১৯৭৯
বশীর আল হেলাল : বাংলাদেশের ছোটগল্প, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৯
মুহম্মদ এনামুল হক : আদ্য-পরিচয় (শেখ জাহেদ বিরচিত), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, ১৯৭৯
মুহম্মদ মফিজুল হক : গৃহদাহ, তরুণ লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৯৭৯
মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ ও আবদুল মান্নান সৈয়দ : ফররুখ্ আহমদ রচনাবলী (১ম খণ্ড), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৭৯
শফিউল আলম : সুকান্ত ভট্টাচার্যের রচনা-সমগ্র, সিকদার বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৭৯

১৯৮০

অসীম সাহা : নির্বাচিত প্রেমের কবিতা, শতাব্দী, ঢাকা, ১৯৮০
আতোয়ার রহমান : গোলাম রহমান রচনাবলী (২য় খণ্ড ২য় ভাগ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০
আবদুল মুকীত চৌধুরী : নজরুল ইসলাম : ইসলামী গান, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, ঢাকা, ১৯৮০
কাজী আবদুল মান্নান : মশাররফ রচনা-সম্ভার (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮০
বদিউর রহমান : সঞ্চিতা, উজ্জ্বল প্রকাশনী, বরিশাল, ১৯৮০

১৯৮১

আশরাফ সিদ্দিকী : জহীর রায়হান রচনাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮১
গোলাম সাকলায়েন : শহীদুল্লাহ কায়সার রচনাবলী (১ম ও ২য় খণ্ড), আহমদ পাবলিশিং হাউস, ঢাকা, ১৯৮১
নূর মোহাম্মদ টেনা : খুলনার লোক-কবি, কালান্তর প্রকাশনী, খুলনা, ১৯৮১
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : আনোয়ার পাশা রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১
সেলিনা হোসেন : শহীদ সাবের রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮১
হামিদুল ইসলাম : বাংলার শ্রেষ্ঠ রূপকথা, বিউটি বুক হাউস, ঢাকা, ১৯৮১

১৯৮২

আনিসুজ্জামান : মুনীর চৌধুরী রচনাবলী (১ম খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান : মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী রচনাবলী (২য় খণ্ড), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২
শিশির দত্ত : স্বনির্বাচিত, চেম্বার প্রেস, চট্টগ্রাম, ১৯৮২
সাঈদ-উর রহমান : ওদুদ-চর্চা, একাডেমিক পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৯৮২
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী : বাংলাদেশের নির্বাচিত গল্প, ধানসিঁড়ি, ঢাকা, ১৯৮২
সুকুমার বিশ্বাস : আমিনুল ইসলাম চৌধুরী রচনাবলী, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২
সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ : সুকান্ত শিশু-কিশোর সমগ্র, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮২